পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

সূচিপত্র

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০২
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর ও সংস্থা	
পরিবেশ অধিদপ্তর	১০
বন অধিদপ্তর	৫৭
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	১০৭
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১১২
বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনস্টিটিউট	১১৯
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	১৩২
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	১৪০

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ, উপকূলীয় বনায়ন, হাওর-বাঁওড়, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে "The Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973" প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন আকারে কার্যকর করা হয়। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু "Water Pollution Control Ordinance, 1973" জারি করেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকার সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে যা পরিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আশা করছি এ বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে। এ কর্মপ্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.**)**

হাবিবুন নাহার এম.পি.
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর দেশমাতৃকার প্রতি দরদ ও ভালোবাসার ন্যায় দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিও ছিল অন্যরকম অনুরাগ। পরিবেশ রক্ষার অন্যতম অনুষঙ্গ বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্চা যা তিনি কারাগারে বসেও করেছেন। তিনি গণভবন ও বঙ্গভবনে গাছ লাগিয়ে মানুষকে আহ্বান করেছেন বাড়ির আশেপাশে, পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ করতে। প্রকৃতি প্রেমিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচি উদ্বোধনকালে পরিবেশ রক্ষায় সুন্দরবনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি দেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা বিবেচনা করে "Water Pollution Control Ordinance, 1973" জারি করেন। ১৯৭৩ সালেই পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, বন্যপ্রাণী ও হাওড়, নদীসহ বিভিন্ন ধরনের জলাশয় সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী ১ কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার পরিবেশ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান পরিবেশবান্ধব সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনভূমি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এ মন্ত্রণালয় থেকে লাগসই এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের কৌশলগত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত প্রয়াসসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনন্য ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে।

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য উপাত্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাবিবুন নাহার

(হাবিবুন নাহার এম.পি.)

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত বিভিন্ন কৌশলগত উদ্যোগ ও কার্যক্রম সর্বজন প্রশংসিত হয়েছে, এসেছে বৈশ্বিক স্বীকৃতি। ওজোনস্তর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ভিয়েনা কনভেনশনের ১১তম পার্টি সভায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যুরো সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ওজোনস্তর রক্ষা তথা বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালী সংশোধনী অনুস্বাক্ষর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সমষ্টিগত প্রয়াশকে এগিয়ে নিতে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধনপূর্বক ইট ভাটা হতে নিসৃত নিঃসরণ মান মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংশোধনক্রমে মাটির অবক্ষয় ও গুণাগুণ রক্ষার্থে সরকারি বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক জীবন যাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী হতে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইনগত পরিকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিপজ্জনক বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য বিপজ্জনক বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অন্যতম। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়ে সম্পন্ন ও চলমান কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করছে এরূপ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা এবং বিভিন্ন অংশীজন এ প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও এ প্রতিবেদন সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ মোস্তফা কামাল)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত চাপ পড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং সংকটাপন্ন হচ্ছে প্রতিবেশগত ভারসাম্য। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর।রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মতে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে। জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয়, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ পরিচিতি

১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়।
পরবর্তীতে ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৩ ভিশন

টেকসই পরিবেশ ও বন উন্নয়ন

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা,গবেষণা,উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and Ecology;
- Matters relating to environment pollution control;
- Conservation of forests and development of forest resources (Government and Private); forest inventory, grading and quality control of forest products;
- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce;
- Plantation of exotic cinchona and rubber;
- Botanical gardens and Botanical surveys;
- Tree plantation;
- Planning Cell-Preparation of schemes and coordination in respect of forest;
- Research and training in Forestry;
- Mechanised forestry operations;
- Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries;
- Matters relating to marketing of forest product;

- Administration of BCS (Forest) Cadre;
- Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry;
- All laws on subjects allotted to this Ministry;
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry and
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রয়েছেন সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের ০৫টি অনুবিভাগ রয়েছে।

জনবল অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৮৪ জন। কর্মরত জনবল ১০৬ জন। শূন্য পদ ৭৮টি।

সারণি ১.১: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১.	প্রথম শ্রেণি	৫৩	৩৮	১৫
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২	২২	২০
৩.	তৃতীয় শ্রেণি	৪১	১৬	২৫
৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৪৮	৩০	১৮
	মোট =	১৮৪	১০৬	৭৮

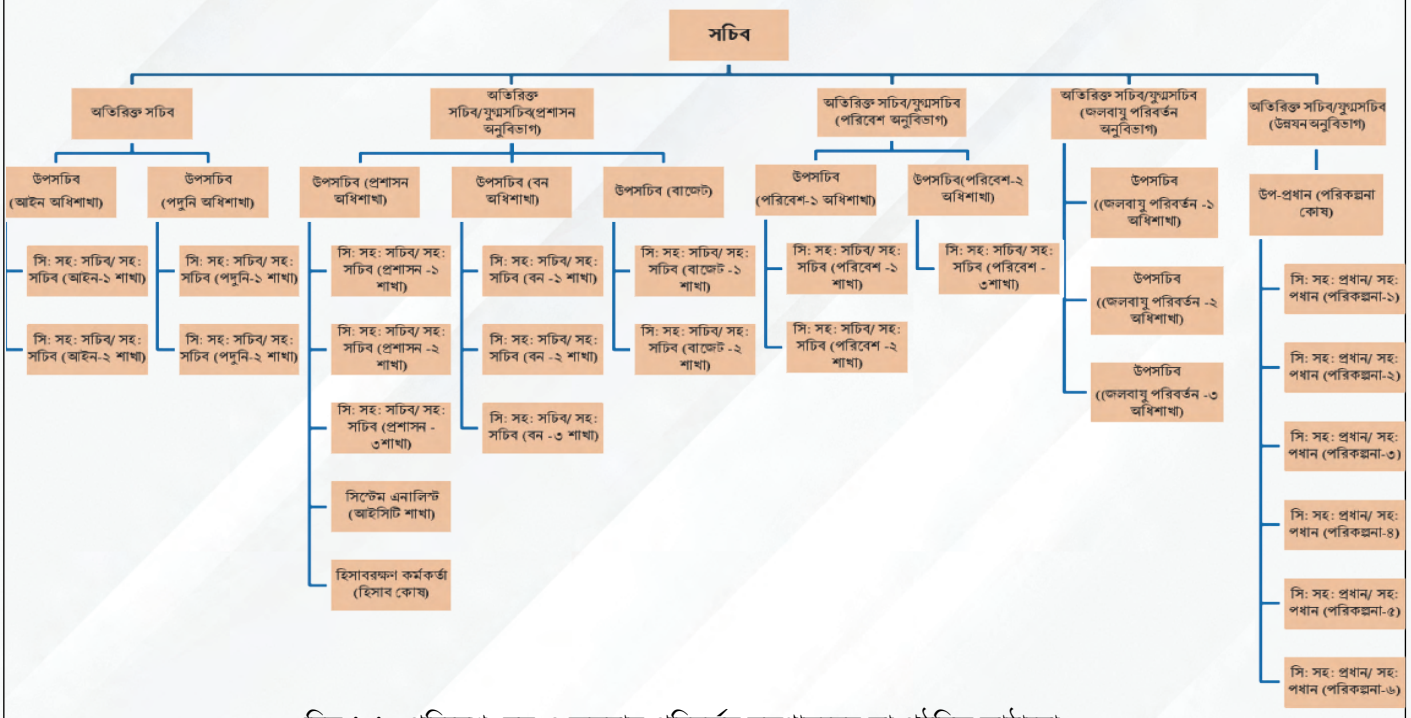

চিত্র ১.১: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

চিত্র ১.২: জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২০ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বৃক্ষের চারা রোপণ

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ৮৯,১৭৫.২২ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৮৪,৩৬২.৩৩ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৫% এবং অব্যয়িত অর্থ ৪,৮১২.৮৯ লক্ষ টাকা।

সারণি ১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০১৯-২০ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
৫৪,৮৪১.২২	৩৪,৩৩৪.০০	৮৯,১৭৫.২২	৫০,৪৫৫.৫৮	৩৩,৯০৬.৭৯	৮৪,৩৬২.৩৩	৪,৩৮৫.৬৮	৪২৭.২১	৪,৮১২.৮৯
-	-	-	৯২%	৯৮.৭৫%	৯৪.৬০%	৮%	১.২৫%	৫.৪০%

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৩১টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন করে।

বৈদেশিক: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মোট ২২৩ জন কর্মকর্তা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/সভায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১.৩: টাংগুয়ার হাওড়

১.১০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৭টি বিভাগ/দপ্তর রয়েছে যা নিম্নরূপ:

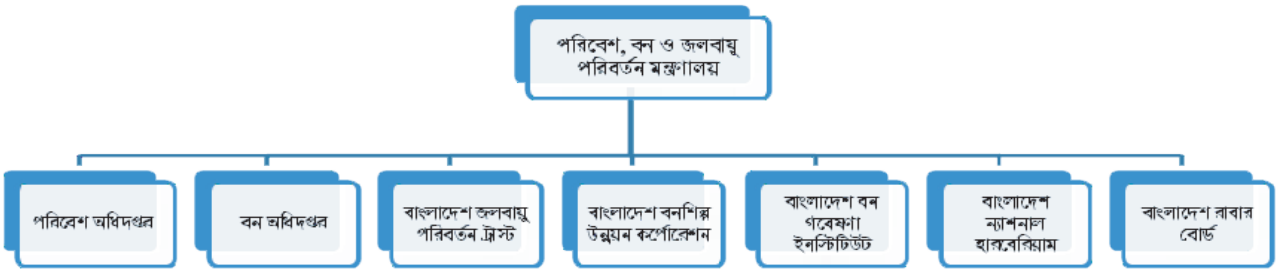

চিত্র ১.৪: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

১.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের ক্ষতিসমূহ এবং তা মোকাবেলার সম্ভাব্য পন্থা আন্তর্জাতিক ফোরামে যথাযথভাবে তুলে ধরছে এ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্ব বিবেচনায় ২০১৮ সালে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইতোমধ্যে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তন নামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যাকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বাংলাদেশে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বিগত ২০১৯-২০২০ সময় পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে; নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনাঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের Nationally Determined Contributions বা NDC বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ও অ্যাকশন প্ল্যান রয়েছে।

১.১২ পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

১.১২.১ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বায়ুদূষণ জনিত সমস্যা নিরসনে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :

ইট ভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ : 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে সনাতন পদ্ধতির ইট-ভাটাসমূহের মধ্যে এ যাবৎ ৬৫.৫৮% ভাগ ইট-ভাটা পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ১৪৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,১১,৭৩,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ইতোমধ্যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৮ জারি করা হয়েছে।

চিত্র ১.৬: অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ : ২০১৯-২০ সনে সারাদেশে মোট ৩৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস,ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক ১১৯টি মামলার বিপরীতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ মনিটরিং : বায়ুদূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ "Clean Air & Sustainable Environment (CASE)" প্রকল্পটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case_moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন ৫টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জ্বালানি সাশ্রয়ী (বন্ধু চুলা) গ্রামীণ চুলার প্রচলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোগ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও ভারতের অর্থায়নে সারাদেশে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১২০০ জন বন্ধু চুলার উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হয়েছে এবং ২,২০,০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার) বন্ধু চুলা স্থাপন করা হয়েছে।

১.১২.২ পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীসহ অন্যান্য ভূ উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান নিয়মিত মনিটরিং করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীসহ বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ৩২৪৮ টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে ২৮টি নদীর ৬৬টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করছে।

১.১২.৩ শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৫৫টি শিল্পকারখানায় Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প হতে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য হাজারীবাগ ট্যানারীগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

১.১২.৪ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার কর্মসূচির অধীনে টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ৫টি টিভিসি নির্মিত হয়েছে এবং দুটি ধাপে মোট ১১টি টিভি চ্যানেল প্রচার করা হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে আর্ন্তজাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪০টি স্থানে নীরব এলাকা চিহ্নিত সাইন পোস্ট করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে। পত্র-পত্রিকায়ও কার্যক্রমের সংবাদ এবং শব্দদূষণ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১১,২৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্ব মূলক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা শহরের শব্দের মাত্রা পরিমাপের জন্য রাজধানীর ৭০টি পয়েন্টসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরের ২০৬টি) পয়েন্টে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১.১২.৫ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৫৭১ জন পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৯.২৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে বকেয়াসহ ১১.৪৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

১.১৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীব নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩ টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

চিত্র ১.৭: টাংগুয়ার হাওর

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্যঃ

সারণি ১.৩ : প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪	সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬	টাংগুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

চিত্র ১.৮: সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ও টাংগুয়ার হাওড়ের অতিথি পাখি

১.১৪ বনায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৬,০০,০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ) হেক্টর। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৬২% সামাজিক বনায়নসহ বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০,০০০ (ষোলো লক্ষ) হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের আয়তন ১১০৭৮.৬৩ হেক্টর ও ২৬২৬.১৮ কিলোমিটার। উপকারভোগীর সংখ্যা মহিলা ৬,৯৩৫ জনসহ মোট ২৫৬০৩ জন। বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ ৬৩,৬৬,৪৬,২৫৫.৭৭ টাকা।

চিত্র ১.৯ : রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট

১.১৫ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি উন্নয়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- সকল কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহার এর সুযোগ পাচ্ছে।
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। ফেইসবুকে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ছবিসহ সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর

www.doe.gov.bd

২.১ পটভূমি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ জারী করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আত্মপ্রকাশ করে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততার স্বীকৃতিস্বরুপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০১৮ সালে এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার কাজগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ।

বিগত এক দশক ধরে দেশে আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। খাদ্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ, বেড়েছে শিক্ষার হার এবং মানুষের গড় আয়ু। অধিক জনসংখ্যা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা দেশের প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও পরিবেশের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪ টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/গবেষণাগার কার্যালয়সহ ৩৩টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণরোধে ২০০৯ সাল থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরূত্বারোপ করা হচ্ছে।

২.২ ভিশন

২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশ সম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২.৩ মিশন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, টেকসই পরিবেশ বান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ, পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা। উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, গ্রিনগ্রোথকে উৎসাহিত করা।

২.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন;
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২.৫ অঙ্গীকার

- দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করা;
- নাগরিকদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট থাকা;
- নাগরিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নাগরিকদের প্রতি সততা, শুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করা;
- আরোপিত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা;
- নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বদা মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা;
- সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা;
- সকল নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, বয়স, ইত্যাদি নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান করা;

২.৬ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলী

২.৬.১ পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ সহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন;
- সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব মূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণা কর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত কারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

২.৭ পরিবেশ অধিদপ্তরের অর্জন/সাফল্য

২.৭.১ সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ণ ও হালনাগাদ করণ

১. বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮ক নামক একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন পূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অধিকতর সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০ জারি করা হয়েছে।

৩. পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ রহিত করে পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ জারি করা হয়।

৪. বিপদজ্জনক ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ জারি করা হয়েছে।

৫. জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২ জারি করা হয়েছে।

৬. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ হালনাগাদ করে ২০১৯ সালে সংশোধিত আইন জারি করা হয়েছে।

৭. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।

৮. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

৯. জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ যুগোপযোগী করে জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. 'নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯''- এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৮ জনবল ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমোদিত ১০৬৫ জনবলের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত ৫০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে সদর দপ্তরসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/ গবেষণাগার কার্যালয় সহ ৩৩ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সাল হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৩৫ টি পদ সৃজন হয়েছে। এছাড়া ১-৯ম গ্রেডের ৯৫ জন কর্মকর্তা, ১০ম গ্রেডের ৬৬ জন কর্মকর্তা এবং ১১-২০ তম গ্রেডের ১৭৪ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির ৬১ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন, কক্সবাজার জেলা কার্যালয়কে পরিচালকের কার্যালয়ে উন্নীতকরণ এবং ৪৩ টি জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৩টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাসমূহে শীঘ্রই অফিস স্থাপন করা হবে। এছাড়া শিল্পঘন ১৮টি উপজেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মোট জনবল ১০৬৫ জনে উন্নীত হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ তলা বিশিষ্ট পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন ২০১৯ তারিখ শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তাছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় অফিস ভবন ও গাজীপুর জেলা অফিস ভবন নির্মাণ ও গবেষণাগার স্থাপনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০১৯ সালে শুরু হয়েছে।

২.৯ ই-ফাইলিং কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, জনগণকে ডিজিটাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অফিসের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদনের নিমিত্ত ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ঢাকা অঞ্চল/মহানগর/গবেষণাগার, চট্টগ্রাম অঞ্চল/মহানগর/গবেষণাগার, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা হবে।

২.১০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (NIS) বাস্তবায়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিবেশ অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ২৭টি Small Improvement Project (SIP) সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নবনির্মিত ভবন

২.১১ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

- শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা এবং শব্দ প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপনসহ সুষ্ঠু পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা স্থাপনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।
- বীগত ১০ (দশ) বছরে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৮০ হাজার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে।
- এপ্রিল ২০১৪ হতে জুন ২০২০ সময় পর্যন্ত ১৯৯৩টি ইউনিটে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এপ্রিল ২০১৪ হতে জুন ২০২০ সময় পর্যন্ত মোট ৫৬৪ টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- অধিদপ্তরের সীমিত জনবল দিয়ে বিপুল সংখ্যক ইটিপি সার্বক্ষণিকভাবে চালু আছে কি-না তা অনসাইট/মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১২ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- বায়ুদূষণরোধে 'নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় বায়ুমান গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- ইট ভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তির ইট ভাটার প্রচলন করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণকারী অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রযুক্তির ও অপুড়াণো ইট, বিকল্প ও ফাঁপা ইট (Hollow Brick) ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির ৭২.৭৬% ইটভাটাকে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ঢাকা শহরের চারপাশের বায়ুদূষণের উৎস ও কারণ চিহ্নিত করে বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক বায়ুদূষণের উৎস চিহ্নিতকরণ, করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্দিষ্ট করে একটি চূড়ান্ত নির্দেশিকা (Guideline) প্রণয়ন করেছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- বীগত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে, সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ভবনের দেয়াল, সীমানা প্রাচীর, হেরিংবোন বন্ড রাস্তা এবং গ্রাম সড়ক টাইপ-বি এর ক্ষেত্রে ইটের বিকল্প হিসাবে পর্যায়ক্রমে ১০০ ভাগ ব্লক ইটের ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরো একটি বিশেষ অর্জন হলো ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান। গত বছর মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা ও তার আশেপাশের ৫(পাঁচ) টি জেলা তথা ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং অবৈধ ইটভাটাগুলো ভেঙে ফেলা হয়।
- যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫টি কম্পেক্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (Compact-CAMS) চালু করা হয়েছে। এ সকল CAMS-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বায়ুর মান পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব বন্ধুচুলার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর গৃহ-অভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষণ প্রশমনের জন্য সারাদেশে প্রায় ১০ (দশ লক্ষ) বন্ধুচুলা স্থাপন করা হয়েছে।
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারীদ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে সমগ্র দেশে শতভাগ সিএফসি'র ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। একইসাথে অন্যান্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস হচ্ছে। মন্ট্রিল প্রোটোকলের সফল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ দুইবার UNEP এর স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া, ওজনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহের চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ২০১৯ সালে UNEP এর 'Global Montreal Protocol Award for Customs and Enforcement Officers' পুরস্কার লাভ করে।

২.১৩ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- নদীর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ২৭টি নদীর ৬৬টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে ৯৯ টি স্থানের পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।
- হালদা নদীর দূষণরোধে ২ (দুই) দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে এর ফলে হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের ডিম পাড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২০ সালে রেকর্ড পরিমাণ মাছের রেনু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

- ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী দূষণকারী শ্যামপুর-কদমতলীতে ৪ (চার) দফা অভিযান পরিচালনা করে মোট ৮১ (একাশি) টি প্রতিষ্ঠানের সেবাসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বাড্ডা-সাঁতারকুলে অবস্থিত ৭ (সাত) টি কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বাড্ডা-সাঁতারকুল খালকে দূষণ মুক্ত করা হয়।
- শিল্প/কারখানা দ্বারা দূষণ রোধে ঢাকার চারপার্শ্বস্থ (০৪) চারটি নদী যথাক্রমে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ নদীকে সুরক্ষা ও পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর আলোকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণের অন্যতম কারণ হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য। ট্যানারি শিল্পসমূহ কেন্দ্রিয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। ধলেশ্বরী নদীতে চামড়া শিল্পের দূষণ পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ৬৪ (চৌষট্টি) টি ওয়াশিং কারখানার কার্যক্রমও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
- ২০১০ সাল হতে নিয়মিত Water Quality Report প্রকাশ করা হয়।
- ভূ-পৃষ্ঠস্থ পনির গুণগত মান পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ক) "পরিবেশগত স্মার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, ওয়েব জিআইএস ভিত্তিক পরিবেশগত সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলাসহ ইইটপি ও নদ-নদীর পানির রিয়েল টাইম গুণগত মান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি স্থাপন" এবং খ) "বৃহত্তর ঢাকা ওয়াটারশেড এলাকায় পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন" শীর্ষক দুটি প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৪ প্লাস্টিক/পলিথিন দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- প্লাস্টিক/পলিথিন দূষণ রোধে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অংশীজনদের নিয়ে জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যে একটি কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি প্লাস্টিকের দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (Extended producer responsibility-EPR) বাস্তবায়নে পাইলট প্রকল্প গ্রহণসহ গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ভোক্তা পর্যায়ে পলিথিন ও পাস্টিক ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং বিকল্প পণ্য সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পলিথিন বা প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী তৈরির কাঁচামাল (প্লাস্টিক/পলিথিন দানার) আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পলিথিন/প্লাস্টিকের ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব বায়ো-ডিগ্রেডেবল পলিথিন/প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জৈব পচনশীল (Compostable/Biodegradable) পলিথিন/প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর শুল্ক হ্রাস বা মওকুফের প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।
- রিসাইক্লিং বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের অনুপযোগী বিভিন্ন মাল্টি-লেয়ার পলিথিন/প্লাস্টিকজাত মোড়কের উৎপাদনকারী/ব্যবহারকারী/বাজারজাতকারী স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিবেশবান্ধব বিকল্প প্যাকেজিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য গণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
- খসড়া ঝুকিপূর্ণ (কঠিন) বর্জ্য বিধিমালা, ২০২০- এ প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট উপবিধি সংযোজন করা হয়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে' Integrated Approach towards Sustainable Plastics Use and (Marine) Litter Prevention

২.১৫ শব্দদূষণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম

- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখ মেয়াদে ৭৫৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্ব মূলক কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি, ৬৪ জেলায় শব্দদূষণ মাত্রার বেইজলাইন তৈরি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ৩টি বিভাগীয় শহরে শব্দদূষণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ক গবেষণা, শব্দের দূষণের মাত্রা পরিমাপ ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে পাইলটিং রিয়েল-টাইম মনিটরিং স্থাপন করার লক্ষ্যে "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশের রাস্তাকে "নীরব এলাকা" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা ও এর চতুর্দিক "নীরব এলাকা" হিসাবে ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৬ রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

- বিপজ্জনক ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ জারি করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরে রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- মার্কারি দূষণের বর্তমান চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে GEF এর সহায়তায় Mercury Initial Assessment সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বিদ্যুৎ সেক্টরে ব্যবহৃত ট্রান্সফরমারে বিদ্যমান পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইলস (পিসিবি) ব্যবস্থাপনার জন্য GEF এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর "Environmentally sound development of the power sector with the final disposal of Poly Chlorinated Bi-phenyls (PCBs)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- দেশে বিদ্যমান ডিডিটি ও অকার্যকর কীটনাশক ধ্বংসে GEF এর সহায়তায় Pesticides Risk Reduction in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বিপজ্জনক পদার্থের অবস্থা নিরূপণে GEF এর সহায়তায় 'Reducing Releases of Chemicals of Concern (CoCs), including POPs in the Textiles Sector' শীর্ষক প্রকল্পের ধারণাপত্র অনুমোদিত হয়েছে।

২.১৭ পাহাড় প্রতিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

- পাহাড় ধ্বস রোধে বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে পাহাড়ধ্বস রোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা চিহ্নিত করে পাহাড়ধ্বস রোধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

- পাহাড় কাটার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.১৮ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ প্রণয়ন

পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণীত হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের মন্ত্রিসভা বিগত ৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে নতুন ভাবে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে।

২.১৯ ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণ রোধ, সমুদ্র সম্পদ আহরণে ও সমুদ্র সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্ম পরিকল্পনায় যেসব কার্যক্রম সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্লু-ইকোনোমি কর্ম পরিকল্পনার আওতায় সমুদ্র জীববৈচিত্র্যর জরিপ সম্পাদনের কাজটি একক ভাবে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়তি হচ্ছে। "সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা" কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" বা বাংলাদেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানি সম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণে একটি প্রকল্প গ্রহণ করছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area সংক্ষেপে ECA/ইসিএ) ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম ঃ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস্থল ধবংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ ইত্যাদি কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করে সরকার ইতোমধ্যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ-পেনিনসুলা এবং সোনাদিয়া ইসিএ-তে Strengthening and Consolidation of Community Based Adaption in the Ecologically Critical Areas Through Biodiversity Conservation এবং সেন্টমার্টিন ইসিএ-তে Ecosystem-based Management of Biodiversity of Saint Martin Island প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.২০ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনায় গঠিত কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি ছাড়াও জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা (ইসিএ) ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গঠন:
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থপনা বিধিমালা ২০১৬ -এর বিধি-২৩ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইসিএ ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডের দ্বারা ইসিএসমূহে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.২১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারী করা হয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি থেকে ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সনদের ষষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন (The 6th National Report to CBD)

জীববৈচিত্র্য সনদের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সিবিডি সেক্রেটারিয়েটে প্রতি চার বছর পরপর বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় বিগত নভেম্বর ২০১৯ মাসে ৬ষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন সিবিডি সেক্রেটারিয়েটে দাখিল করা হয়েছে।

জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NBSAP) ২০১৬-২০২১

জীববৈচিত্র্য সনদের সদস্য দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ২০১০ সালে সিবিডির দশম Conference of Parties-এ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৫টি কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা (Strategic Goal)-এর আওতায় ২০টি অভীষ্ট নির্ধারণ (Biodiversity Strategic Planning 2011-2020) করা হয়, যেগুলোকে আইচি বায়োডাইভারসিটি টার্গেটস নামে অভিহিত করা হয়। এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ (NBSAP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২২ জীবনিরাপত্তা (Biosafety)

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সনদের অন্তর্গত কার্টাগেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য দেশ হিসেবে জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়ন পূর্বক এগুলো বাস্তবায়নে কাজ করেছে। কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীবের (Genetically Modified Organism, GMO) গবেষণা, উন্নয়ন, স্থানান্তর ও আন্তঃদেশীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর আওতায় জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৬ এবং বায়োসেফটি গাইডলাইনস, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি অত্যাধুনিক GMO Dictation Lab প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অধিকন্ত, জীব প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও বিধিবিধান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার পারস্পরিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য একটি Web Based Networking System (biosafetybd.org/Home/Index) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। Implementation of National Biosafety Framework (INBF) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় The National Biosafety Policy, Monitoring and Enforcement Manual, Lab safety Manual, Risk Analysis Framework প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বায়োসেফটি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন ও বায়োসেফটি রেগুলেটরি সিস্টেমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

২.২৩ জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (NOSCOP)

ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ (Spill) আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য অর্থাৎ স্থলজ ও জলজ প্রাণী, বাস্তুতন্ত্র, মানবস্বাস্থ্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বহুসংখ্যক নৌকা ও জাহাজ জলপথে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই যাতায়াত করছে যা সমুদ্র সহ দেশের সকল জলপথ ও জলজ প্রতিবেশকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। তেল ও রাসায়নিক পদার্থ কোনো দুর্ঘটনার কারণে সমুদ্র, উপকূলীয় এলাকা বা নদী, লেক, জলাভূমি ও প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়লে তা প্রশমনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য "জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (National Oil and Chemical Spill Contingency Plan-NOSCOP)" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত হয়েছে।

২.২৪ মেরিন লিটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- মেরিন লিটার (Marine Litter) এখন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি আলোচিত বিষয়। বিষয়টি সরাসরি সমুদ্রের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে জড়িত। বাংলাদেশে মেরিন লিটার এবং এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাসহ বর্তমানে বাংলাদেশে মেরিন লিটারের অবস্থা জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে South Asian Seas Region-এর জন্য South Asia Co-Operative Environment Programme (SACEP) কর্তৃক একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে SACEP-এর অর্থায়নে বাংলাদেশে মেরিন লিটার দূষণের বিষয়ে ''Country Report Bangladesh'' শীর্ষক রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধকরণ ও সমুদ্র রক্ষার উদ্দেশ্যে Commonwealth Clean Oceans Alliance (CCOA) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ Commonwealth Clean Oceans Alliance-এ ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করে। Commonwealth Clean Oceans Alliance-এর কারিগরি সহায়তায় (Technical assistance facilit) সামুদ্রিক প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.২৫ জলবায়ু পরিবর্তনে সরকারের সাফল্য

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুতে বেশ মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্র্যের রূপকে করছে ক্ষুন্ন। যার কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ তথা অতি বৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচেছ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৮ থেকে ২১ সেন্টিমিটার। সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাব গুলোর কারণে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচেছ যে, বাংলাদেশ হচেছ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করেছে। নিম্নলিখিত তথ্য-উপাত্ত থেকে জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের নাজুকতা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক জুন ২০১৪-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় যদি কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৯.৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে।
- 'জার্মান ওয়াচ' কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৯' (Global Climate Risk Index (GCRI) ২০১৯)-এর তথ্যানুসারে ১৯৯৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকি সূচকে ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।
- BBS, ২০১৭ এর তথ্য মতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের Gross National Income GNI ছিলো ১৬১০ ইউ এস ডলার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিগত ৪০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনিতি ১২ মিলিয়ন ইউএসডলার এর মতো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যা বার্ষিক GDP-র (০.৫-১)% এর সমান।
- সম্প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে বিগত ৩০ বছরে উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বছরে প্রায় ৬-২১ মিমি বৃদ্ধি পেয়েছে যা বৈশ্বিক গড় সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতার চেয়ে বেশি।

২.২৬ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবে পৃথিবীর ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সমূহের মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা টেক্সই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ জলবায়ু কূটনীতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। UNFCCC এর অধীনে বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।
- বাংলাদেশ বিগত ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে Paris Agreement স্বাক্ষর এবং ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুস্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে UNFCCC এর অধীনে গঠিত GCF, Adaptation Fund, Excom on Loss & Damage, CGE কমিটির সদস্যসহ LDC chair (২০০৮-২০০৯) নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ UNFCCC-র

আওতায় গঠিত Technnology Executive Committee (TEC), CDM Executive Board, Ges Paris Agreement Compliance Committee (PACC)-র সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

- UN Framework Convention on Climate Change এর ২৫ তম পার্টি সম্মেলন (Conference of the Parties) বিগত ২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয়, যা চিলি-মাদ্রিদ COP ২৫ নামে অভিহিত। সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেরে ২৬,৭০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ১৩৬০০ জন সরকারি প্রতিনিধি, ১০,০০০ জন অবজার্ভার এবং ৩০০০ এর বেশী সংবাদ কর্মী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের উদ্বোধনী Plenary Session-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।
- ২ ডিসেম্বর ২০১৯ Climte Vulnerable Forum (CVF-এর একটি বিশেষ অধিবেশনে জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরস, নেদারলন্ডসের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, হন্ডুরাসের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, CVF জলবায়ু পরিবর্তনে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ৪৮টি উন্নয়নশীল দেশের একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম যেখানে সদস্য দেশ সমূহের পক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে জোরালো দাবী উত্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ CVF এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ এ ফোরামে অত্যন্ত গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ পূর্বেও ২০১১-২০১২ সালে CVF-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। সে বিবেচনায় CVF-এর এ বিশেষ অধিবেশনে ২০২০-২০২১ সালের জন্য সভাপতির দায়িত্ব বাংলাদেশের উপর অর্পণ করা হয়।

COP 25 G Climate Vulnerable Forum (CVF) ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের ভেন্যুতে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ১২০ বর্গমিটার আয়তনের একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি, বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্জন; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলি/কার্যাবলি দিয়ে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নটি আকর্ষণীয় করে সজ্জিত করা হয়।

COP-25 এ স্থাপিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ অপরাহ্নে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নটি পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশ হতে সম্মেলনে আগত সরকারী বেসরকারি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং মাদ্রিদ জলবায়ু সম্মেলন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

COP-25 চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর কাছে একটি রোল মডেল হিসাবে পরিচিত। বিগত ৯-১০ জুন ২০১৯ সময়ে Global Commission on Adaptation (GCA)-এর একটি সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত ৯-১০ জুলাই ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত GCA এর সভায় জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন

এশিয়া মহাদেশে চীনের পর বাংলাদেশে GCA-এর দ্বিতীয় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। GCA-এর স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের ১২-তলায় অস্থায়ীভাবে GCA-এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন কর্তৃক Global Center on Adaptation(GCA)-এর ঢাকাস্থ আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর Thematic Ambassador মনোণীত হয়েছেন। এছাড়া বিগত ১৪ জুন ২০২০ তারিখে সাবেক মুখ্যসচিব জনাব আবুল কালাম আজাদকে CVF-এর Special Envoy হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ১২ তলায় স্থাপিত জিসিএ'র আঞ্চলিক কার্যালয়

- **BCCSAP প্রণয়ন ঃ** বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন করে যা হালনাগাদের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল গঠন এবং ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৩৭৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তহবিল পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০২০ জারি করা হয়।
- **NAP প্রণয়ন ঃ** বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে UNFCCC-এর আওতায় Green Climate Fund (GCF)-হতে প্রায় ২.৫৫ মিলিয়ন ডলার অনুদানে UNDP-এর মাধ্যমে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাযক্রমের অংশ হিসেবে প্রাথমিক কর্মশালা এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রণীতব্য National Adaptation Plan (NAP)-এর আলোকে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- **Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA):** জার্মান দাতা সংস্থা GIZ-এর সহায়তায় দেশব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরূপণে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে Nationwide Climate Vulnerability Assessment প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত দলিল চূড়ান্ত হলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি অনুধাবন এবং সরকার কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রকল্প অগ্রাধিকার নিরূপণ এবং প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চল, বন্যা ও খরা প্রবণ এলাকায় কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে Climate Vulnerability Index এর বর্ণনা রয়েছে যা National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে।
- **NDC প্রণয়ন ঃ** ২০১৫ সালে Intended Nationally Determined Contributions (INDC) প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে NDC বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC Implementation Road Map প্রণয়ন এবং জ্বালানী, শিল্প ও পরিবহন সেক্টরে NDC Sectoral Mitigation Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এ NDC Implementation Road Map বাস্তবায়ন এবং জ্বালানি সক্ষমতা (Energy Efficiency) বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করা হবে। NDC Implementation Road Map-এর আলোকে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত NDC-তে বাংলাদেশ পাওয়ার Transport এবং Industry খাতে ২০৩০ নাগাদ শর্তহীন ভাবে ১২ Mt CO_2 e বা Business -As-Usal (BAU) হতে ৫% এবং শর্তযুক্তভাবে অর্থাৎ উন্নত দেশ হতে আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে অতিরিক্ত ২৪ Mt CO_2 e বা ১০% GHG নির্গমন হ্রাস করবে। বর্তমানে UNDP-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ NDC হালানাগাদের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- গ্রিনহাউজ গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে UNFCCC-এর আওতায় গৃহীত Kyoto Protocol এর আওতায় স্থাপিত Clean Development Mechanism (CDM)-এর আওতায় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ২৪ টি CDM প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ১৬ টি প্রকল্প ইতোঃমধ্যে UNFCCC-র CDM Executive Board কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর UNFCCC-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত Climate Technology Centre and Network (CTCN)- এর মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো হতে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে National Designated Entity (NDE) হিসেবে কাজ করছে। CTCN-এর আওতায় প্রাথমিকভাবে ০৫টি অভিযোজন ও প্রশমন টেকনোলজি চিহ্নিত করে Technical Assistance এর জন্য CTCN-এ প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নিম্নোক্ত ২টি প্রযুক্তি (ক ও খ) হস্তারিত হয়েছে এবং আরো ১টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

  ক) Technical assistance for saline water purification technology at household level and low-cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh (পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত; কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা Green Technology Centre (GTC), Korea)

  খ) Development of a certification course for energy managers and energy auditors of Bangladesh (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত; কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা-National Productivity Council, India)

  গ) Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geo-morphology (Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc) in the Coastal Areas of Bangladesh (বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত; কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা- (Anish Hydraulic Institute Denmark)
- জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত গড়ট-এর আওতায় জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর অধীনে জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাপানের সহায়তায় ইতোমধ্যে ০৫টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ও একটি প্রকল্প কার্যক্রম হস্থান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।
- **TNC প্রণয়ন ঃ** বাংলাদেশ UNFCCC এর সদস্য দেশ হিসেবে ২০০২ সালে Initial National Communication এবং ২০১২ সালে Second National Communication দাখিল করে। এরই ধারাবাহিকতায় জিইএফ (Global Environment Facility)-এর অর্থায়নে Third National Communication (TNC) প্রণয়ন করে ডিসেম্বর ২০১৮ এ UNFCCC-তে দাখিল করেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, ট্রিটিজ এবং এগ্রিমেন্ট সমুহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রোটোকল, ট্রিটিজ এবং এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে এবং সেই সকল কনভেনশন, প্রোটোকল, ট্রিটিজ এবং এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্বাবধানে সকল কনভেনশন, প্রোটোকল, ট্রিটিজ এবং এগ্রিমেন্ট সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
01.	United Nations Framework Convention on Climate Change, (New York, 1992	Objective: The ultimate objectives of this convention … stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. Principles: The Parties should protect the climate system for the	09.06.1992 (Signed) 15.04.1994 (R)	● Bangladesh has formulated National Adaptation Programme of Action (NAPA) in 2005; ● Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP, 2009) 2009; ● DoE has started the project, “Formulation National Adaptation Plan Process” under the supervision of ERD and MoEFCC. Director General is the NPD of NAP Formulation project ● Bangladesh has got US$ 2.55 million from Green Climate Fund for NAP Formulation. ● National Adaptation Plan (NAP) is expected to be the main vehicle under the UNFCCC process in the future to implement adaptation actions. ● •In accordance with Article 4 para 1 and Article 12 para 1, each party shall prepare and submit their National Communication to the UNFCCC;	National Focal Point: Secretary, MoEFCC Responsible Officer at DoE: Mr. Mirza Shawkat Ali, Director (Climate Change & International Convention).

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
		benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects there of Principles: The Parties should protect the climate system for the	09.06.1992 (Signed) 15.04.1994 (R)	• Bangladesh submitted its Initial National Communication (INC) report in 2002. • Second National Communication report in 2012. • Third National Communication report in 2018 • According to TNC per capita GHG emission in • Bangladesh is 0.98 tons per year Bangladesh is in the process of preparation of project on Biannual Update Report (BUR). • UNFCCC has established a Technology Mechanism. Under the Mechanism a Technology Executive Committee (TEC) and Climate Technology Centre and Network (CTCN) has been established. • CTCN Facilitates transfer of Technology to developing countries.	National Focal Point: Secretary, MoEFCC Responsible Officer at DoE: Mr. Mirza Shawkat Ali, Director (Climate Change & International Convention).

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				• DoE is the NDE of CTCN, Director General, DoE is the Focal Point of NDE in Bangladesh; • Bangladesh Delegation Holding Different Positions in the UNFCCC. • Current Member of Technology Executive Committee (TEC) under UNFCCC Technology Mechanism. • Member of the Compliance Committee. • Member of CDM Executive Board Immediate Past memberships. • Member of the Executive Committee on Loss & Damage (2016-19). • Member of the Adaptation Fund Board (2016-19). • Member of the Consultative Group of Experts	
02.	Kyoto Protocol to	To achieve stabilization of	22.10.2001 (AC)	• The protocol was amended in 2012 to	National Focal Point:

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
	the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997	GHG concentrations in the atmosphere with the goal of preventing dangerous anthropogenic (i.e., human-induced) interference of the climate system. The protocol sets binding obligations on industrialized countries to reduce emissions of greenhouse gases.	13 Nov. 2012 (Acceptance)	accommodate the second commitment period (2012-2020). Bangladesh has already ratified the Doha Amendment establishing the second commitment period on 13 November 2013. ● Clean Development Mechanism (CDM) is one of the three flexible mechanism of the Kyoto Protocol that allows a developed country with an emission-reduction commitment under the Protocol to implement an emission-reduction project in developing countries. ● Bangladesh has established a two tier CDM DNA in Bangladesh, Lower tier is National CDM Committee, headed by Secretary, MoEFCC and Higher Tier is National CDM Board headed by Principal Secretary to the Prime Minister. DoE is the DNA Secretariat of CDM. ● So far 16 CDM projects have been registered at ● CDM Executive Board In additional 12 CDM	National Focal Point: Secretary, MoEFCC Responsible Officer at DoE: Mr. Mirza Shawkat Ali, Director (Climate Change & International Convention).

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				projects have been approved by the CDM DNA.	
03.	Paris Agreement (under United Nations Framework Convention on Climate Change) (Paris 2015)	The Agreement aims to respond to the global climate change threat by keeping a global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. The Paris Agreement establishes binding commitments by all Parties to prepare, communicate and maintain a nationally determined contribution (NDC) and to pursue domestic measures to achieve them.	22.04.2016 (signed) 21.09.2016 (ratified)	• The agreement entered into force on 04 November 2016. • Bangladesh prepared and submitted its Intended Nationally Determined Contribution (INDC) in September 2015. • Bangladesh NDC included 5% unconditional and additional 10% Conditional contribution from Business As Usual Scenario by 2030. The base year was 2012. • With the entry into force of the Paris Agreement, the INDC has become NDC. • Bangladesh has also prepared the NDC Implementation Road Map and NDC Mitigation Action Plan in power, industries and transport sector. • Bangladesh is expected to review and update the NDC in the near future..	National Focal Point: Secretary, MoEFCC Responsible Officer at DoE: Mr. Mirza Shawkat Ali, Director (Climate Change & International Convention).

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
04.	Convention on Biological Diversity, (Rio De Janeiro, 1992.) commonly known as CBD.	Conservation of biological diversity (or biodiversity); promote the sustainable use of its components; and encourage fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources.	05.06.1992 (Signed) 03.05.1994 (R)	● Bangladesh has developed National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021 ● Coastal and Wetland Biodiversity Management at Cox's Bazaar and Hakaluki Haor (CWBMP), Phase-II is being Implemented. ● The 6th National Report has been submitted to the CBD secretariat in 2019 ● 46 PAs and 13 ECAs are declared for environmental conservation and management	National Focal Point: Secretary, MoEFCC. Responsible Officer at DoE: Mr. Md. Solaiman Haider, Director (Planning)
05.	Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Montreal, 2000)	To help protect the environment and ensure the safe handling, transport and use of living modified organisms (LMOs) resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on biological diversity, taking also into account risks to human health.	24.05.2000 (Signed) 05.02.2004 (R) 05.05.2004 (entry into force)	● National Biosafety Framework (NBF) has been developed. ● Biosafety Rules, 2012 and Bangladesh Biosafety Guidelines 2008 have been enacted. ● National Committee on Biosafety (NCB) and Biosafety Core Committee (BCC) are formed under Biosafety Guidelines. ● The Fourth National Report under Cartagena	National Focal Point: Secretary, MoEFCC. Responsible Officer at DoE: Mr. Md. Solaiman Haider, Director (Planning)

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				Protocol has been submitted to CBD secretariat in 2019.	
06.	Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Nagoya, 2010)	Nagoya Protocol is a supplementary agreement to the CBD. It provides a transparent legal framework for the implementation of one of the three objectives of the CBD: the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity.	Adopted on 29 October 2010 and entered into force on 12 October 2014.	● Bangladesh is a signatory country to the Nagoya Protocol. Bangladesh has signed the Protocol in 2011 and to ratify the Nagoya protocol, DOE has prepared draft ratification instrument which is in process of finalization in MoEFCC.	National Focal Point: Secretary, MoEFCC Responsible Officer at DoE: Mr. Md. Solaiman Haider, Director (Planning)
07.	United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 1994.)	To combat desertification and mitigate the effects of drought through national action programs that incorporate long-term strategies supported by international cooperation and partnership arrangements.	14.10.1994 (Signed) 26.01.1996 (R) 26.12.1996 (entry into force)	● Bangladesh has prepared 7th National Report and submitted to the UNCCD Secretariat in 2018. ● Preparation of National Action Programme (NAP) for Combating Desertification, land degradation and drought 2015-2024. ● Land Degradation Neutrality Report 2019. ● Implemented Decision Support for	National Focal Point: Secretary, MoEFCC Science and Technology Correspondents: Dr. Md. Sohrab Ali, Director (Dhaka Metropolitan),

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				Mainstreaming and Scaling Up of Sustainable Land Management (SLM). ● Establishing National Land Use and Land Degradation Profile towards Mainstreaming SLM Practices into Sector Policies.	DoE.
08.	Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 1971) (Ramsar Convention)	Conservation and sustainable utilization of wetlands, i.e., to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future, recognizing the fundamental ecological functions of wetlands and their economic, cultural, scientific, and recreational value.	20.05.1992 (AT) 21.09.1992 (entry into force)	● Bangladesh has drafted National Report and sent to the MoEFCC for submitting it to the 13th Meeting of the Conference of the Contracting Parties, UAE, 2018. ● Bangladesh has two Ramsar Sites: Tanguar Haor & Sundarbans. ● "The translation and printing of the Designation and Management of Ramsar Sites Guidebook" is ongoing.	National Focal Point: Secretary, MoEFCC. Responsible Officer at DoE: Dr. Fahmida Khanom, Director (NRM)
09.	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel, 1989.)	To reduce the movements of hazardous waste between nations and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries (LDCs).	01.04.1993 (AC)	● The Hazardous Waste and Ship Breaking Waste management Rules 2011 addresses some of the issues of the Basel Convention. ● The import of all sorts of hazardous waste and their final disposal has been restricted in the	National Focal Point: Secretary, MoEFCC. Competent Authority: Director General (DG),

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
		The Convention is also intended to minimize the amount and toxicity of wastes generated, to ensure their environmentally sound management as closely as possible to the source of generation, and to assist LDCs in environmentally sound management of the hazardous and other wastes they generate.		Bangladesh Import Policy Order 2015-2018. Restrictions has also been imposed by the Hazardous Waste and Ship Breaking Waste management Rules 2011 promulgated under Bangladesh Environment Conservation Act 1995 (Amended in 2010). ● Recently, Bangladesh submitted Basel National Report 2016 to the Basel Secretariat. ● Bangladesh has yet to ratify the Basel ban amendment.	DoE Responsible Office at DoE: Climate Change and International Convention (CC & IC) Section
10.	Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001	To protect human health and the environment through measures to reduce or eliminate emissions and discharges of persistent organic pollutants (POPs).	23.05.2001 (Signed) 12.03.2007 (R)	● Bangladesh already ratified 1st initial twelve (12) POPs amended by this convention. ● Bangladesh has prepared its National Implementation Plan for the Convention. ● DoE has proposed the ratification of new eleven (11) POPs (which are amended during 2009 to 2013) to MoEFCC. However, DoE will again propose the ratification of new sixteen (16) POPs (including 2019 amendment) to MoEFCC	Official Contact Point: Ms. Khorsheda Yasmeen Deputy Secretary, MoEFCC N.B.- To be replaced by relevant officials o f MoEFCC. Responsible Office at DoE: Climate

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				immediately.	Change and International Convention (CC & IC) Section
11.	Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Rotterdam, 1998)	To promote shared responsibilities in relation to importation of hazardous chemicals through Prior Informed Consent (PIC) Procedure.	Bangladesh is not a signatory to this convention	● Imports related to hazardous chemicals and pesticides are followed the Prior Informed Consent (PIC) Procedure. Since, DoE is the DNA of Basel and Stockholm Convention, all country party of Rotterdam Convention send Export Notification to DoE under PIC procedures.	Responsible Office at DoE: Climate Change and International Convention (CC & IC) Section
12.	Minamata Convention on Mercury (Kumamoto, 2013)	Protect human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds	10.10. 2013 (signed) Ratified: yet to be ratified	● In 2019 Bangladesh completed a GEF funded project titled, "Enabling Activities to conduct Minamata Convention Initial Assessment (MIA) in Bangladesh, Guinea Bissau, Mauritania, Mozambique and Samoa." ● Under the project, Minamata Initial Assessment Report for Bangladesh has been prepared that will help policy and strategic decision making and prioritize areas for	National Focal Point: Official nomination of the focal point has not been sent yet. Responsible Officer at DoE: Mr. Masud Iqbal Md. Shameem, Director (Dhaka Division), DoE.

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				Convention.	
13.	Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985.)	To protect human health and the environment against adverse effects resulting from modifications of the ozone layer.	02.08.1990 (AC) 31.10.1990 (entry into force)	• This Convention resulted in the Montreal Protocol and its amendments later.	National Focal Point: Secretary, MoEFCC.
14.	Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer(Montreal 1987.)	To protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances believed to be responsible for ozone depletion.	02.08.1990 (AC) 31.10.1990 (entry into force)	• Accession to the Montreal Protocol – 2nd August 1990 • Ratification of London, Copenhagen, Montreal and Beijing Amendment in March 1994, November 2000, July 2001 and August 2010 respectively. • Ratification of Kigali Amendment is underway and expected shortly. • Ozone Cell formed in 1995 and working for the implementation of the Montreal Protocol. • National Technical Committee on Ozone Depleting Substances (NTCODS) formed in 1994, Secretary, MoEFCC is the Chairman of NTCODS. • Country implemented about 20 projects by this time and maintained	National Focal Point: Secretary, MoEFCC. Responsible Officer at DoE: Mr. Md. Ziaul Haque, Director (Air Quality), DoE.

	Name of Conventions Protocols & Treaties	Main Mandates/ Objectives	Date of Ratification (R)/ Accession (AC)/ Acceptance (AT)/ Adoption (AD)	Bangladesh Initiatives	National Focal Point/contact point (as in the website)
				compliance status of the country.	
15.	Kigali Amendment to the Montreal Protocol	The Kigali Amendment aims for the phase-down of hydrofluorocarbons (HFCs) by cutting their production and consumption. Given their zero impact on the depletion of the ozone layer, HFCs are currently used as replacements of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and chlorofluorocarbons (CFCs), however they are powerful greenhouse gases. The goal is to achieve over 80% reduction in HFC consumption by 2047. The impact of the amendment will avoid up to 0.5 °C increase in global temperature by the end of the century. The Kigali Amendment entered into force on 1 January 2019.	08.06.2020 (ratified)		National Focal Point: Secretary, MoEFCC. Responsible Officer at DoE: Mr. Md. Ziaul Haque, Director (Air Quality), DoE.

২.২৭ পরিবেশ সংরক্ষণে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং এর কার্যক্রম

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। মূলত পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী একটি সংস্থা। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তা আদায়ের বিধান রয়েছে। এটি Polluters Pay Principle নামে বহুল পরিচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে এটি একটি উত্তম কৌশল। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতি অধিকমাত্রায় বিরাজমান। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপকমাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনের উক্ত ধারার আওতায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।
সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

১৩/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে অর্থ বছর ভিত্তিক (ক্ষতিপূরণ ধার্য ও আদায়) এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্যাবলী

অর্থ বছর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ ধার্য (কোটি টাকা)	ক্ষতিপূরণ বকেয়াসহ আদায় (কোটি টাকা)
২০১০-১১	৩৪৩	৩১.২৭	১৫.০৫
২০১১-১২	৫০৩	৪৯.৯০	৩৬.৩৯
২০১২-১৩	৫১০	৩৮.৪৭	৩৩.৬২
২০১৩-১৪	৩৯৫	৪৩.৮৫	২১.২২
২০১৪-১৫	৪২২	৩৯.৭২	২২.৭৮
২০১৫-১৬	৩৯৮	২৮.৬৬	১১.২৩
২০১৬-১৭	১০৪৯	১৮.৯৩	১৪.২১
২০১৭-১৮	৫৭১	১৯.২৩	১১.৪৭
২০১৮-১৯	৮৭৫	১৯.৬৭	১১.৩৮
২০১৯-২০	১৩১৩	৫৮.৪৯	১৪.১৩
২০২০-২১ (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১৯৮	২.৬৭	১.৩৮
	৬৫৭৭	৩৫০.৮৬	১৯২.৮৬

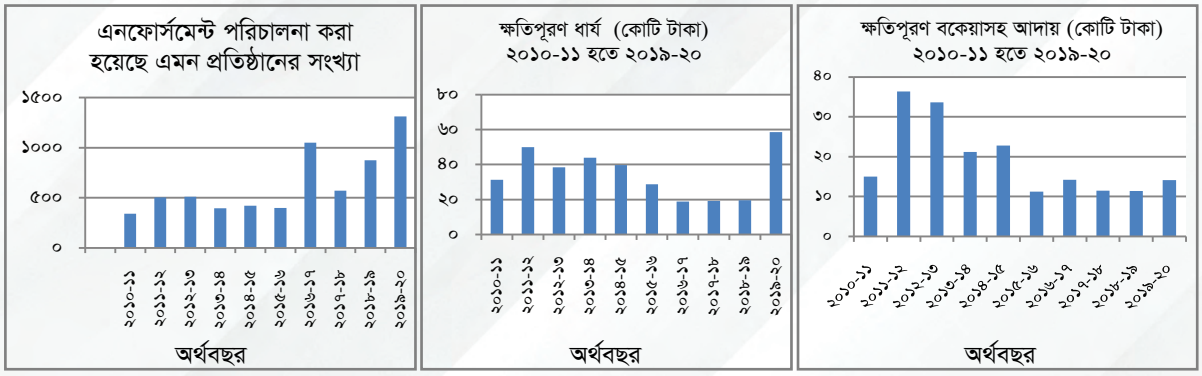

- গত পাঁচ বছরে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। দূষণ রোধে গত ০৮/০৪/২০১৭ তারিখ হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পকে সাভারের হরিণধরায় স্থানান্তর করা হয়। উক্ত স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় অবৈধ ট্যানারির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন সেবা (গ্যাস, বিদ্যুৎসহ) সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সাভারের হরিণধরার বিসিক ট্যানারি শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে।
- দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকা মহানগরীর শ্যামপুর-কদমতলী এলাকায় বেশ কিছু ডাইং ও ওয়াশিং কারখানা তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) নির্মাণ এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বুড়ীগঙ্গা নদী দূষণ করে আসছিল। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে শ্যামপুর-কদমতলী এলাকার মোট ৫৯ (উনষাট) টি অবৈধ কারখানার সেবা সংযোগ (বিদ্যুৎ , গ্যাস) বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। ইতোমধ্যে কয়েকটি কারখানা তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) নির্মাণ সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম চালু করেছে।
- ২০১০ সাল হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক ৬৫৭৭ টি ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / শিল্পকারখানাকে এনফোর্সমেন্ট এর আওতায় এনে ৩৫০.৮৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ১৯২.৮৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়। বিভিন্ন সময়ে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) নির্মাণ ব্যতিত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিহীনভাবে পরিচালনাকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থ বছর অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলি

বিষয় ভিত্তিক	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মোবাইল কোর্টে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দণ্ড			অনাদায়ী অর্থের পরিমান (অনাদায়ী থাকার কারণ)	জব্দকৃত মালামালের বিবরণ
			অর্থ দণ্ড	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কারাদণ্ড		
পলিথিন	২৭৬৯	৫৭৭৩	২০,২৯,৪৬,১৮০/-	১৭,০৭,৪৬,১৮০/-	৯১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড	৩,২২,০০,০০০/- মামলাচলমান	১১৩২.৮৯ মেঃ টন পলিথিন ও দানা
ইটভাটা	১২৫৩	১৯৭৬	৩১,২২,৩০,৪০০/-	২৮,০৮,৯০,৪০০/-	১৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড	৩,১৩,৪০,০০০/- মামলা চলমান	৫৩৬টি ইটভাটা উচ্ছেদ / আংশিক ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।
কালোধোঁয়া ও শব্দ দূষণ	১৩৮	৬২৩	১১,৫৬,৩১০/-	১১,৫৬,৩১০/-	-	-	১৫৬ হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ

পাহাড় কর্তন	১৭২	১৩৩	৩৬,৬২,০০০/-	২৪,৬২,০০০/-	৪৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড	১২,০০,০০০/-	কোদাল, কাচি, আছড়া, দা, কুড়াল, খন্তি/সাবল ইত্যাদি।
জলাশয় ভরাট	২০	১৯	১৩,৫১,০০০/-	৭,০০,০০০/-	১০জন কে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড	৬,৫১,০০০/- মামলা চলমান	-
নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা পরিবেশ দূষণ	১৪	৪১	১০,১৭,০০০/-	১০,১৭,০০০/-	-	-	-
অতিরিক্ত দূষণ	৬১	৬৩	৮২,৩৫,২০৮/-	৮২,৩৫,২০৮/-	-	-	-
পাথর ক্রাসিং	১৩	১২৮	১,৫৭,৪০০/-	১,৫৭,৪০০/-	-	-	-
মোট =	৪৪৪০	৮৭৫৬	৫৩,০৭,৫৫,৪৯৮/	৪৬,৫৩,৬৪,৪৯৮/-	১৬৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড	৬,৫৩,৯১,০০০/- মামলা চলমান	বর্ণনা মোতাবেক

২.২৮ ভূমি অবক্ষয় ও মরুময়তা প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- UNCCD কনভেনশনের বাধ্যবাধকতায় আগামী ১০ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত করে মরুময়তা, খরা ও ভূমির অবক্ষয় রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বিগত ২০১৫ সালে "Bangladesh National Action Program (NAP) to Combat Desertification, Land Degradation and Drought,1 ২০১৫-২০২৪" প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ১৮টি কর্মসূচির (Work Plan) ১২৮ টি কার্যক্রম (Activity) চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ UNCCD সচিবালয়ে প্রতি চার বছর পরপর ভূমির অবক্ষয়রোধ সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় সপ্তম জাতীয় প্রতিবেদন The 7th National Report দাখিল করা হয়েছে।
- জাতিসংঘের SDG ১৫ এবং UNCCD -এর COP ১৩ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক অন্যান্য দেশের মত ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ভূমির অবক্ষয় রোধের জন্য ভূমির অবক্ষয় নিরপেক্ষতা লক্ষ্য (Land Degradation Neutrality target) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ভূমির অবক্ষয় রোধ ও খরা মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এদের অধীনে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে দেশে এলাকাভিত্তিক ভূমির অবক্ষয়ের মাত্রা নির্ধারণ, ভূমি অবক্ষয়ের কারণ নির্ণয়, ভূমির অবক্ষয় রোধে রোডম্যাপ তৈরি, দেশে বিদ্যমান টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি শনাক্ত করা, ডকুমেন্টেশন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
- Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward Mainstreaming SLM Pratices in Sector Polices শীর্ষক প্রকল্প পরিবেশ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে।
- এছাড়াও বাংলাদেশে ভূমির অবক্ষয় ও খরা মোকাবেলায় Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- Global Environment Facility (GEF)-এর Least Developed Countries Fund (LDCF)-এর অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের পরিবেশে বিষায়ক সংস্থা UNEP-এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবেশ অধদিপ্তর "Eco-system based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor 'Wetland' Area" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২.২৯ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে অনলাইন করা হয়। এ কার্যক্রমের জন্য জেনেভা ভিত্তিক WSIS Forum কর্তৃক ICT Applications: E-Government ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন প্রজেক্ট হিসেবে WSIS Prize ২০১৬ অর্জন করেছে।
- গবেষণাগার সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে।
- ডিজিটাল পরিবেশগত ছাড়পত্র চালু করা হয়েছে।
- Optical Fiber-এর মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- Website-কে National Portal-এর আওতাভুক্ত করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারে হোস্টিং করা হয়েছে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রামের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্যাদিসহ জিআইএস বেইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইটভাটা ও রিরোলিং মিল হতে সৃষ্ট দূষণ রোধকল্পে দেশব্যাপী একটি GIS Based তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.২৯.১ সামগ্রিক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগ প্রকল্প :

দেশের দূষণ ঘন এলাকার পরিবেশ দূষণ তথা পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST) শিরোনামে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহায়তা করবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসার (বিনিয়োগ ও কারিগরি প্রকল্প)

বিনিয়োগ প্রকল্প

১.

১।	প্রকল্পের নাম	‘প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্প
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১. একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্যর উন্নয়ন। ২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্বীপের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এবং ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থার উন্নয়ন। ৩. সেন্টমার্টিন দ্বীপের কোরাল এবং ফ্লোরা ও ফনা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথ/উপযুক্ত সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৪. সেন্টমার্টিন দ্বীপের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা। ৫. সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বিনিময়।
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	কোরাল, ফ্লোরা, ফনা এবং সামুদ্রিক সম্পদের বেইজলাইন তথ্য প্রণয়ন ও হুমকি শনাক্ত করণের জন্য কার্যক্রম সমূহ: ১. কেরাল সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক জীব-বৈচিত্র্য ও ভূমির উপরিস্থ জীব-বৈচিত্র্যর বর্তমান অবস্থা, সংকটাপন্ন আবাসস্থল এবং যথাযথ/উপযুক্ত সংরক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারণের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা। ২. প্রতিবছর পাখি শুমারি করা এবং পর্যবেক্ষণ করা।

৩. প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর জরিপ পরিচালনাসহ Household Development Plan (HDP) প্রণয়ন করা।
৪. পানির গুণাগত মানের জন্য এবং সংকটাপন্ন সামুদ্রিক ফ্লোরা, ফনা প্রজাতির বেইজলাইন তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, সচেতনতা সৃষ্টি, ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এডভোকেসি কার্যক্রম :

৬. গ্রাম সংরক্ষণ দল (VGA) পুনরায় সক্রিয়করণ।
৭. স্থানীয় কন্জারভেশন কমিটিকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ।
৮. অংশীজনদের জন্য সংরক্ষণ কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
৯. স্থানীয়দের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন।
১০. ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থার প্রচলনের জন্য স্থানীয় উপকারভোগীদের সহায়তা প্রদান।
১১. গ্রাম সংরক্ষণ দল (VGA)-কে সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি বেইজড বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং মূল ভূ-খণ্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।
১২. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় অংশগ্রহণমূলক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা। তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
১২. নির্দেশনা, পথনির্দেশক বার্তা, দায়িত্বপূর্ণ পর্যটন নির্দেশনা ইত্যাদি দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শন করা এবং ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ ও প্রশিক্ষিত উদ্ধার কর্মীদল গঠন।
১৩. জাতীয় কর্মশালার আয়োজন।
১৪. মেরিন পার্ক সেন্টারের জন্য অডিও ভিজুয়াল সিস্টেম স্থাপন।
১৫. জনসচেতনতামূলক তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ উপকরণ প্রণয়ন ও বিতরণ।

সংরক্ষণ কার্যক্রম :

১৬. কোরাল, পাখি ও ম্যানগ্রোভের সংকটাপন্ন আবাসস্থলসমূহের সীমানা নির্ধারণ করা।
১৭. প্রাকৃতিক ভাবে কচ্ছপ প্রজনন এলাকা ও হ্যাচারি স্থাপনসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১৮. পাখির জন্য নিরাপদ স্থান গড়ে তোলা।
১৯. স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপন।
২০. ম্যানগ্রোভ পুনরুৎপাদনে সহায়তা করা।
২১. বালি আড়ি সংরক্ষণে বৃক্ষ রোপণ।
২২. মেরিন পার্ক সেন্টারের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির কোরাল, ফ্লোরা, ফনার নমুনা সংগ্রহ করা।
২৩. পানির গুণগত মান, সামুদ্রিক ফ্লোরা, ফনার সংকটাপন্ন প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করা।
২৪. স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি বাগান সৃজন করা।

ইনোভেটিভ উদ্যোগ/কার্যক্রম নির্ধারণ করেতা প্রদর্শনকরা এবং নথি ভুক্ত করার কার্যক্রম :

২৫. Conservation Management Plan (CMP) হালনাগাদ করণ।
২৬. মেরিন পার্ক সেন্টারে একটি পর্যবেক্ষণ সেল স্থাপন।
২৭. পর্যটকদের জন্য তথ্য, পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতি, কোরাল স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা সুবিধাসহ মেরিন পার্ক সেন্টার গড়ে তোলা।
২৮. বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার করণ। অবকাঠামোর দেয়াল হিসেবে Natural fencing- ব্যবহার করা হবে।
২৯. প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা মেরিন পার্ক সেন্টার পরিচালনা করা।
৩০. মেরিন পার্ক সেন্টারে কোরাল, ফ্লোরা ও ফনা বিষয়ক জাদুঘর গড়ে তোলা।
৩১. গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩২. পর্যটক ও গবেষকদের জন্য ওয়েবসাইটসহ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা।
৩৩. সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন।

		প্রকল্পের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা ও অন্যদের সাথে শেয়ার / বিনিময় করা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম : ৩৫. সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের ওপর ভিডিও ডকুমেন্ট তৈরি করা। ৩৬. সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের ওপর তথ্য প্রকাশ। ৩৭. সংরক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন। ৩৮. ইসিএ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং এনফোর্সমেন্ট বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩৯. বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্ট গার্ড-এর সাথে সমন্বয় করা এবং পরিচালন নীতিমালা প্রণয়ন করা। ৪০. পরিবীক্ষণ সক্ষমতা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কোরাল সংরক্ষণ, বিকল্প জীবিকা কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট: ১৫৮৪.৭৮ ; জিওবি: ১৫৮৪.৭৮ ; প্রকল্প সাহায্য: -
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন,২০২১
৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত
৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৫৫৬.৯৮ (৩৫.১৪%) (জুন/২০২০ পর্যন্ত)।
১০।	মন্তব্য	

২.

১।	প্রকল্পের নাম	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম পর্ব)
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১. পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ ও গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি। ২. পরিবেশ অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ ও গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য কার্যক্রমঃ ৬০ (ষাট) শতাংশ জমি অধিগ্রহণ; (গৃহায়ন ও গণপূর্তের জমি) ৬ (ছয়) তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩ (তিন) তলা অফিস ভবন, গবেষণাগার, এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ (২০,০০০ বর্গফুট); অফিস, গবেষণাগার ও তথ্য কেন্দ্রের জন্য অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ক্রয় ও স্থাপন এবং গবেষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন। বরিশাল বিভাগীয় অফিসের জন্য ৩টি মোটর সাইকেল ক্রয়। (২) পরিবেশ অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের জন্য কার্যক্রমঃ ৩১ (একত্রিশ) শতাংশ জমি অধিগ্রহণ; (বন বিভাগের জমি) ৬ (ছয়) তলার ফাউন্ডেশন সহ ৩ (তিন) তলা অফিস ভবন, গবেষণাগার, এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ (১৫,০০০ বর্গফুট); অফিস, মিনি গবেষণাগার ও তথ্য কেন্দ্রের জন্য অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ক্রয় ও স্থাপন এবং মিনি গবেষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন। গাজীপুর জেলা অফিসের জন্য ৩টি মোটর সাইকেল ক্রয়।		
৬।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্পসাহায্য
		৩৫৬৩.৭৪১	৩৫৬৩.৭৪১	-
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন,২০২২		
৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত		
৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	২১৩.৩৩ (৫.৯৯%) (জুন/২০২০ পর্যন্ত)		
১০।	মন্তব্য			

৩.

১।	প্রকল্পের নাম	ইকোসিস্টেম বেজড এ্যাপ্রোচেস টু এডাপটেশন (ইবিএ) ইন দ্যা ড্রাউট-প্রণ বারিন্দ ট্র্যাক্ট এন্ড হাওড় "ওয়েটল্যান্ড" এরিয়া
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর

৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	To increase the capacity of government and local communities living in the Barind Tract and the Haor area; To reduce the negative effects of climate change using Ecosystem-based Adaptation (EbA).
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	● Collate and review existing policies and plans, including budget allocations, related to ecosystem management, national development, and dryland and wetland restoration to identify entry-points for promoting EbA. ● Develop policy briefs on proposed revisions to policies and strategies, including budget allocations, to promote the replication and upscaling of EbA throughout Bangladesh. ● Conduct technical training workshops with staff from national ministries to present the policy briefs (developed in Activity 1.1.2) ● Develop a brief on "lessons learned" during the revision of policies and plans – including inter alia barriers to revisions – to inform future medium- and long-term adaptation planning for all sectors in Bangladesh. ● Identify barriers to effective implementation of interventions for adaptation to climate change including EbA. In particular, barriers to the following should be identified: i) effective national dialogue on adaptation; ii) upscaling and replicating EbA, and iii) mobilisation of funds for EbA implementation. ● Develop technical guidelines for policy- and decision-makers including staff from the BMDA, BWDB, BHWDB, DEA, BFD and DLS on how to plan and finance EbA interventions that will reduce vulnerability of ecosystems and communities to climate change. ● Conduct technical training workshops (6 batch training workshops in year 1, 3) with national and local government technical staff to: i) present the technical guidelines on EbA (developed in Activity 1.2.2); and ii) train technical staff on moving from policy to implementation. ● Develop training programmes for government staff from the Climate Change Unit, relevant CCFPs and VCGs on planning and implementing EbA. ● Train national stakeholders from the Climate Change Unit, relevant CCFPs and VCGs on: i) cost-effective EbA for drylands and wetlands in Bangladesh; and ii) selecting EbA using the UNEP EbA decision support framework. ● Conduct comprehensive Vulnerability Impact Assessments (VIAs) with local authorities and communities in each union (40 union) of the selected upazilas in the Barind Tract and Haor area to identify particular sites in which project activities will be implemented. ● Develop training programmes, based on the protocols developed

		in Activity 2.3.3, for local authorities, communities, committees and user groups on: i) the benefits of EbA; ii) implementing and maintain EbA interventions; iii) maintaining hard infrastructure constructed during the project; iv) additional livelihoods, including spice cultivation, vegetable gardens and fish culture; and v) techniques to manage livestock under conditions of climate change. ● Conduct training for local authorities, communities, committees and user groups (VCGs) on implementing, maintaining and monitoring EbA and developing alternate livelihoods. ● Establish new 9 VCGs in the Barind Tract and new 15 VCGs in the Haor area. ● Establish a Village Conservation Fund (VCF) to support VCG meetings/capacity building in the long-term. ● Undertake site specific socio-economic, biodiversity and climate change assessments in the selected sites in the Barind Tract and Haor area to inform the development of technical protocols for all on-the-ground interventions in these areas. ● Undertake a site-specific study to collect traditional knowledge on ecosystem restoration in the Barind Tract and Haor area to inform the development of technical protocols for all on-the-ground interventions in these areas. ● Prepare technical protocols based on the site specific socio-economic, biodiversity and climate change data for the reforestation of forests in degraded wetlands and drylands. ● Establish: i) one nursery in each of the five Haor upazilas; and ii) one nursery in each of the three Barind upazilas. ● Reforest in the Haor area about 160 ha that will be developed using the EbA protocols. ● Reforest in the Barind Tract using EbA protocols developed in Output 2.3: i) as per budget provision plantation will be done.. ● Based on GoB Guidelines, needbased plantation will be implemented. ● Prepare technical protocols – based on site specific socio-economic, biodiversity and climate assessments – for the implementation and maintenance of ponds, canals/khals and rainwater-harvesting systems. ● Re-excavate 36 nos ponds. 18ponds in the Haor area, and similar number of ponds in the Bairnd Tract. ● Undertake comprehensive EIAs for the construction of canals in the Barind Tract and Haor area. Re-excavate about 10.30km (5.8+4.56 km) khals selected in the ● Haor area and re-excavate7.6 kmkhals in the Bairnd Tract. ● Re-excavate four beels in the Haor area. ● Install 27 rain water harvesting systems for households/institutional/agricultural use in the three selected Barind upazilas (27 in total in Barind area).

		● Review existing information bases for ecosystem restoration and/or climate change – including government department. ● If an appropriate portal is identified in Activity 3.1.1, strengthen this portal to include the central EbA information base. If no appropriate existing portals are identified, establish a new portal in line with DoE website. ● Collate data and information from relevant departments and institutions to share on the central EbA information base including: i) lessons learned through implementing the LDCF-financed project; ii) results of research and assessments undertaken within the project; and iii) cost-effectiveness of EbA. ● Design and implement a knowledge management plan and communication strategy to capture, store and disseminate knowledge products generated by the LDCF-financed, baseline and aligned projects in Bangladesh. ● Identify good practices for, and barriers to, the effective upscaling of EbA interventions. ● Develop a nation-wide EbA upscaling strategy, led by Department of Environment, to sustain and replicate climate-resilient development using EbA. ● Develop two business-case models to support the nation-wide upscaling strategy including inter alia details on: i) the benefits of EbA relevant to the costs; ii) implementation arrangements to promote this approach; and ii) potential funding mechanisms. ● Host a workshop to validate the upscaling strategy developed under this output with relevant local and national government officials of the repated Departments and Ministries.		
৬।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৪২৭২.২৯	১৪৭.২০	৪০৮৫.০৯
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২		
৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত		
৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	-		
১০।	মন্তব্য			

৪.

১।	প্রকল্পের নাম	সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ-সমীক্ষা		
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর		
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	To support and facilitate the implementation of BEAP, the study will be furnished which will come up with an inventory and integrated database of Coastal and Marine biodiversity resources and ecosystems.		
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	Organize inception workshop, FGD meetings, midterm workshops and final workshop The workshop will Conduct an in-depth literature review of the related existing data and information, regulations and prepare a need analysis report. Establish a core database to house and manage the data, or build on existing initiatives to ensure long term sustainability and access. Survey of Coastal and Marine Biodiversity resources and ecosystems. Prepare the first draft report of coastal and marine biodiversity resources and ecosystems. Circulate the draft to the stakeholders and experts for Peer Review, and revise the draft taking the review comments into accounts. Circulate second draft for Peer Review and revise the draft if necessary. Finalize the report taking into account comments from stakeholders. Edit, layout and print the final report of coastal and marine biodiversity resources and ecosystems. Prepare an integrated database of Coastal and Marine Biodiversity resources and ecosystems. Capacity needs assessments in terms of institutional and regulatory capacity.		
৬।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্পসাহায্য
		৪৯৪	৪৯৪	-
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১		

৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত
৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	-
১০।	মন্তব্য	

কারিগরি প্রকল্প

৫.

১।	প্রকল্পের নাম	শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্ব মূলক প্রকল্প
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	● শব্দদূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ● শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি করা। ● শব্দদূষণের কারণে স্বাস্থ্য ক্ষতি নিরূপণ। ● জেলা শহরগুলির শব্দের মাত্রা নিরূপণ সাপেক্ষে প্রাথমিক তথ্যভান্ডার তৈরি। ● বিভাগীয় শহরসমুহে ইতোপূর্বে জরিপকৃত ফলাফলের সাথে নতুন জরিপ ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র প্রণয়ন। ● পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করা। ● আইন ও বিধিমালা হালনাগাদ করা। ● অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে বিধিমালা বাস্তবায়নে দৃষ্টান্ত তৈরি করা। ● শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনার ভিত্তি তৈরি করা।
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	● শব্দ সচেতনতা মূলক কার্যক্রম। ● অংশীজনদের নিয়ে সভা/সেমিনার আয়োজন। ● সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, চালক, নির্মাণ ও কারখানা শ্রমিক, ইমাম এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ। ● সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লিফলেট, স্টিকার, ফোল্ডার, প্রশিক্ষণ ম্যান্যুয়াল এবং গবেষণা ও প্রকল্প প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ; ● ৬৪ জেলায় স্কুলসমূহে ১ হাজার করে সর্বমোট ৬৪ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শব্দ সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

		● সকল জেলা মিলে সর্বমোট ১৯ হাজার ২ শত জন পরিবহন চালক/শ্রমিকদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ● সকল জেলা মিলে সর্বমোট ৩ হাজার ৮ শত ৪০ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ● সকল জেলা মিলে সর্বমোট ৩ হাজার ৮ শত ৪০ জন কারখানা ও নির্মাণ শ্রমিকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ● সকল জেলা মিলে সর্বমোট ৪ শত ৮০ জন সাংবাদিকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান। তবে সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজধানী শহরে বেশীরভাগ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। ● সকল জেলা মিলে সর্বমোট ৩ হাজার ৮ শত ৪০ জন পেশাজীবি, ব্যবসায়ী, ইমাম, শিক্ষক এবং বেসরকারি সংস্থা'র প্রতিনিধিদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ● শব্দ সচেতনতা মূলক প্রতিটি জেলা শহরে (জেলা স্কুল এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/সদর হাসপাতাল চত্বরে) ২টি করে বিলবোর্ড স্থাপন করা হবে। ● আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপন করা। ● শব্দসচেতনতা সৃষ্টিতে শব্দ সচেতনতার ওপর ধারাবাহিক টেলিভিশন এবং রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার। ● টিভি স্পট নির্মাণ ও প্রচার। ৫ টি ভিন্ন ভিন্ন টার্গেট গ্রুপ এর জন্য টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতন করবে এবং টেলিভিশনে প্রচারের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপক জনসচেতনতার সৃষ্টি হবে।
৬।	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট: ৪৭৯৮ | জিওবি: ৪৭৯৮ | প্রকল্প সাহায্য: -
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন,২০২২
৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত
৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
১০।	মন্তব্য	

৬.

১।	প্রকল্পের নাম	স্টাবলিশিং ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন প্রোফাইল টুওয়ার্ডস মেইনস্ট্রিমিং এসএলএম প্র্যাকটিসে ইন সেক্ট পলিসিস (ইউ এন এল ইউ এল ডিইপি/এসএলএম)
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	● To increase Understanding of land use and state of land degradation in the country. ● To SLM mainstreaming and adopting sectors. To set SLM Monitoring and Evaluation indicators and DLDD cell at DoE.
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	● Land use map update with impact of Environment and socio-economic value chain and report. ● Appraising Land Degradation profile of the country. ● Documentation of 40 best SLM practices on land degraded areas using WOCAT Tools. ● Assess policies/acts/rules insinuation on SLM technology dissemination and magnitude of environmental deterioration versus economic losses due to productivity decline. ● Publication of Factsheet on SLM best practices; LD-SLM manual, News letter, IEC material and documentary, etc. ● Demonstration and training at 12 best SLM to raise awareness and building capacity, Regional Workshops, Field day, field visit etc on best SLM practices. ● Organizing sending SMS to end users through Govt channels. ● Assesing: Land degradation impact on environment and socio-economic value chain and M&E indicator setting. ● Meetings (PSC, PIC,PMU, etc), conference (one National Conference on knowledge share on Land degradation to mainstream SLM; other project management meetings, etc) ● 4 (four) Farmers day to raise awareness based on best SLM performance. ● Regional workshop in seven divisions (One day) on land degradation and its impacts all level stakeholders. ● Seminar on M&N indicators fixing for SLM with stakeholders.(one day seminar) ● Organizing DLDD M&E cell at DoE. ● Preparing LDD Manual/Guideline for M&E.

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">● Procurement of Expandable and non-expandable office and field equipment etc.
● Project activities Monitoring and Evaluation through interim and terminal workshops.
● Interim report on progress by stakeholders (M&E)
● Interim and Terminal report by DoE (M&E)
● Final report.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬।</td><td rowspan="2">মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>মোট</td><td>জিওবি</td><td>প্রকল্পসাহায্য</td></tr>
<tr><td>৬২০.৩৫</td><td>-</td><td>৬২০.৩৫</td></tr>
<tr><td>৭।</td><td>প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল</td><td colspan="3">জুলাই, ২০১৭ হতে জুন,২০২১</td></tr>
<tr><td>৮।</td><td>অনুমোদনের পর্যায়</td><td colspan="3">অনুমোদিত</td></tr>
<tr><td>৯।</td><td>সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td><td colspan="3">৩০৮.৩৪ (৫৪.২১%) (জুন/২০২০ পর্যন্ত)।</td></tr>
<tr><td>১০।</td><td>মন্তব্য</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

৭.

১।	প্রকল্পের নাম	এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দি ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরিনেটেড বাই-ফিনাইল (পিসিবি)		
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর		
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	পিসিবি পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা। দেশে বিদ্যমান পিসিবি যুক্ত ৫০০ টন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করা। স্টকহোম কনভেনশনের পিসিবি সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।		
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	পিসিবি পরিবেশ সম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে আইনগত কাঠামো হালনাগাদ করে প্রতিষ্ঠাকরণ। পিসিবি ইভেন্টরি ও পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে বিদুৎ সেক্টরের সংস্থাসমূহের কারিগরী সক্ষমতা নিরুপন ও বৃদ্ধিকরণ। পিসিবি বিষয়ে স্টেকহোল্ডার ও জনগণের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা । বিদুৎ সেক্টরের সংস্থাসমূহে পৃথক পৃথক PCB ম্যানেজমেন্ট প্লান প্রণয়নপূর্বক জাতীয় ম্যানেজমেন্ট প্লান তৈরি করা। পিসিবি ইনভেন্টরি ও পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে জেন্ডার সেন্সসিটিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন ও টুলস প্রণয়নপূর্বক তা বিদুৎ সেক্টরের ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে বাস্তবায়ন করা। পিসিবি ইনভেন্টরি তৈরী করা। পিসিবি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিদুৎ সেক্টরের সংস্থাসমূহে কারিগরি সক্ষমতা ও টেকসই বিজনেস প্লান প্রতিষ্ঠা করা।		
৬।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		১৫৮৪.৭৮	১৫৮৪.৭৮	-
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন,২০২১		
৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত		

৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৫৬০.৭৮ (৩৫.৩৯%) (আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত)।
১০।	মন্তব্য	

৮.

১।	প্রকল্পের নাম	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড প্রিপারেশন অব ডিপিপি ফর বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (বিইএসটি) প্রজেক্ট		
২।	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর		
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	To conducting feasibility study of the BEST project and prepare DPP.		
৫।	প্রকল্পের কার্যক্রম	● Feasibility study to design project activities, develop budget estimates and financing plans ● Environment and social assessment ● Preparation of DPP		
৬।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৮৪৪.০০	-	৮৪৪.০০
৭।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১		
৮।	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত		
৯।	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	-		
১০।	মন্তব্য			

২.৩০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

২.৩০.১ প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশের শহরগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম -দ্বিতীয় পর্ব।
প্রকল্প মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত ২০২১)।
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প পরিচালকের নাম ঃ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
৫০০.০০	২৫০.০০ (৫০%)	১৩৩.৯১ (২৬.৭৮%)

২.৩০.২ প্রকল্পের নাম ঃ ঢাকা শহরের গুলশান, গণভবন (মোহাম্মদপুর), ধানমন্ডি ও আজিমপুর এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশী এলাকার বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি-আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১)।
প্রকল্প মেয়াদ ঃ এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত ২০২৩)।
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২১৮৩.১৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প পরিচালকের নাম ঃ জনাব মাসুদ ইকবাল মোহাম্মদ শামীম ।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
২১৮৩.১৩	১৮৮৮.৭১ (৮৬.৫১%)	১২৩৮.২৬ (৫৬.৭২%)

২.৩০.৩ প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপন এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর প্রভাব নিরুপণ।
প্রকল্প মেয়াদ ঃ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ৩০ জুন ২০২০।
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১০০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প পরিচালকের নাম ঃ জনাব মির্জা শওকত আলি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
১০০.০০	৫০.০০ (৫০%)	২৩.৪৮৭ (২৩.৪৯%)

২.৩০.৪ প্রকল্পের নাম ঃ প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেংদেনিং এন্ড কনসোলিডেশন অফ কমিউনিটি বেসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এন্ড সোশ্যাল প্রটেকশন।

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত জুন ২০২১)।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা (জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ৪২০.০০ লক্ষ টাকা এবং UNDP-EKN: ২২৬.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)।

প্রকল্প পরিচালকের নাম ঃ জনাব এ কে এম রফিকুল ইসলাম।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
৪২০.০০ (বিসিসিটি)	৩৩৫.০০(৮০.০০%)	২৯৪.৫২(৭০.১২%)

২.৩০.৫ প্রকল্পের নাম ঃ FAL-এ ইট উৎপাদন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ।

প্রকল্প মেয়াদ ঃ নভেম্বর ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২১ (প্রস্তাবিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬১.১২ লক্ষ টাকা (বিসিসিটি ৪৩.৭৪ লক্ষ টাকা, বিবিএমওএ ১৭.৩৮ লক্ষ টাকা) (সংশোধিত)

প্রকল্প পরিচালকের নাম ঃ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
৪৩.৭৪ (বিসিসিটি)	-	-

২.৩১ পরিবেশ অধিদপ্তরের পাইপলাইনে থাকা প্রকল্প সমূহের বর্তমান অবস্থা

(ক) জিওবি অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম এবং মেয়াদ	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অবস্থা
১	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা	৪৬৭০	প্রক্রিয়া চলমান।
২	পরিবেশ সংরক্ষণে মডেল শহর প্রতিষ্ঠা	৮০০০	প্রক্রিয়া চলমান।
৩	সাসটেইনাবল টাংগুয়ার হাওড় ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৪৬০০	প্রক্রিয়া চলমান।

৪	Creating Youth Environment Rights Defenders for Environment Conservation (GoB)	২৫৮০	প্রক্রিয়া চলমান।
৫	বৃহত্তর ঢাকা ওয়াটারশেড(GWD) এলাকায় পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের পদ্ধতির (WQMS) উন্নয়ন।	৩৮৮০.৩৮	প্রক্রিয়া চলমান।
৬	পরিবেশগত স্মার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, ওয়েব জিআইএস ভিত্তিক পরিবেশগত সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলাসহ ইইটপি ও নদ-নদীর পানির রিয়েল টাইম গুণগত মান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি স্থাপন	৭০০	প্রক্রিয়া চলমান।

(খ) উন্নয়ন সহযোগি অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম, মেয়াদ এবং উন্নয়ন সহযোগী নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)	বর্তমান অবস্থা
১.	Bangladesh Environmental Sustainability & Transformation(BEST) Project (WB financed project)	২৫০	প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
২.	Pesticide Risk Reduction in Bangladesh(GEF through FAO)	৮.২৯	
৩.	Community-based Adaptation in Agro-ecosystems for Climate Resilient Agriculture (GEF through FAO)	১০	প্রকল্প দলিল তৈরি করার কাজ চলমান রয়েছে।
৪.	Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Coastal and Riverine Small Islands in Bangladesh' (GEF through UNDP)	৮.৯৩	প্রকল্প দলিল তৈরি করার কাজ চলমান রয়েছে।
৫.	Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Programme (Regional Project) (GEF through FAO)	১৫.৫৫	আঞ্চলিক প্রকল্প

৬.	Integrating climate change adaptation into sustainable development pathways of Bangladesh (GEF through UNDP)	০.৭	প্রকল্প দলিল তৈরি করা হয়েছে।
৭.	Implementing ecosystem-based management in Ecologically Critical Areas in Bangladesh (GEF through UNDP)	৩.৫	প্রকল্প দলিল তৈরি করা হয়েছে।
৮.	Promoting Low Carbon Urban Development in Bangladesh (GEF through UNDP)	৩.২৫	প্রকল্প দলিল তৈরি করা হয়েছে। স্বাক্ষরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৯.	Bangladesh: Biennial Update Report(BUR1) to the UNFCCC (GEF through UNDP)	৯.৯১	
১০.	Integrated Approach towards Sustainable Plastics Use and (Marine)Litter Prevention in Bangladesh (Norway through UNIDO)	৪.৪৬৩	প্রকল্প দলিল ও টিএপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।
১১.	Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh (GEF through FAO)	০.৮৬৩	প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১২.	HCFC Phase-out Management Plan (Stage-II)	৫.৩৬	
১৩.	রিনিউয়াল অব ইনস্টিটিউশন্যাল স্ট্রেংদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেনসেস (ফেজ-৯)	০.১	
১৪.	Enabling Activities of Bangladesh for HFC Phase-down (UNEP Component)		

২.৩২ পরিবেশ অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ

২.৩২.১ শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ :

- অপরিকল্পিত শিল্পায়ন। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক শিল্প এলাকা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ফলে স্বল্প ব্যয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা সম্ভব।
- শিল্প স্থাপনের শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা (যেমন ইটিপি, এটিপি ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) গড়ে তোলা ব্যয় বহুল হওয়ায় শিল্প মালিকগণ এ সকল কার্যক্রমে উৎসাহ দেখায় না।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের ফলে শিল্প মালিকগণ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুললেও ইটিপিসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যয় বহুল হওয়ায় অপারেশন খরচ বাঁচানোর জন্য শিল্প মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা করে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গেলে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিচালনা করে।
- সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নেই। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানাধীন হওয়ায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা চালু সমস্যা হচ্ছে।

২.৩২.২ অদক্ষ পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিবেশসম্মত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই।
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পয়ঃপ্রণালীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জমির অভাব। পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই।

২.৩২.৩ পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা :

- জনবলের স্বল্পতা ও সকল জেলায় সাংগঠনিক কাঠামোর অনুপস্থিতি। বর্তমানে ৩৩ টি জেলায় অফিস আছে। অবশিষ্ট ৩১ টি জেলায় অফিস নেই।
- কক্সবাজারে একজন পরিচালকের নেতৃত্ব জনবল কাঠামো গড়ে তোলার জন্য মাননীয় হাই কোর্টের নির্দেশ থাকলেও তা স্থাপন সম্ভব হয়নি।
- বিদ্যমান ৩৩ টি জেলা অফিস সমূহ ভাড়া বাড়িতে চলছে। নিজস্ব অফিস প্রয়োজন। এছাড়া এ কার্যালয় সমুহে গাড়ি না থাকায় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

২.৩২.৪ সকল সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা। পরিবেশ বিষয়টি ক্রসকাটিং। সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে কঠিন।

সুপারিশসমুহ :

১। পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবলের তীব্র সংকট বিদ্যমান। দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৩ টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের জন্য অবশিষ্ট জেলা সমূহে অতি সত্বর অফিস স্থাপন অতি জরুরি।

২। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এছাড়া Environmental compliance নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তার পরিবেশ বিষয়ে বিশেষ করে ইটিপি পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন কিন্তু অধিদপ্তরে নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান না থাকায় এ সকল কাজ সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি Environment and Climate Change Training Institute স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩। বর্তমান সরকারের আমলে ৩৩ টি জেলায় অধিদপ্তরের অফিস স্থাপিত হলেও কোন স্থায়ী অফিস ভবন নেই। ভাড়া করা বাসায় কাজ করতে হচ্ছে, এজন্য যথাশীঘ্র সম্ভব ৩৩ জেলায় অফিস নির্মাণ প্রয়োজন। কাজের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য এ কার্যালয়সমুহের জন্য গাড়ি মঞ্জুর করা আবশ্যক।

৪। পরিবেশ একটি cross cutting ইস্যু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে Environmental Compliance এর বিষয়টি অন্য মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়ন করতে হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ না করার ফলে পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করা দুরুহ; যেমন-

* ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরের বায়ু দূষণ রোধ করার জন্য অনেকদিনের পুরাতন যানবাহনসমূহ প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন যা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও বিআরটিএ কর্তৃক করতে হবে।

* ঢাকার চারদিকের নদী দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ ঢাকা শহরের পয়ঃ বর্জ্য এবং হাজারীবাগের ট্যানারী শিল্প। কিন্তু ওয়াসা কর্তৃক পয়ঃ বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিশোধন অপ্রতুল। যদিও পাগলা পয়ঃ বর্জ্য শোধনাগারটি তার পরিশোধন ক্ষমতার চেয়ে কম ক্ষমতায় চলছে। এক্ষেত্রে ওয়াসা কর্তৃক উপযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে National Appropriate Mitigation Action (NAMA) প্রকল্প গ্রহণ করে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পয়ঃ বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

*পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিজস্ব আবর্জনা ফেলার জায়গা না থাকায় তারা যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষিত করছে। যেখানে সম্ভব সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে সরকারি খাসজমি প্রদান করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করা যায়। এক্ষেত্রে NAMA প্রকল্প গ্রহণ করে গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে অনুদান পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বন অধিদপ্তর

৩.১ পটভূমি

বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক কাল থেকে বন ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ সূচীত হয়, বিশেষত ১৮৬৪ সালে বৃটিশ বাংলায় বন বিভাগের সৃষ্টি ও বন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ স্যার ডিয়েট্রিচ ব্রাণ্ডিস (**Dietrich Brandis**) কে ভারত সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট নিয়োগ, ১৮৬৫ সালে বন আইন ও ১৮৬৭ সালে ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস প্রবর্তনের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। **The Forest Act**, ১৯২৭ প্রবর্তনের মাধ্যমে সংরক্ষিত বন ব্যবস্থাপনার সুদৃঢ় আইনগত ভিত্তি রচিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বন আইন ও নীতি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এবং বন ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শুধুমাত্র বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে জল বিভাজীকা ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা, জন-মানুষের অধিকতর সম্পৃক্ততা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারনা বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের নীতি ও কাজে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষতঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ১৯৭৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সংরক্ষণের (**Conservation**) ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালেই বন নীতি ১৯৭৯, ১৯৯৪ ও ২০১৬ (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে অধিকতর জন-বান্ধব হয়। এ সময়েই উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা, বন জরিপ ও বনভূমির ব্যবহার মনিটরিং কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। একই সাথে বন অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বন খাতে কার্বন সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বনভূমি ও বনজ সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। বন অধিদপ্তরের এই মুহূর্তে প্রয়োজন শক্তিশালী কাঠামোগত সংস্কার। এ প্রেক্ষাপটে বন অধিদপ্তরের ইতিহাস ও কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো:

৩.২ ইতিহাস

বন বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বার্মায় কর্মরত জার্মান ফরেস্টার **Sir Dietrich Brandis**-কে ভারত সরকারের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তিনি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের তৎকালীন সুপারিনটেন্ডেন্ট **Dr.Thomas Anderson** এর সাথে বাংলার বনাঞ্চলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং **Dr. Anderson**-কে বনের ওপর প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রিটিশ ভারতে বন ব্যবস্থাপনার জন্য ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে **Sir Dietrich Brandis**-কে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের মহা-বন পরিদর্শক (**Inspector General of Forests**) পদে নিযুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ বাংলায় বন বিভাগের সৃষ্টির মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় **Dr. Anderson** পরিচালিত প্রাথমিক জরিপের ওপর ভিত্তি করে ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভুটান, আসাম, চট্টগ্রাম ও কাছাড় এবং বিহারে চারটি নতুন ফরেস্ট ডিভিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বন আইন (**The Indian Forest Act**) পাশ করা হয় এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয় (যা ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সুপিরিয়র ফরেস্ট সার্ভিস হিসেবে প্রাদেশিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়)। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে **Mr. William M. Schlich** বাংলার বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ৫ টি ফরেস্ট ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরেস্ট ডিভিশনসমূহ হলো :

১. কুচবিহার ফরেস্ট ডিভিশনঃ কুচবিহারের কমিশনারের অধিক্ষেত্র নিয়ে গঠিত; ২. ঢাকা ফরেস্ট ডিভিশনঃ সিলেট ও কাছাড় নিয়ে গঠিত;
৩. আসাম ফরেস্ট ডিভিশনঃ আসামের কমিশনারের অধিক্ষেত্র নিয়ে গঠিত; ৪. চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশনঃ চট্টগ্রামের কমিশনারের অধিক্ষেত্র নিয়ে গঠিত এবং ৫. ভাগলপুর ফরেস্ট ডিভিশনঃ পশ্চিমের সকল জেলা, পাটনা, ছোট নাগপুর ও ভাগলপুর নিয়ে গঠিত (**Millat-e-Mustafa, 2002. A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh**)। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ) ও চট্টগ্রাম (পূর্ববঙ্গ) ফরেস্ট ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে ১২০ বর্গমাইল এলাকা সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন যশোর জেলার সুন্দরবনের ৮৮৫ বর্গমাইল এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এসে বাংলায় ফরেস্ট ডিভিশনের সংখ্যা দুটি হতে পাঁচটিতে উন্নীত হয় (দার্জিলিং, জলাপাইগুড়ি, পালামৌ, চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন) এবং সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল হতে ১৪৬৭ বর্গমাইলে উন্নীত হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের বন আইন পরিমার্জিত করে বন আইন, ১৯২৭ প্রণয়ন করা হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাউদার্ন এবং নর্দার্ন ফরেস্ট সার্কেল গঠিত হয়। সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ঢাকা-ময়মনসিংহ ফরেস্ট ডিভিশন নিয়ে গঠিত হয় সাউদার্ন ফরেস্ট সার্কেল, যা এখন বাংলাদেশের অংশ। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর সিলভিকালচার ডিভিশন, ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন এবং ইউটিলাইজেশন ডিভিশন নামে আরও তিনটি ডিভিশন গঠিত হয়, যেগুলো প্রতিষ্ঠার পর হতে সাউদার্ন ফরেস্ট সার্কেল এর অধীন ছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিলভিকালচার ডিভিশন, ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন এবং ইউটিলাইজেশন ডিভিশন মিলিয়ে আলাদাভাবে 'ডেভেলপমেন্ট সার্কেল' গঠিত হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বন বিভাগের (**Bengal Forest Department**) প্রধান হিসাবে প্রধান বন সংরক্ষক (**Chief Conservator of Forests**) পদটি সৃজন করা হয়। জনাব **T. M. Coffey** ছিলেন বাংলার প্রথম চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্টস (**CCF**)।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরে সাউদার্ন ফরেস্ট সার্কেলের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাধীন সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আসামের সিলেট ফরেস্ট ডিভিশনও পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতবর্ষের বিভক্তির পর ইম্পেরিয়াল (পরে সুপিরিয়র) ফরেস্ট সার্ভিসের স্থলে ইস্ট পাকিস্তান (প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল) সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয় এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক বন বিভাগ (প্রভিন্সিয়াল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট) গঠন করা হয়। তৎকালে একজন বন সংরক্ষক পদমর্যাদার অফিসার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক বন বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। একইসাথে একজন মহা-বন পরিদর্শক (**IGF**) উভয় প্রদেশের বন বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ছিলেন। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক বন বিভাগের অধীনে প্রথমে দুটি এবং পরে তিনটি ফরেস্ট সার্কেল (পূর্ব সার্কেল, পশ্চিম সার্কেল ও উন্নয়ন সার্কেল) গঠিত হয়। চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন, কক্সবাজার ফরেস্ট ডিভিশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন ও সিলেট ফরেস্ট ডিভিশন পূর্ব সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন, ঢাকা ফরেস্ট ডিভিশন ও ময়মনসিংহ ফরেস্ট ডিভিশন পশ্চিম সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন এবং ইউটিলাইজেশন ডিভিশন নিয়ে গঠিত হয় উন্নয়ন সার্কেল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলায় মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সিলেটে 'ইস্ট পাকিস্তান (প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল) ফরেস্ট ইনস্টিটিউট' নামে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় "ইস্ট পাকিস্তান ফরেস্ট স্কুল" এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এর নাম হয় বাংলাদেশ বন বিদ্যালয়, সিলেট। বর্তমানে এটি ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট নামে পরিচিত। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ফরেস্ট রেঞ্জারদের প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে একটি কলেজ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ফরেস্ট কলেজটি ফরেস্ট একাডেমিতে রূপান্তরিত হয়।

ব্যক্তিগত বনের সংরক্ষণ এবং পতিত ভূমিতে বনায়নের জন্য ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে প্রণীত **The Bengal Private Forests Act, 1945** রহিত করে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে **The Private Forests Ordinance, 1959** জারী করা হয়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর তারিখে বাংলার বন বিভাগের (**Bengal Forest Department**) প্রধান হিসাবে প্রধান বন সংরক্ষক (**Chief Conservator of Forests**) পদটি সৃজনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান বন সংরক্ষকের পদ সৃজন করা হয়।

বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের ফরেস্ট রিসার্চ ল্যাবরেটরিটি (১৯৫৫ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত)-কে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। যা বর্তমানে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএ-ফআরআই) নামে পরিচিত।

১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দ হতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করা হলেও ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে উপকূলীয় বনোৎপাদন বিভাগ, বরিশাল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় চলমান থাকে। যা ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক চর কুকরি-মুকরি পরিদর্শনকালে রাজনৈতিক দৃঢ়তা পায়।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩" ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে উক্ত আদেশকে "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪" এ রুপান্তর করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ কে রহিত করে নতুন "বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২" জারী করা হয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে রক্ষিত বন এলাকার (**Protected Areas**) সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা (**Co-management**) পদ্ধতি প্রবর্তন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। যার ফলে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যও অর্জিত হচ্ছে। দেশের ২২টি টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮টি জাতীয় উদ্যান,২৪টি বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য, ০২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ০১টি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ০৩ টি ইকোপার্ক, ০১টি মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া শকুন সংরক্ষনের জন্য ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (**Vulture Safe Zone**) ঘোষণা করা হয়।

বৃটিশ-ভারতে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বননীতিকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন বননীতি প্রণীত হয় (যা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পরিমার্জন করা হয়)।

'সকলের জন্য বন' এ স্লোগানটিকে ধারণ করে বন বিভাগ কর্তৃক দেশের উপকূলীয় এলাকায় (**Coastal belt and Offshore areas**) জেগে ওঠা ভূমি, অবক্ষয়িত অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল **(Unclassed State Forests)** ও সরকারী বনায়নযোগ্য খাস জমিতে বন সম্প্রসারণ এবং বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় বন নীতি, ১৯৭৯ প্রণীত হয়। এ সময়কালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনায় এক বৈপ্লবিক ও গুণগত পরিবর্তন আসে। দেশের যে সমস্ত জেলায় স্বল্প বন এবং বন নেই সে

সব জেলায় সামাজিক বনায়ন গুরুত্ব পায় এবং বর্ণিত জেলা সমূহকে সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয় । এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুরে সামাজিক বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোর ও বগুড়া সামাজিক বন সার্কেলও প্রতিষ্ঠিত হয়।

দারিদ্র বিমোচন, মরুকরণরোধ ও পরিবেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮১-৮২ সালে উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর ৭টি জেলা, যথাক্রমে রাজশাহী-বগুড়া,পাবনা রংপুর, দিনাজপুর, যশোর ও কুষ্টিয়ায় স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ বন বিভাগ সর্বপ্রথম এদেশে অংশীদারিত্ব মূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে।

জাতীয় বননীতি, ১৯৭৯ কে সংশোধন ও পরিমার্জন করতঃ জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ পাশ করা হয়। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণ করাসহ জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত বনভূমি, পতিত ভূমি, অব্যবহৃত কৃষিভূমিসহ অন্যান্য বনায়নযোগ্য ভূমিতে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়। এছাড়াও প্রকৃতি সংরক্ষণসহ জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, দেশের মোট আয়তনের ২০% ভূমিতে বনায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে এ বননীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি বন মহাপরিকল্পনা (**Forestry Master Plan**) গৃহীত হয়।

২০০০ সনে বন আইন, ১৯২৭-কে পরিমার্জন ও সংশোধন করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে বন আইনের আওতায় আনা হয় এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে উক্ত বন আইনের আওতায় সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। যা ২০১০ ও ২০১১ সনে পুনঃসংশোধিত হয়।

৩.৩.১ বাংলাদেশের বন (Forest Types of Bangladesh)

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং বন অধিদপ্তরে রক্ষিত ২০১৮-২০১৯ এর হালনাগাদ তথ্যানুসারে সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৫,৭৫,১৯৬.০১ হেক্টর (গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে), যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৪৫% । বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত

চিত্র ৩.১: বাংলাদেশের বন (বান্দরবন)

চিত্র ৩.২: বাংলাদেশের বন (বান্দরবন)

বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর (গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে), যা দেশের আয়তনের প্রায় ১২.৭৪৩% । ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

৩.৩.২ পাহাড়ী বন (Hill Forests)

চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ী বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ '৭৭ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩% । বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ী বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪% গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

চিত্র ৩.৩: পাহাড়ী বন (কাপ্তাই)

চিত্র ৩.৪: পাহাড়ী বন (টেকনাফ)

৩.৩.৩ শাল বন (Sal Forests)

কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় মূলতঃ শাল বন অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে। এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনে ০.৮১% এবং মূল প্রজাতি শাল (**Shorea robusta**) যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এ ছাড়া এ বনে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

চিত্র ৩.৫: শাল বন (মধুপুর)

চিত্র ৩.৬: শালবন (রংপুর)

৩.৩.৪ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Natural Mangrove Forests)

খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত। এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.০৭%। সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি। বনের মধ্যে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদ। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। শুধু বৃক্ষ সম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদের ও এক বিরাট আধার। ইলিশ, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অন্তর্গত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চল কে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে।

চিত্র: ৭: প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

চিত্র: ৮: প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

৩.৩.৫ জলাভূমির বন (Swamp Forests)

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলাভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইন-ঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত। রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ০.০১%। বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে বানর, মেছোবাঘ, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি ইত্যাদি। মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল ও প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এ বন।

চিত্র ৩.৭: জলাভূমির বন (সুনামগঞ্জ জেলার হাওড়)

৩.৩.৬ সৃজিত উপকূলীয় বন (Coastal Forests)

নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষি কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে। এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬%। কেওড়া, ছৈলা, বাইন, গেওয়া, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি। এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

চিত্র ৩.৮: সৃজিত উপকূলীয় বন (সুন্দরবন)

চিত্র ৩.৯: সৃজিত উপকূলীয় বন (চট্টগ্রাম)

৩.৩.৭ জেলাভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও বন অধিদপ্তর এর রিমস ইউনিটের কর্মকর্তাদের যৌথ গবেষণায়,২০১৪ সালের **Landsat**-স্যাটেলাইট ইমেজ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন বের করা হয়। নিম্নে তার তথ্য উপস্থাপন করা হল:

জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪	বৃক্ষ আচ্ছাদন %	জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪	বৃক্ষ আচ্ছাদন %
বাগেরহাট	২১০১.৫৫	৫০.৪৪	লালমনিরহাট	১২১.৯৯	৯.৮৪
বান্দরবান	৩৪০৩.৪৬	৭৩.৬৭	মাদারীপুর	১০৪.৫৪	৯.২৪
বরগুনা	৩০৬.৭৪	১৭.৯২	মাগুরা	১৭৫.৪৮	১৬.৮২
বরিশাল	৫৬৬.১১	২২.০৮	মানিকগঞ্জ	১৪৫.২৬	১০.৪৩
ভোলা	৬৬৩.৬৫	১৭.৫২	মৌলভীবাজার	৯০১.৩৫	৩৩.৩২
বগুড়া	২৬৭.৬০	৯.১৩	মেহেরপুর	৯০.৭৫	১২.৮৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৪.৭২	৬.৯৪	মুন্সিগঞ্জ	৫০.২১	৫.৩৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩৯.৮৬	১৪.৩৭	ময়মনসিংহ	৮২০.৬৮	১৮.৯৪
চাঁদপুর	৩৪১.৫১	১৯.৯৩	নওগাঁ	১৫৭.১৫	৪.৫৯
চট্টগ্রাম	১৫৭২.৭৯	২৬.৮৪	নড়াইল	১০৫.৬৯	১০.৬৯
চুয়াডাঙ্গা	১৭৫.০৯	১৫.২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪৩.০৯	৬.০৮
কুমিল্লা	৪১৬.৬৪	১৩.৩৬	নরসিংদী	৩৩৬.৬০	২৮.৯৮
কক্সবাজার	৬১৫.৫৭	২০.২৮	নাটোর	২৬২.৯১	১৩.৮১
ঢাকা	১৬৪.৪৩	১১.১৮	নেত্রকোনা	২৫৮.৫৮	৯.২৫
দিনাজপুর	১৫০.২১	৪.৩৫	নীলফামারী	১১১.১২	৬.৯৭
ফরিদপুর	২৫০.২০	১২.৩৩	নোয়াখালী	৫৪১.৮৪	১২.৬৫
ফেণী	২০৬.৯৭	২২.৩৪	পাবনা	২৬৮.৯২	১১.৩২
গাইবান্ধা	১৮১.২৭	৮.৪৪	পঞ্চগড়	৬৪.৬৯	৪.৬৪
গাজীপুর	৬১৫.৮৩	৩৩.৯২	পটুয়াখালী	৪৬৩.০৩	১৩.৩৪
গোপালগঞ্জ	১০৬.৩৬	৭.১৮	পিরোজপুর	৪৫২.৫১	৩৫.৫৩
হবিগঞ্জ	৪২৭.৩২	১৬.৩৭	রাজবাড়ী	১৫৫.৮০	১৩.৬৬
জামালপুর	২১৮.১৯	১০.৬১	রাজশাহী	২৬৩.৫৯	১০.৮৯
যশোর	৫৮৬.৯৯	২২.৯২	রাঙ্গামাটি	৪০১৪.৩৩	৭০.২৬
ঝালকাঠি	২৬৩.৮১	৩৫.৫০	রংপুর	২৮১.৭২	১১.৯৪
ঝিনাইদাহ	৩৫৫.৯৬	১৮.২১	সাতক্ষীরা	১৩৩১.৩৮	৩৩.৬১
জয়পুরহাট	৬২.৬৭	৬.৩২	শরীয়তপুর	১৩৭.৯৮	১১.৪৯
খাগড়াছড়ি	১৯৮৬.৭৬	৬৭.৩১	শেরপুর	১৭৯.৯১	১৩.৭২
খুলনা	১৮০৯.৫১	৪০.৯১	সিরাজগঞ্জ	২২১.৬৪	৮.৮৩
কিশোরগঞ্জ	৩১৬.০২	১২.৩২	সুনামগঞ্জ	১৭৩.৯৫	৪.৭৫
কুড়িগ্রাম	২৩৬.২৭	১০.৩২	সিলেট	৬০১.৮৪	১৭.৫২
কুষ্টিয়া	২৫০.৪০	১৫.৩৬	টাঙ্গাইল	৭০৯.৭১	২১.০৩
লক্ষীমপুর	৪৩৮.৮০	২৯.২১	ঠাকুরগাঁও	৩০.৪৯	১.৭০

৩.৪ বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং জাতীয় বননীতি ও বন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে বন অধিদপ্তরের সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো পূণর্গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০০১ সনে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন ১৪৪৩ টি পদ সৃজন ও ১৪৭ টি পদ বিলুপ্ত করে বন অধিদপ্তরের জন্য ৮,৬৮১ সংখ্যক জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হতে ১১১৬ জন রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বন অধিদপ্তরে বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১০৪৯৭। এর মধ্যে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৬৯৪৪ জন। বর্তমানে অধিদপ্তরে ০৯টি সার্কেল, ৪৭টি বিভাগ, ০৫টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ০১টি বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ০১টি শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার ও ০২টি সাফারী পার্ক বিদ্যমান।

ছক : বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	নিয়োজিত জনবল
১	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড ১ থেকে-৯)	৩৪২	১৫৫
২	ফরেস্ট রেঞ্জার (গ্রেড-১০)	৪০৩	৭০
৩	অন্যান্য (গ্রেড-১০)	৪৬	২০
৪	অন্যান্য (গ্রেড-১১-১২)	৬৬	৪০
৫	ডেপুটি রেঞ্জার (গ্রেড-১৪)	৪৫৪	০
৬	ফরেস্টার (গ্রেড-১৫)	১৩৪২	৯৫৫
৭	অন্যান্য (গ্রেড ১৩-১৭)	৩৫৮২	২৪৬৩
৮	অন্যান্য (গ্রেড ১৮-২০)	৪২৬২	৩২৪২
	মোট =	১০৪৯৭	৬৯৪৪

সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তনের পর ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও বন অধিদপ্তরের প্রয়োজন বিবেচনায় জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। এ সংকট উত্তোরণের জন্য নূতন অর্গানোগ্রামের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; যার যাচাই বাছাইসহ অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। নূতন অর্গানোগ্রামের প্রস্তাবিত পদসমূহ ১৭৩৫০। নূতন অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলে বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারিত হবে।

৩.৫ বন অধিদপ্তরের কার্যাবলী

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, বন সম্প্রসারণ এবং বনের সীমানা নির্ধারণ।
২. বন জরীপ, বন হতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা নির্ধারণ এবং বন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
৩. সরকারী বনভূমি, পতিত ভূমি, প্রান্তিক ভূমি,অব্যবহারিত কৃষি ভূমি ও নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।
৪. সামাজিক বনায়ন ও সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন।
৫. বনের অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে বনে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে অবদান রাখা।
৬. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সুন্দরবন সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা।
৭. বনজ সম্পদ উৎপাদন এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৮. বনের প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনে সহায়তা (**Assisted Natural Regeneration**), অবক্ষয়িত বনের পুনর্বাসন এবং জলবিভাজিকা (**Water-shed**) ব্যবস্থাপনা।
৯. সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বনায়নে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান। বনায়ন বিষয়ক কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
১০. রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা (**Co-management**) কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রকৃতি পর্যটন (**Ecotourism**) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন।
১১. বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ, মরুকরণ রোধ, বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্য সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল সমূহের প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা প্রদান।

৩.৬ বন অধিদপ্তরের অর্জন/সাফল্য

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কতিপয় কার্যক্রম ডিজিটালাইজকরণ এ কর্মসূচীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বন এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নসহ বনায়ন কার্যক্রম ও দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

৩.৭ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

সময়ের পরিক্রমায় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, কাজের প্রকৃতিতেও যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিকতা। ২০১১ সনে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

অতীতের বন ব্যবস্থাপনা থেকে বর্তমান বন ব্যবস্থাপনা অনেকটাই ভিন্ন। বর্তমান বন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কাঠ উৎপাদনের পাশাপাশি নির্মল বায়ু, পরিচ্ছন্ন পানি, বন্যপ্রাণীর জন্য স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল এবং প্রকৃতি-পর্যটন ও জীববৈচিত্র্যর আধার হিসাবে বনকে প্রতিষ্ঠিত করা। বন ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারনা হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা করা,যাতে করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেন জনসাধারণ বনায়ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে এবং ভাবতে পারে যে বনের বৃক্ষরোপণ ও বড় করার পেছনে তাদেরও অবদান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বনের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বন ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। এখন উৎপাদনশীল বন ব্যবস্থাপনা থেকে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বন ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু নতুন ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন- কৃষি বনায়ন, বসতবাড়ি বনায়ন, রাস্তার ধারে বনায়ন, জবরদখলকৃত জমিতে অংশগ্রহণমূলক বনায়ন, উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে ম্যানগ্রোভ বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বনভূমির অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা।

৩.৭.১ বনায়ন কার্যক্রম

সুস্থ্য জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এ পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় বনজ সম্পদ ও বনভূমি অপ্রতুল। একটি দেশের প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট ভূখন্ডের অন্ততঃ ২৫% বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশের বিদ্যমান বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হচ্ছে-৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের অবক্ষয়িত বনভূমিতে উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬ শত হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন, প্রান্তিক ভূমিতে ১৫ হাজার কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন, উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৫৩ হাজার ৬শত হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১হাজার ৪ শত গোলপাতা বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান। ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বিগত ২৫ বছরে ম্যানগ্রোভসহ ৩,২০,১৫০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬৩,৮৩০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান এবং জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ১৮ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার চারা বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে ইতোমধ্যে জনগণের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে ১ কোটি চারা বিতরণ করা হয়েছে। বেসরকারি নার্সারিতে প্রতি বছর প্রায় ৮.১০ কোটি চারা উত্তোলন করা হয়। এ সমস্ত নার্সারি থেকে উত্তোলিত চারা বেসরকারী সংস্থা এবং সাধারণ জনগণ কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর কারিগরি সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

৩.৭.২ উপকূলীয় বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

উপকূলীয় চরাঞ্চলে বনায়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অগ্রণী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগেওঠা সহ দৃঢ়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও অভিযোজনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ৯৪ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে।

বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬০০ বর্গ কি.মি. আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের প্রায় ৪৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

চিত্র ৩.১০: উপকূলীয় বনায়ন

৩.৭.৩ সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন হলো স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা ও বৃক্ষাচ্ছাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করাই সামাজিক বনায়নের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক বনায়নের নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন, দরিদ্র এবং স্থানীয় জনগণকে সামাজিক বনায়নের অংশীদার করা হয়। তারা সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এছাড়া বাগান সৃজনের পর থেকে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত তারা সেখানে কৃষি ফসলও উৎপাদন করে থাকে। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী ও আসবাবপত্র চাহিদা পূরণ করা। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি,পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে বর্তমানে মোট বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২২.৩৭%; যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪% এ উন্নীত করতে হবে। সামাজিক বনায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ:

সামাজিক বনায়ন সময়	সৃজিত ব্লক/ উডলট বাগান (হেক্টর)	সৃজিত স্ট্রীপ বাগান (কিঃ মিঃ)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (জন)		কর্তিত ব্লক/ উডলট বাগান (হেক্টর)	কর্তিত স্ট্রীপ বাগান (কিঃ মিঃ)	মোট বিক্রয় মূল্য	উপকার ভোগীর লভ্যাংশ	লভ্যাংশ বিতরণ কারীর উপকার ভোগীর সংখ্যা	ট্রি ফার্মি ফান্ড (টি এফ এফ)	রাজস্ব আয়	ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থার লভ্যাংশ
			পুরুষ	মহিলা								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৮১-৮২ হইতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত	১০০৫১১.৭৮	৭৪৭৬৫.৩৬	৫৭৪২২৮	১৩৭৩৩০	৪৬৬২১	১৯৬৯২	১৩৩৫,১৫,৩৮,৮৮.০	৩৯৯,৭৮,৪৪,৬৯৫.০	২০৫০৬৩	১১১,৭৪,৮৫,২১৬.০	৪৬,৪৫,২৯,৪৪৪.০	২১,৮৬,৫৯,৪১২.০

ছক: ৩ সামাজিক বনায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি

চিত্র ৩.১১: সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম, রাজশাহী

চিত্র ৩.১২: বনায়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন রাজশাহী

৩.৭.৪ বনায়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নের আওতায় নার্সারিতে চারা উত্তোলন, বাগান সৃজন ও পরিচর্যা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী ৩০% দুঃস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ায় সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

৩.৭.৫ বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ

Forest Manual Part-II Gi Article 31 এর আলোকে বনজদ্রব্য বিক্রয় করা হয় এবং বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১১ এর আলোকে পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এবং **The Chittagong Hill Tracts Forests Transit Rules. 1973** ও **Sundarbans Transit Rules** এর আলোকে যথাক্রমে দেশের পাবর্ত্য তিন জেলায় ও সুন্দরবনে বনজদ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৩.৭.৬ ব্যক্তি মালিকানাধীন বনজ সম্পদ আহরণের অনুমতি প্রদান

বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ এর অনুবলে সারাদেশে এবং পাবর্ত্য জেলায় বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা (**The Chittagong Hill Tracts Forests Transit Rules, 1973**) অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি হতে বনজ সম্পদ আহরণের জন্য পারমিট প্রদান করা হয়

৩.৭.৭ বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান

বন অধিদপ্তরের কোন বিশেষ এলাকায় যেমন সিলেট বন বিভাগে বাশঁ মহাল, ছন মহাল, জলমহাল সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকাভূক্ত বিভিন্ন মহালদারদের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এতে সরকারে প্রচুর রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

৩.৭.৮ বন অধিদপ্তরের কার্যসম্পাদনের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা আইন

১. বন আইন, ১৯২৭ (২০০০ সনে সংশোধিত)।
২. **The Private Forests Ordinance, 1959**
৩. **The Attia Forest (Protection) Ordinance, 1982**
৪. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২।

বিধিমালা

১. **The Chittagong Hill Tracts Forests Transit Rules, 1973**
২. **Sundarbans Transit Rules, 1959**
৩. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (২০১০ ও ২০১১ সনে সংশোধিত)।
৪. বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালা, ২০১১।
৫. করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২।
৬. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭।
৭. হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৭।
৮. কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯।
৯. বন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯।
১০. পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০।
১১. অপরাধ উদঘাটনে তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০।

নীতিমালা

১. জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪।
২. বৃক্ষরোপণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা, ২০০৪ (২০১৩ সনে সংশোধিত)।
৩. বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০।
৪. বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১।
৫. আগর বৃক্ষ বিক্রয় নীতিমালা, ২০১২।
৬. সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা, ২০১৪।

৩.৭.৯ বনভূমি

বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির তথ্যাদি সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সালে হালনাগাদ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি বিবেচনায় হালনাগাদকৃত বনভূমির তথ্যাদি এরুপঃ ১। সংরক্ষিত বন- ৩৩,১০,৯০৭.৫২ একর (১৩,৩৯,৯০৫.৯২ হেক্টর), ২। ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বন-১১,৭২,৯৭১.৭৫ একর (৪,৭৪,৬৯৫.১৬ হেক্টর), ৩। রক্ষিত বন- ৯১,৩৮১.৮৯ একর (৩৬,৯৮১.৭৪ হেক্টর), ৪। অর্জিত ও অর্পিত বন- ২৮,৫৯১.৩৪ একর (১১,৫৭০.৭৬ হেক্টর), ৫। অশ্রেণীভুক্ত বন- ৪২,৮৪৭.৫১ একর (১৭,৩৪০.১৫ হেক্টর)। অর্থাৎ বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বন ভূমির পরিমাণ- ৪৬,৪৬,৭০০.০১ একর (১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর), যা দেশের আয়তনের ১২.৭৪৩% (প্রায়)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ যাবৎ মোট ১,৬০,০৩২.৭৭৪৫ একর (৬৪,৭৯০.৫৯৭ হেক্টর) বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (বন অধিদপ্তরে সংরক্ষিত ২০১৮-২০১৯ সালের হালনাগাদকৃত তথ্যানুসারে)।

৩.৮ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals)

২০১৫ সালে জাতিসংঘ দারিদ্র্য, বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের অবক্ষয়, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং ন্যায়বিচারে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) গ্রহণ করেছে; যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে **SDG ১৫: Life on Land**, যার ১২ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৪টি ইন্ডিকেটর এর বিপরীতে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে থাকে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG)-তে দেশের মোট ভূমির ১৬% বনাচ্ছাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান, আবাদী জমি, কাঠ ও জ্বালানী কাঠের চাহিদা পূরণ এবং নগরায়ন ও শিল্পায়নের অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত বিস্তৃতির প্রভাবে বিদ্যমান বনাঞ্চলের অস্তিত্বও আজ হুমকি গ্রস্থ।

৩.৯ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। আইইউসিএন এর ২০১৫ সালের জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১১৬৩ প্রজাতির মেরুদন্ডী বন্যপ্রাণী রয়েছে; তার মধ্যে ৪৯টি উভচর, ১৬৭ টি সরীসৃপ, ৫৬৬টি পাখি ও ১৩৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে । অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৪১টি ক্রাস্টাসিয়ান ও ৩০৫টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । তাছাড়া মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীসহ সর্বমোট ১৬১৯টি প্রজাতি রয়েছে।

বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্য সমাহার, রয়েছে কতিপয় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ৪৭০ প্রজাতির ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া, ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ফানজাই, ২৪৮ মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজি এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুপ্তবীজি (২৬৩৩ প্রজাতির দ্বি-বীজপত্রী এবং ৯৮৮ প্রজাতির একবীজপত্রী) উদ্ভিদ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরো বেগবান করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে; যেমন: বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন (CBD), পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণ সম্পর্কিত কনভেনশন (ঈগঝ), মহাবিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CITES) ইত্যাদি।

১৯৭৩ সনে বন বিভাগের অধীন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বন্যপ্রাণী সার্কেল সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সনে বন্যপ্রাণী সার্কেল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলেও ১৯৯৩ সালে গৃহীত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী সার্কেল পুনরায় সৃষ্টি করা হয়। ২০০১ সালে বন অধিদপ্তরের অধীনে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল নামে একটি স্থায়ী সার্কেল সৃষ্টি করা হয়। এ অঞ্চলের আওতায় উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সে লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা এলাকার জন্য বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে "স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন" প্রকল্পের আওতায়- গাজীপুরে "শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার"; ঢাকায় "বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট"; হবিগঞ্জ, শেরপুর ও রাজশাহীতে নতুন ৩টি "বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ" সৃষ্টি করা হয়।

চিত্র ৩.১৩ : বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম সাফারী পার্ক

৩.১০ প্রজাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ কার্যক্রম

৩.১০.১ Bengal Tiger বা বাঘ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

১. বাঘ সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)আইন ২০১২ নামে একটি আইন কার্যকর হয়েছে।

২. বাঘ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১১ সালে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩. ২০১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ১৪-১৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকার ২য় স্টকটেকিং সম্মেলন আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

৪. বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রোধে বাংলাদেশ সরকার গত ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় **SAWEN (South Asian Wildlife Enforcement Network) 3rd Annual Meeting** এর আয়োজন করে।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাঘ রক্ষায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যারাভান উদ্বোধন করেন।

৬. ২০১৪ সালে বন অধিদপ্তর সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারী পরিচালনা করেছে। এ জরীপে সুন্দরবনে ১০৬টি বাঘ পাওয়া গিয়েছে।

৭. ২০১৮ সালে পুনরায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ শুমারী পরিচালনা করা হয়েছে এবং সুন্দরবনে ১১৪ টি বাঘ পাওয়া গিয়েছে।
৮. সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে **Tiger Coordination Committee** গঠন করা হয়েছে।
৯. বাঘের আক্রমনে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ''বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই নীতির আলোকে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।
১০. বাঘ সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশ টাইগার এ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২০২৭ প্রণয়ন করেছে।
১১. সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনের চারটি রেঞ্জে নিয়মিত স্মার্ট প্যাট্রোলিং কার্যক্রম চলছে ।
১২. মানুষ-বাঘ দ্বন্ধ নিরসনে সুন্দরবনের আশেপাশের গ্রামে ৪৯ টি ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে।
১৩. বাঘ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ ও বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সুন্দরবনের ৫২% এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
১৪. সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এর কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
১৫. সুন্দরবনে বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ধারণের কাজ প্রতি দুই বছর পর পর করা হয়ে থাকে।

চিত্র ৩.১৪: **Bengal Tiger** বা বাঘ (**Critically Endangered** বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

৩.১০.২ Asian Elephant বা হাতি (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

২০১৬ সালে বন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ২৬৮ টি বন্য হাতি পাওয়া গিয়েছে।
Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন এবং দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবাউন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে।
শেরপুর- জামালপুরের সীমান্তবর্তী হাতি উপদ্রুত এলাকায় **Bio-Fencing** ও সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গামাটির কাপ্তাই এ সোলার ফেন্সিং স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়।
২৯ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে **Transboundary** হাতি সংরক্ষণে বাংলাদেশ ও ভারত তৃতীয় সংলাপ ঢাকায় আয়োজন করা হয়েছে। হাতি সংরক্ষণ বিষয়ে **Protocol on Transboundary Elephant Conservation Between the Peoples Republic of Bangladesh and The Peoples Republic of India** ডিসেম্বর, ২০২০ এ স্বাক্ষরিত হয়েছে।
সম্প্রতি হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "**Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Coxs Bazar with Myanmar and India**" শীর্ষক সম্ভাবতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
হাতির আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ''বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই নীতির আলোকে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র ৩.১৫: **Asian Elephant** বা হাতি (**Critically Endangered** বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

৩.১০.৩ শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন (Vulnerable বা সংকটাপন্ন) সংরক্ষণ

১. বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্য সহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

২. ডলফিনের গবেষণার ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং দেশের অভ্যন্তরে ডলফিনের বিস্তৃতি বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫. সুন্দরবনের তিনটি ডলফিন অভয়ারণ্যের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর- ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৭ এ তিমি বা ডলফিন হত্যার জন্য শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে।

৮. সুন্দরবনের ডলফিন সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯. সুন্দরবনের ডলফিন অভয়ারণ্যের সংলগ্ন মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১০. ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১. এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১২. উপযুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, দুধমুখী ও চাঁদপাই) তে এ বৃদ্ধির হার ৫৫%, যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

চিত্র ৩.১৬: শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন

চিত্র ৩.১৭: শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন

৩.১০.৪ লোনা পানির কুমির সংরক্ষণ

বন অধিদপ্তর সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত (১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; ৮.০ একর) বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমির এর কনজারভেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পুকুরের পাড় হতে ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম ফুটিয়ে তা হতে বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়। বাচ্চা লালন পালন করার জন্য এখানে পেন রয়েছে। বিভিন্ন বয়সী কুমিরের জন্য আলাদা আলাদা পেন রয়েছে। কুমিরের বয়স যখন পাঁচ বছর হয় (কিংবা দৈর্ঘ্য ১.০ মিটার বা ততোধিক) তখন এগুলো সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার নদীতে অবমুক্ত করা হয়।

বর্তমানে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ১৯৫ টি কুমির রয়েছে যার মধ্যে ৪টি বড় পুরুষ এবং ২টি বড় স্ত্রী কুমির রয়েছে। আর বাকিগুলো বাচ্চা কুমির। ১০৫ টি কুমির অদ্যাবধি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ৩.১৮: লোনা পানির কুমির (**Endangered** বা বিপন্ন) সংরক্ষণ

চিত্র ৩.১৯: লোনা পানির কুমির (**Endangered** বা বিপন্ন) সংরক্ষণ

চিত্র ৩.২০: লোনা পানির কুমির (**Endangered** বা বিপন্ন) সংরক্ষণ

৩.১০.৫ বড় কাইট্টা কাছিম (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

মহাবিপন্ন বড় কাইট্টা কাছিম সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং **Turtle Survival Alliance (TSA)** এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ও করমজল, সুন্দরবনে ২ টি **Conservation Breeding Center** স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ৩৬৭ টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হবে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্রাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১০.৬ বাংলা শকুন (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

১. ২০১০ সালে দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক' নিষিদ্ধকরণ।

২. ২০১৩ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় শকুন সংরক্ষণ কমিটি' (বিএনভিআরসি) গঠন।

৩. ২০১৪ সালে দেশের দু'টি অঞ্চলকে শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা। এলাকা দু'টি হচ্ছে- শকুনের নিরাপদ এলাকা-১ (সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু অংশ) এবং নিরাপদ এলাকা-২ (খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু অংশ)। এ দুটি এলাকার মোট আয়তন ৪৭,৩৮০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার।

৪. ২০১৫ সালে শকুনের প্রজননকালীন সময়ে বাড়তি খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য হবিগঞ্জের রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ও সুন্দরবনে দু'টি ফিডিং স্টেশন স্থাপন। উল্লেখ্য, রেমা-কালেঙ্গায় ২০১৪ সালে শকুনের প্রজনন সফলতা ছিল ৪৪ শতাংশ, সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৫. ২০১৬ সালে দশ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০২৫) বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

৬. ২০১৬ সালে অসুস্থ ও আহত শকুনদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিনাজপুরের সিংড়ায় একটি শকুন উদ্ধার ও পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৯৩টি হিমালয়ান গৃধিনি প্রজাতির শকুন উদ্ধার, পরিচর্যা শেষে পুনরায় প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

৮. ২০১৭ সালে শকুনের জন্য নিরাপদ ২টি এলাকায় কিটোপ্রোফেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা।

চিত্র ৩.২১: বাংলা শকুন (**Critically Endangered** বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

চিত্র ৩.২২: হিমালয়ী গ্রিধিনি শকুন

৩.১০.৭ এশিয়া শিলা কচ্ছপ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

১. মহাবিপন্ন এশিয়া শিলা কচ্ছপ এবং হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এবং **Creative Conservation Alliance** এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ১টি **Turtle Conservation Breeding Center** স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত **Breeding Centre** এ ২০১৯ এবং ২০২০ সালে **Captive Breeding** এর মাধ্যমে এশিয়া শিলা কচ্ছপ এর ২৭টি বাচ্চা পাওয়া গেছে এবং জীবিত আছে।

২. **Captive Breeding** এর মাধ্যমে জন্ম নেয়া এশিয়া শিলা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ এর বাচ্চাগুলোকে পরবর্তীতে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হবে।

৩. এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় কাছিম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৩.২৩: এশিয়া শিলা কচ্ছপ (**Critically Endangered** বা মহাবিপন্ন)

চিত্র ৩.২৪: হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ (**Critically Endangered** বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

৩.১০.৮ বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ

পরিযায়ী পাখি সহ উপকূলীয় এলাকার পাখি সংরক্ষণে বাংলাদেশের ৬টি এলাকাকে **East Asian-Australasian Flyway Site** ঘোষণা করা হয়েছে। এলাকাগুলো হলো- সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, এবং গাঙগুইরার চর। এছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং আইইউসিএন এর যৌথ উদ্যোগে দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট টাংগুয়ার হাওরে পাখি শুমারি ও পাখির গায়ে রিং পড়ানো এবং জিপিএস স্যাটেলাইট ট্যাগ করা হয়েছে। অবৈধভাবে পাখি শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

চিত্র ৩.২৫: বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (সোনাদিয়া)

চিত্র ৩.২৬: বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (টাংগুয়ার হাওর)

৩.১০.৯ বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় হাঙর ও রে মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ

বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং **Nature Conservation Socie**ঃ **(NCS)** এর যৌথ উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে হাঙর ও রে প্রজাতি নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ ও অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর প্রকাশ ।

নিষিদ্ধ হাঙর ও রে মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.১০.১০ উল্লুক (Critically Endangered বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ

সমগ্র দেশে বিলুপ্তপ্রায় উল্লুকের সংখ্যা প্রায় ৩৫০টি।

মূলত দেশের সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

বিলুপ্তপ্রায় উল্লুক সংরক্ষণের জন্য মৌলভীবাজার জেলায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ইতোমধ্যে বন্যপ্রাণীর খাবার উপযোগী গাছের বনায়ন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বন্য পশুপাখির খাবার উপযোগী বনায়ন সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃক্ষচারী এই প্রজাতিটিকে সংরক্ষণে তাদের চলাচলের জন্য সাতছড়ি ও লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে **Canopy Walkway / Bridge** তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৩.২৭: উল্লুক (**Critically Endangered** বা মহাবিপন্ন) সংরক্ষণ (লাওয়াছড়া)

৩.১০.১১ অন্যান্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

১. জাতীয়ভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন" প্রবর্তন করেছে। প্রতিবছর তিনটি ক্যাটাগরিতে পদক, সনদ ও সম্মানী প্রদান করা হয় ।

২. দেশের বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় ও বিদ্যমান বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক ৪৯ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত রক্ষিত এলাকাসমূহে বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা, ধরা বন্ধ করা সহ তাদের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. বিরল, বিপদাপন্ন, বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ও কক্সবাজার এলাকায়

৪."**Transboundary Wildlife Corridor with Myanmar and India**" শীর্ষক সম্ভাবতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপি নানাবিধ সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৭. সুন্দরবনে কর্মরত মাঠপর্যায়ের বনকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝড় জলোচ্ছ্বাস, লোনাপানি, জলদস্যু, বনদস্যুর সাথে সংগ্রাম করে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করে যাচ্ছে। তাদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সরকার ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদান করছে।

৮. উল্লেখ্য বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির লাল তালিকা প্রনয়ণের কাজ বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে।

৩.১১ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ

বন্যপ্রাণী পাচার রোধ এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে **Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP)** প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (**Wildlife Crime Control Unit**) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য হলো অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে এ পর্যন্ত (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২০) মোট ৩১,১৯৭ টি বন্যপ্রাণী (তন্মধ্যে ২৪৭টি স্তন্যপায়ী, ২২৮৮৪টি পাখি, ৮০৬৬টি সরীসৃপ) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ১৭৪টি ট্রফি এবং ৩৩২টি মামলা দায়ের সহ ২০০ জন অপরাধীকে ধৃত করা হয়েছে।

চিত্র ৩.২৮: চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে উদ্ধারকৃত ছয় শতাধিক পাখি

চিত্র ৩.২৯: গ্রীনভিউ রিসোর্ট, মৈনারটেক, উত্তরখান, ঢাকা থেকে উদ্ধারকৃত

৩.১২ রক্ষিত এলাকা (Protected Area)

"রক্ষিত এলাকা" অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩,১৭,১৮ ও ১৯ অনুসারে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ও ধারা ২২ অনুসারে গঠিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ধারা ২৩ অনুসারে গঠিত জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন।

দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার (**Terrestrial & Marine**) সংখ্যা ৪৯ টি, যার মোট পরিমাণ ৬,৩৭,৮৭৪.৬১ হেক্টর,যা দেশের মোট আয়তনের ৪.৩২২ শতাংশ। রক্ষিত এলাকাগুলোর তালিকা নিম্নের টেবিলে দেখানো হয়েছে।

৩.১২.১ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

ছক: ৪ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

ক্র নং	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
১	রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫.৫৪	০৭/০৭/১৯৯৬
২	চর কুকরি মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	৪০.০০	১৯/১২/১৯৮১
৩	সুন্দরবন ইস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১২২৯২০.৯০	২৯/০৬/২০১৭
৪	সুন্দরবন ওয়েস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	১১৯৭১৮.৮৮	২৯/০৬/২০১৭
৫	সুন্দরবন সাউথ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৭৫৩১০.৩০	২৯/০৬/২০১৭
৬	পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪২০৬৯.৩৭	২০/০৯/১৯৮৩
৭	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩.৯৭	১৮/০৩/১৯৮৬
৮	ফাসিয়াখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১৩০২.৪২	১১/০৪/২০০৭
৯	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৪৭১৬.৫৭	০৬/০৪/২০১০
১০	হাজারিখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১১৭৭.৫৩	০৬/০৪/২০১০
১১	সাঙ্গু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বান্দরবান	২৩৩১.৯৮	০৬/০৪/২০১০
১২	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১১৬১৪.৫৭	০৯/১২/২০০৯
১৩	টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বরগুনা	৪০৪৮.৫৮	২৪/১০/২০১০
১৪	দুধমুখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০	২৯/০১/২০১২

১৫	চান্দপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৫৬০	২৯/০১/২০১২
১৬	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০	২৯/০১/২০১২
১৭	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী	২০২৬.৪৮	২৪/১২/২০১১
১৮	নাজিরগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	১৪৬	০১/১২/২০১৩
১৯	শিলন্দা নাগডেমড়া ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	২৪.১৭	০১/১২/২০১৩
২০	নগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	৪০৮.১১	০১/১২/২০১৩
২১	পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য	খুলনা	৪০৪.০০	০৪/০৩/২০২০
২২	শিবসা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য	খুলনা	২১৫৫.০০	০৪/০৩/২০২০
২৩	ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য	খুলনা	৮৬৮.০০	০৪/০৩/২০২০

চিত্র ৩.৩০: চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (চট্টগ্রাম)

চিত্র ৩.৩১: চর কুকরি মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ভোলা)

৪.৬ জাতীয় উদ্যান

ছক: ৫ জাতীয় উদ্যান

ক্র নং	জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
১	ভাউয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫০২২.২৯	১১/০৫/১৯৮২
২	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাংগাইল এবং ময়মনসিংহ	৮৪৩৬.১৩	২৪/০২/১৯৮২
৩	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৭.৭৫	৩০/০৪/২০০১
৪	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১৭২৯	১৫/০২/১৯৮০
৫	লাওয়াছরা জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১২৫০	০৭/০৭/১৯৯৬
৬	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৪৬৪.৭৮	০৯/০৯/১৯৯৯
৭	নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬৩৫২.২৩	০৮/০৪/২০০১
৮	মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২	০৪/০৪/২০০৪
৯	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪২.৯১	১০/১০/২০০৫
১০	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮০	১৩/০৪/২০০৬
১১	বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২৯৩৩.৬১	০৬/০৪/২০১০
১২	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১৬১৩	২৪/১০/২০১০
১৩	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১	২৪/১০/২০১০
১৪	সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯	২৪/১০/২০১০

১৫	কাদিগর জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩	২৪/১০/২০১০
১৬	আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২	১৪/১২/২০১১
১৭	বিরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬	১৪/১২/২০১১
১৮	শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৭০৮৫.১৬	১৫/০৪/২০১৯

চিত্র ৩.৩২: সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান

চিত্র ৩.৩৩: লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

৩.১২.২ উদ্ভিদ উদ্যান

ছক: ৬ উদ্ভিদ উদ্যান

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান	ঢাকা	৮৪.২১	২৭/০৮/২০১৮
বলধা গার্ডেন	ঢাকা	১.৩৭	-

৩.১২.৩ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

ছক:৭ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা (রাতারগুল)	সিলেট	২০৪.২৫	৩১/০৫/২০১৫
আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা	নওগাঁ	১৭.৩৪	০৯/০৬/২০১৬

চিত্র ৩.৩৪: আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

চিত্র ৩.৩৫: রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

৩.১২.৪ ইকোপার্ক

ছক: ৮ ইকোপার্ক

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
মাধবকুন্ড ইকো পার্ক	মৌলভীবাজার	২৬৫.৬৮	০২/০৫/২০১৯
টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট	৪৫.৩৪	০৮/০১/২০১৯
চর মুগুরিয়া ইকোপার্ক	মাদারীপুর	৪.২০	২৫/০৮/২০১৫

চিত্র ৩.৩৬: মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক

চিত্র ৩.৩৭: মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক

৩.১২.৫ মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া (Marine Protected Area)

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ১৩ (১) এবং ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন মূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘুর্নি ডলফিন) পাখনাহীন শুশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি (ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি ইত্যাদি) এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুত্রি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর ইত্যাদি) এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে "সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর গড় গভীরতা ৯০০ মিটারের বেশি।

ছক: ৮ সোয়াচ অব নো- গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া	দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর	১৭৩৮০০	২৭/১০/২০১৪

চিত্র ৩.৩৮ সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া

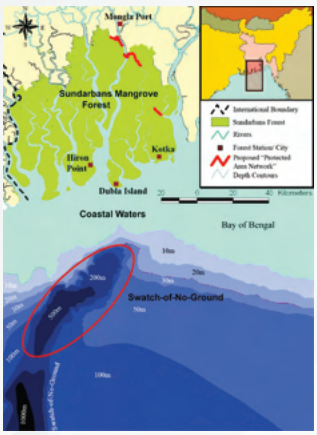

চিত্র ৩.৩৯: সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড

৩.১২.৬ রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৩১) অনুসারে "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোনো একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়। বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, ক্ষুদ্র নৃতাবিত্তক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও খাদ্যের উৎস এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আবাসস্থল এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবেও রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ, অবৈধভাবে গাছকর্তন, বন বিভাগের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, গবাদি পশুর বিচরণ, বনে আগুন এবং সর্বোপরি বনভূমি কৃষি ও জনবসতিতে পরিনত হওয়ায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহ হুমকির সম্মুখীন। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দুর্বলতা দূর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ও ইউএসআইডি যৌথ উদ্যোগে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮) সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ- ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুসহ ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

চিত্র ৩.৪০: রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা সচেতনতা কার্যক্রম, খুলনা

চিত্র ৩.৪১: রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা সচেতনতা কার্যক্রম. খুলনা

৩.১৩ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহঃ

সারাদেশ ব্যাপী বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭২-১৯৭৩ হতে ২০১৯-২০২০ সময়কালে ১৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প, ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১৫-২০১৬ সময়কালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৮টি কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০১০-২০১১ সাল হতে অদ্যাবধী ৩৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়

৩.১৩.১ বন

ছক: ৯ বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প এলাকা ও অর্থায়নের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা। জিওবি	(জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৩৪.৬০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর জিওবি	(জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৩৯০৪.০০
৩	বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা জেলা জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	২২৭৯.০৮
৪	বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প	সমগ্র বাংলাদেশ জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২)	৩১৭১.২৩
৫	শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাংগুনিয়া চট্টগ্রাম	রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে ২০২১)	১২৫৫১.২৪
৬	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন	পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জিওবি	(জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১০৪৮০.২৬

ক্র নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প এলাকা ও অর্থায়নের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৭	স্থানীয় নৃগোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোটুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা	মধুপুর	(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	১৭১৭.২০
৮	প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের	কাপ্তাই	(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	১৫৪৬.৮৩
৯	অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন		(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	১৫০২৭২.১৭
১০	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্লান হালনাগাদ-করণ এবং বাস্তসংস্থান সংরক্ষণসহ অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন	বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা	(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১৮৮৯.৩২
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	কক্সবাজার	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১৮৪৮.২৩
১২	কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন	কক্সবাজার	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	২৩৮১.০০
১৩	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন	সিলেট, সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	৭০০৪.১৫
১৪	মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন	চট্টগ্রাম, মীরসরাই	(জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১৮৪৮.২৩
১৫	মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প	মাদারীপুর জেলার চরমুগুরিয়া	(জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৩১৭৩.৮২

১৬	সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোটুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	সুন্দরবন	(জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২৪৯৫.৬০৪
	কারিগরী প্রকল্পঃ			
১৭	ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন ইন টু এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন পেইন বাংলাদেশ	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা; পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও রাঙ্গাবালি উপজেলা; বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা; ভোলা জেলার মনপুরা, চরফ্যাশন, দৌলতখান ও তমিজদ্দিন উপজেলা; পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া উপজেলা	(জুলাই ২০১৬ হতে ২০২১)	৪৫২০.০০
১৮	সমীক্ষা প্রকল্প	বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল	(অক্টোবর ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর,২০২১)	২৩৮১.০০
১৯	ফিজিবিলিটি স্টাডি অব ট্রান্সবাউন্ডারী ওয়াইল্ডলাইফ করিডোর ইন চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস এন্ড কক্সবাজার উইথ মায়ানমার এন্ড ইন্ডিয়া	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলা ও পার্বত্য চটগ্রাম অঞ্চল	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)	৩৮১.৩০
২০	পিপারেশন অব মাস্টার প্লান এ্যান্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এস্টাবশ্লিমেন্ট অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)	৪৫০.৬৬
২১	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ইনস্টলিং এন্ড অপারেটিং ক্যাবল কার এন্ড পিপারেশন অব মাস্টার প্লান ফর মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক	মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুন্ড	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)	১৬৪.৮১

৩.১৩.২ বন অধিদপ্তরে বর্তমানে চলমান জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্পসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এবং ক্ষতিগ্রস্থ অন্যতম দেশ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইতিমধ্যে বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বর্তমানে ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ

ছক:১০ বন অধিদপ্তরে বর্তমানে চলমান জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্পসমূহ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্প এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
১	জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন প্রকল্প	সিসিটিএফ	সমগ্র বাংলাদেশ	৩৪৫.০০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর বর্ধিতাংশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	সিসিটিএফ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর	২৯৩.০০
৩	কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক স্থাপন প্রকল্প	সিসিটিএফ	চরফ্যাশন, ভোলা	৪৯৭.৭২
৪	মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর বেষ্টনী স্থাপন	সিসিটিএফ	ঝিনাইগাতি এবং শ্রীবর্দী উপজেলা, শেরপুর	১০০.০০
৫	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প	সিসিটিএফ	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	১৪৯৮.৯০
৬	রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিবর্ষণ জনিত ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা সমূহ মেরামত ও সংস্কার প্রকল্প	সিসিটিএফ	রাঙ্গামাটি সার্কেলাধীন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২০০.০০
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (৩য় পর্যায়)	সিসিটিএফ	সারাদেশব্যাপী	৪৭০.০০
৮	চরফ্যাশন রেঞ্জের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	সিসিটিএফ	চরফ্যাশন,ভোলা	৬০০.০০
৯	খুলনা জেলায় শেখ রাসেল ইকো পার্ক স্থাপন	সিসিটিএফ	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা ও রূপসা উপজেলা।	৮৬৭.০০
১০	সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন প্রকল্প	সিসিটিএফ	খুলনা সদর, বাগেরহাট সদর, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, শ্যামনগর	৩৪৮.০০
১১	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা প্রকল্প	সিসিটিএফ	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলা	২০০.০০
১২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ	সিসিটিএফ	সমগ্র বাংলাদেশ	১০০.০০
১৩	টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃ খনন প্রকল্প	সিসিটিএফ	বাগেরহাট সদর, দাকোপ, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ	৪৯৮.৫৪৫

৩.১৪ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বন, বন্যপ্রাণী ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম

বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রোটোকল ও চুক্তি বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কনভেনশন, প্রোটোকল ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য কনভেশন, প্রোটোকল ও চুক্তিসমূহ নিম্নরূপঃ

ছক: ১১ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বন, বন্যপ্রাণী ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম

Name	Signed/Ratified or Accessed
Ramsar Convention (Convention on Wetlands of International Importance specially as waterfowl Habitat)	২০.৪.১৯৯২ (Ratified)
UNESCO (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)	০৩.০৮.১৯৮৩ (Accepted), ০৩.১১.১৯৮৩ (ratified)
UNCCD (United Nations Conventions to Combat Desertification)	১৪.১০.১৯৯৪ (signed), ২৬.০১.১৯৯৬ (ratified)
CBD (Convention on Biological Diversity)	০৫.০৬.১৯৯২ (signed), ২০.০৩.১৯৯৪ (ratified)
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)	২০.১১.১৯৮১ (signed), ১৮.০২.১৯৮২ (Ratified)
CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)	০১.১২.২০০৫ (signed)
EAAFP (East Asian Australasian Flyway Partnership)	Bangladesh joined in 2010.
GTI (Global Tiger Initiative)	Established in 2008.
GTF (Global Tiger Forum)	Established in 1994. HQ New Delhi. 1st general assembly held in Dhaka in 2000.
UN REDD Program (Reducing Emission from Deforestation and Forests Degradation)	Started in 2008. Bangladesh joins in 2010.
UNFF (United Nations Forum on Forests)	Establish in 2000.
MFF (Mangrove for the Future)	Bangladesh became member in 2012 in the 9th Regional steering Committee.
APFNet(Asia Pacific Network for Sustainable Forest Management)	Officially launched on 25th September 2008 in Beijing
SAWEN (South Asia Wildlife Enforcement Network)	Bangladesh joined in 2013.
APAP (Asia Protected Area Partnership)	Bangladesh joined in 2014. To provide technical support for Asia's Protected Areas.

৩.১৫ বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ (Forest Survey, Forest Inventory and Monitoring)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কারিগরি সহায়তায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প ২০১৫-২০১৯ সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয় । পূর্বে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বন অঞ্চল ও বিভিন্ন বন বিভাগের অধিক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে বন জরিপ কার্য পরিচালিত হয়; এ সকল বন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নকশার ভিত্তিতে মূল বন খাতের অংশীজনদের (**Main Stakeholders**) সাথে মতবিনিময় করে এ বারের বৃক্ষ ও বন এবং আর্থসামাজিক জরিপ পরিচালিত হয়েছে। দেশব্যাপী বৃক্ষ ও বন জরিপ পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি জোন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যা শাল, পাহাড়ী, সুন্দরবন, উপকূলীয় এবং গ্রামীণ জোন হিসেবে দেখানো হয়েছে। সকল জোনের বৃক্ষ ও বন জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র ৩.৪২: বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ , সুন্দরবন

চিত্র ৩.৪৩: বন জরিপ ও পরিবীক্ষণ, সুন্দরবন

৩.১৫.১ Bangladesh Forest Inventory (BFI)

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত **"Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in support of REDD+ in Bangladesh** প্রকল্পটি ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। **USAID** এর আর্থিক সহযোগিতায় ও **FAO** এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফল:

১. ১৮৯৮টি নমুনা প্লটের মধ্যে ৩৯০ টি বৃক্ষ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ৯% **introduced/exotic species.**

২. সারা দেশের বন ও বনের বাইরে বৃক্ষ সম্পদের **National growing stock**- ৩৮৪ মিলিয়ন ঘন মিটার;

৩. **National growing stock** এর ৬৬% বন এলাকার বাইরে অবস্থিত বৃক্ষ সম্পদ থেকে;

৪. বৃক্ষের মাটির উপরের অংশে জমাকৃত **Biomass** এর পরিমাণ ৩৮৭ মিলিয়ন টন;

৫. প্রধান তিনটি **Biomass** উৎপাদন কারী বৃক্ষ প্রজাতি- ১। আম ২। সুন্দরি ৩। মেহগনি

৬. দেশের মাটির উপরের বৃক্ষ সম্পদ, মাটির নিচের বৃক্ষ সম্পদ এবং মাটির মধ্যে (৩০ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ ১২৭৬ মিলিয়ন টন।

৭. ১২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ২২% বনাঞ্চলের মধ্যে, বাকিটা বন এলাকার বাইরে অবস্থিত;

৮. ১২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ১০% পাহাড়ি বনে এবং প্রায় ৫.৫% সুন্দরবনে অবস্থিত;

৯. দেশের বৃক্ষ সম্পদ **Gross National Income (GNI)** এর ১.২৯ % অবদান রাখছে;

১০. সংগৃহীত বৃক্ষ সম্পদ এর অর্থনৈতিক মুল্য ২০১৭-১৮ সালের **Gross Domestic Product (GDP)** এর ৩.১১%;

১১. জরিপে তথ্য প্রদান কারী পরিবার সমুহ কমপক্ষে একটি উপকার বৃক্ষ সম্পদ থেকে পেয়েছে;

১২. বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ সামগ্রী সংগ্রহকারীদের প্রায় ৬৫% মহিলা;

১৩. ৫৪% পরিবার বৃক্ষ ও বন থেকে ঔষধি উপকার পেয়েছে;

১৪. সুন্দরবনের পাশে অবস্থান কারী পরিবার সমুহ অন্যান্য এলাকা থেকে অধিক আয় করে যার অর্ধেকের ও বেশি আসে মাছ ও কাঁকড়া থেকে।

৩.১৬ বন অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বন অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন বিভাগ এর তত্ত্বাবধানে একজন উপ প্রধান বন সংরক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ উইংয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি বন একাডেমি, ৩টি ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউটে ও ১টি বন উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। বন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া অত্র উইং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকেন। অত্র উইং দেশের অভ্যন্তরে বন কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের চাহিদা মোতাবেক বন অধিদপ্তরের কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইনষ্টিটিউটে প্রেরণ ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে। বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মকর্তাগণ লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল ও বিষয় ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রদান করে থাকেন।

ফরেস্ট একাডেমি, চট্টগ্রামে সহকারী বন সংরক্ষকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স (০২ মাস মেয়াদি), ফরেস্ট রেঞ্জার ও ফরেস্টারদের জন্য (০৫ থেকে ১৫ দিন মেয়াদি) ফরেস্ট্রি রিফ্রেশার্স কোর্স, বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রয়োগসহ (০৫ দিনব্যাপী) স্বল্পকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও রাজশাহীতে ফরেস্টারদের জন্য ০২ বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি (ইন সার্ভিস) প্রশিক্ষণ, বন প্রহরী, বাগান মালী ও মালীদের জন্য আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই এ বন প্রহরীদের জন্য বেসিক লগিং, বন প্রহরী, বাগান মালী, মালী ও সমপর্যায়ের অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য স্বল্পকালীন আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ০৪ বৎসর (৮টি সেমিস্টার) মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি কোর্সে প্রতিবৎসর ৫০টি আসনের বিপরীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

৩.১৬.১ বন্যপ্রাণী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন শেখ কামাল ওয়াইল্ড-লাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করেন। এই সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য হলো বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতের সকল পেশাজী-বী, কর্মকর্তা ও আগ্রহী দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

চিত্র ৩.৪৪: বন্যপ্রাণী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার

চিত্র ৩.৪৫: বন্যপ্রাণী শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার ৫০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়ত

৩.১৭ REDD+ কার্যক্রম

বিশ্বজুড়ে যে পরিমাণ গ্যাস নিঃসরণ হয় তার ১১ শতাংশ হয় বন উজাড় (**Deforestation**) এবং বন অবক্ষয়ের কারণে (**forest degradation**)। এই প্রেক্ষাপটে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বন উজাড় এবং বন অবক্ষয়ের কারণে যে কার্বন নিঃসরণ হয় তা কমানোর জন্য উৎসাহিত করতে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (**UNFCCC**) এর আওতাভুক্ত দেশগুলো **REDD+** পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে সব দেশ এর **REDD+** শর্তসমূহ (**UNFCC Warsaw** প্রণীত **REDD+** কাঠামো) মেনে তাদের কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে, শুধুমাত্র তারাই যাচাইকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা (**result based payments**) পাবে। এভাবে **REDD+** উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার পাশাপাশি কিভাবে এ মাত্রা কমিয়ে এনে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব, তার প্রণোদনা যোগাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বনের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিদ্যমান বন সংরক্ষণ করা ও ধ্বংস হওয়া বনাঞ্চলে পুনর্বনায়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরম্ন করছে। আর এজন্যই **REDD+** বাস্তবায়নের জন্য ২০১০ সালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **UN-REDD** প্রোগ্রামের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। **UN-REDD** কর্মসূচি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে **REDD+** বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ফলাফল ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য **UNFCCC** এর প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ যথা ওয়ারশ কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করে।

২০১২ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (**UNDP**) ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (**FAO**) সহায়তায় বাংলাদেশ বন বিভাগ **National REDD+ Readiness Roadmap** প্রস্তুত, ও সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় **REDD+ Roadmap** অনুমোদন করে । ২০১৩ সালে **REDD+** কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **UN-REDD** এর সহায়তায় **REDD+ Readiness Preperation Proposal (R-PP)** প্রণীত হয় ও এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে (১) **UN-REDD** বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি ও (২) **Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Banglaesh (NFI)** প্রকল্প দুটি গ্রহণ করা হয়। **UN-REDD** বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি প্রকল্পটি ১৯শে জুন ২০১৬ তে অনুমোদিত হয়ে ৩০শে জুন ২০১৯ তে শেষ হয়। **NFI** প্রকল্পটি ২০১৫ তে অনুমোদিত হয়ে ৩০শে জুন ২০১৯ তে শেষ হয়।

প্রকল্প দুটির সুনির্দিষ্ট অর্জনগুলো হলো: (১) **REDD+** পরিচালনা কাঠামো প্রস্তাব, (২) জাতীয় **REDD+** কৌশল প্রস্তাব, (৩) বন কার্বন নিঃসরণের মাপকাঠি নির্ণয় (৪) জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন, (৫) **National Forest Inventory** প্রস্তুত। **REDD +** ব্যবস্থাপনা **Safeguard Information System**) কাঠামো এবং **REDD+** জাতীয় কৌশল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে ।

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকির আশংকায় **REDD+** কার্যক্রমে সুরক্ষা (**Safeguard**) এবং সুরক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা **SIS (Safeguard Information System)** পদ্ধতি প্রণয়ন প্রয়োজন। এছাড়া ফলাফল ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য ওয়ারশ কাঠামো-ার প্রয়োজনীয় শর্তপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, **UNDP** এর সাথে **LoA (Letter of Agreement)** সম্পাদনের মাধ্যমে **SIS** প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

জাতীয় কৌশল এ বর্ণিত কার্যক্রম বাসত্মবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, অর্থের সংস্থান করতে হবে। কর্মকৌশলটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অর্থনৈতিক, প্রতিবেশগত ও অন্যান্য সুবিধা বয়ে আনবে। **REDD+** জাতীয় কৌশলের প্রণয়নের জন্য এ যাবৎ পর্যন্ত যে সকল কৌশলগত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মূল লক্ষ হলো বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচির আওতায় বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা, জ্বালানী কাঠের যোগান বৃদ্ধির জন্য জ্বালানী বৃদ্ধির রোপণ বৃদ্ধি, বিকল্প জ্বালানী ব্যবস্থা, এসকল বিষয়ে সরকারি প্রণোদনা বৃদ্ধি, উজাড়কৃত অথবা অবক্ষয়ীত বনের পুনরায় বনায়ন ইত্যাদি। আশা করা হচ্ছে একসল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু; দারিদ্র হ্রাস, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, ইত্যাদি ইস্যুর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সর্বোপরি জাতীয় কৌশলের সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ হবে অন্যদিকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণ বৃদ্ধিপাবে যা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখবে।

REDD+ জাতীয় কৌশল সরাসরি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, নীতির সাথে সম্পর্কিত যেমন:-বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও অ্যাকশন প্ল্যান (**BCCSAP ২০০৯**), বন নীতি, ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান (খসড়া) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা । প্রস্তাবিত এই কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক লক্ষ্য (**Nationally Determined Contribution NDC**, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ-১৫ (**Goal 15 : Protect, restore and promote sustainable use terrestiral ecosystem, sustainbly manage forest, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss**) অর্জনের জন্য সহায়তা করবে।

৩.১৮ সহায়তা এবং সরকারি অনুদানে মোট টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা এবং সরকারি অনুদানের মোট ১৫০,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বছর (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) মেয়াদে **Sustainable Forests & Livelihoods (SUFAL) Project** বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মোট চারটি অঙ্গের আওতায় এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে :

১ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ।
২ সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন।
৩ প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।
৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরীবক্ষিণ এবং রিপোর্টিং।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সরকারি বন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধিসহ অবক্ষয়িত বনাঞ্চল পূনরুদ্ধার, উপকূলীয় বনায়ন, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। অধিকন্তু, বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম ও জীবন-মান উন্নয়নে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (**Collaborative Forest management**) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শক্তিশালী করা হবে। ইতোমধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সংকটাপন্ন ও বিরল দেশীয় প্রজাতির চারা উত্তোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত টেবিলে প্রকাশিত হলো

ছক: ১২ ২০২০ সনের বনায়নের অগ্রগতি

বনায়ন	একক	এলাকা	চারার সংখ্যা
বিভিন্ন প্রকার বনায়ন	হেক্টর	১৩,১৭০.০০	২৬৩.৭২
উপকূলীয় বনায়ন	হেক্টর	৪,৪৬০.০০	১৫৮.৪৪
স্ট্রিপ বনায়ন	চারা কিঃ মিঃ	১,৮৪১.০০	১৮.৪১
বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন (মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বিতরণের ৩৩.৫ লক্ষ চারা সহ)	সংখ্যা	-	৪৮.৬৯
	মোট =		৪৮৯.২৬

উল্লেক্ষ যে, প্রকল্পে প্রায় ৮০,০০০ হেক্টর ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার বনায়নের মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ করার সংস্থান রয়েছে, যার প্রায় ১৮,৯৬০ হেক্টর বনায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। আরও ৮,৫৫০ হেক্টর বনায়নের চারা নার্সারীতে উত্তোলিত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী ১,২৩৬ জন বন অধিদপ্তররের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ৭৭৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ফলে, বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তার/কর্মচারীদের সক্ষমতা সমুন্নত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে গ্রাম-পর্যায়ে সংগঠিত করে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বন বিট সমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি বন বিভাগের ৩৩০টি বন বিটের আওতাধীন প্রায় ৬০০টি গ্রামের প্রায় ৮০,০০০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী ও কার্যকর করার কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় তাদের বিকল্প জীবিকার সংস্থান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম এর সাথে সাথে প্রতিটি (সহযোগীতামূলক) গ্রাম-সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। ফলে, বনের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতি দরিদ্র-বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, অত্র প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা (**PA Co-Management**) পদ্ধতি সম্প্রসারণ সহ আরো ১৬টি রক্ষিত এলাকায় বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে। উল্লেখিত কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পে ৭টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার (**NGO**) সংযুক্তির সংস্থান হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্রাম জরীপ, কমিউনিটি প্রোফাইলিং, বিভিন্ন কমিটি গঠন, সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বিকল্প জীবিকার প্রশিক্ষণ প্রদান, মনিটরিং এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনভূমি সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা কমে আসবে; ফলে, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা পাবে। প্রকল্পের আওতায় সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেরও বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (**Sustainable Development**) এর বন আচ্ছাদন বৃদ্ধি, কার্বন সংরক্ষণ, রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সহ বেশকিছু উন্নয়ন সূচকে অগ্রতি অর্জনে সহায়তা করবে।

৩.১৯ বাংলাদেশ ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো :

১. বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো :

ছক:১৩ বাংলাদেশ ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

ক্র নং	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
১	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
২	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
৩	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
৪	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	১৪৬
৫	শিলন্দ-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	২৪.১৭
৬	নাগরবাড়ি- মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	৪০৮.১১
৭	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
৮	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
৯	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৬৮
মোট =			৫০৭৫.২৮

২. ডলফিনের গবেষণার ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং আসাবস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫. পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. ডলফিন এ্যাকশন প্লান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮. মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯. ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলার আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

উপযুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনের ডলফিনের সংখ্যা উলেস্নখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, ঘাঘরামারী ও চাঁদপাই) তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%, যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

চিত্র ৩.৪৬: ডলফিন কনজারভেশন প্রশিক্ষণ প্রদান

চিত্র ৩.৪৭: ডলফিন কনজারভেশন সচেতনতামূলক কার্যক্রম

চিত্র ৩.৪৮: ডলফিন কনজারভেশন প্রশিক্ষণ প্রদান

৩.২০ সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

(USAID) প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনের ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু কর হয়। ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২৪ শে এপ্রিল, ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি জায়গার ১,৬৫৬ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২২ মে, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যম উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। মোট ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬ টি ছবি পাওয়া যায়। (SERC) মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণন করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জায়গা অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (৩.৩৩ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃমিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.২১ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃমিঃ)। ২০১৫ সালে সুন্দরবনের ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরম্ন করা হয়েছিল। সে হিসাব অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃমি এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।

চিত্র ৩.৪৯: ক্যামোফ্লেজ রং করা ক্যামেরাগুলো সর্বক্ষণ সচল থাকে।

চিত্র ৩.৫০: সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সুপতি এলাকা।

৩.২১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী পূর্বক যথযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শণার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জনগণকে প্রদয়ে সেবা সহজীকরণ এবং জনবান্ধব করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ফ্রন্টডেস্ক গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ইনোভেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারীভোগীদেরকে অনলাইন চেক প্রদান করা হচ্ছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর অওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষণ গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উত্তোলিত নার্সারী সৃজিত বাগান পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাযর্ক্রম চলমান হয়েছে।

৩.২২ বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষে উদ্ভাবন পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে ''ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেস্ট হাউজ সমূহের অনলাইন বুকিং'' এ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান আছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ সুন্দরবন পূর্ব ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদ্বয় কর্তৃক সুন্দরবনের ভিতর অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্ক সংরক্ষণের জন্য সার্কের অবৈধ পাচারের স্থান নির্ণয়ের জন্য তৈরীকৃত এ্যাপস চালু করা হয়েছে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সার্কের অবৈধ পাচার রোধ করে সার্কের সংরক্ষণসহ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩.২৩ বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব ইকোট্যুরিজম ও এর সম্প্রসারণ

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং টেকনাফ পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া, এবং আরো বিচিত্র রকমের মাছ। কুয়াকাটায় সাগর তীরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থান সমুহের তালিকা নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রীয় এলাকা: ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধা গার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

২. সিলেট এলাকা: রাতারগুল জলাভূমির বন, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিছানাকান্দি, হাকালুকী হাওড়, টাংগুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

৩. চট্টগ্রাম এলাকা: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক, মহামায়া ইকোপাক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

৪. পার্বত্য এলাকা: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরণা, মাথিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত, নীলাচল ইত্যাদি।

৫. উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান,বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক,আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি ।

৬. দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি ইকোপার্ক, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

৭. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরণপয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

৩.২৪ সাফারী পার্ক

চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুসমূহ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে বন্যপ্রাণীসমূহ উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তুসমূহ পরিদর্শন করে থাকে।

সাফারী পার্কে দেশী-বিদেশী বন্যপ্রাণীসমূহ ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভিতরে (**in-situ**) এবং বাইরে (**ex-situ**) মুল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারী পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে মোট ২টি সাফারী পার্ক রয়েছে। শিক্ষা সফরসহ ভ্রমণ মৌসুমে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণীবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ সাফারী পার্ক সমূহ পরিদর্শন করে থাকে।

চিত্র ৩.৫১: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

চিত্র ৩.৫২: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক
গাজীপুর সাদা সিংহ সাফারী

৩.২৪.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক । এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকোরিয়া উপজেলার ডুলাহাজরায় অবস্থিত। ১৯৮২ সালে ৪৩.০০ হেক্টর জমির উপর হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ডুলাহাজরা ও হারগজা ব্লকের ৯০০ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক প্রাতষ্ঠিত হয় এবং ২০০০-২০০১ অর্থবছর হতে এ সাফারী পার্কের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। সাফারী পার্কটি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত মননশীল ও সফল পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কে বেষ্টনীতে আবদ্ধ বন্যপ্রাণী সমূহ হলো স্তন্যপায়ী ১৩৬টি, পাখি ৯৫টি, সরীসৃপ ৯৭টি ইত্যাদি।

চিত্র ৩.৫৩: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দ্যেশ্যগুলো হলো :

১) প্রকৃতি হতে বিলুপ্ত, অতিবিপন্ন, বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর প্রজনন

২) বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা

৩) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও

৪) পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের সুবিধা বৃদ্ধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণীসমূহের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে।

শ্রেণী	প্রজাতির নাম	বাচ্চার সংখ্যা	সংরক্ষণ অবস্থা
স্তন্যপায়ী	কালো ভালুক	৪	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)
	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	২	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)
	সিংহ	৭	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	জলহস্তি	৬	বিপদাপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	উইল্ডি বিষ্ট	৫	কম ঝুঁকিপূর্ণ (আই.ইউ.সি.এন)
পাখি	ময়ূর	৫	বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত(আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)
সরীসৃপ	লোনা পানির কুমির	২০	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট,বি.ডি.-২০১৫)

ছক: ১৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণীসমূহের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে

সাফারী পার্ক দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্য একটি আর্দশ গবেষণা ক্ষেত্র। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার কাজে অত্র পার্কে আসেন। সারাদেশের স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার একটি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে আসেন। শিক্ষা সফরে আগত প্রতিটি শিক্ষার্থী দলকে ১জন দক্ষ কর্মকর্তার নেতৃত্বে পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার সুবিধার্থে রয়েছে শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারি,তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র, বন্যপ্রাণী মিউজিয়াম এবং প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের পাশাপাশি পার্কটিকে দর্শনার্থীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পরামর্শক এর সহযোগীতায় একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী মাষ্টারপ্ল্যান প্রনয়ন করা হয়। অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান এর আলোকে এবং আধুনিক সাফারী পার্ক তৈরীর ধ্যান ধারনাকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প" নামে নতুন একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বহুমুখী সুযোগ-সুবিধাসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টির আশা করা যাচ্ছে।

৩.২৪.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। ভাওয়াল গড়ের শালবন একসময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী ও গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৬৯০.০ একর এলাকা কে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১১ সালে কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৭ সালে শেষ হয়। সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (**Safari World**) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মান করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারবেন।

চিত্র ৩.৫৪: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

চিত্র ৩.৫৫: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (**in-situ**) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (**ex-situ**) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;

৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪। শালবনের বন্যপ্রাণী যেমন বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষন করা;

৫। এছাড়া বাঘ, সিংহ, সাম্বার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬। গন্ডার, এশীয় হাতী, পারিযায়ী পাখী, জলজ পাখী, কালো ভাল্লুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ;

৭। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;

৮। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

ছক: ১৫ সাফারী পার্কে দর্শনীয় স্থান ও বেষ্টনী

১। কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park)	১১। তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র	২১। ইকো রিসোর্ট
২। বাঘ সাফারী	১২। ঝুলন্ত সেতু	২২। ক্রাউন ফিজেন্ট পাখিশালা
৩। আফ্রিকান সাফারী	১৩। ম্যাকাউ ল্যান্ড	২৩। ধনেশ পাখিশালা
৪। সাদা সিংহ সাফারী	১৪। 3-D Show	২৪। টিয়া/তোতা পাখিশালা
৫। সিংহ সাফারী	১৫। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার	২৫। কুমির বেস্টনী
৬। হরিণ সাফারী	১৬। সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা	২৬। পাখি দ্বীপ
৭। প্রজাপতি গার্ডেন	১৭। বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা	২৭। অর্কিড হাউজ
৮। ফেন্সি কার্প গার্ডেন	১৮। কচ্ছপ ও কাছিম ব্রিডিং সেন্টার	২৮। শকুন পূনর্বাসন কেন্দ্র
৯। ন্যাচারহিস্ট্রি মিউজিয়াম	১৯। লিজার্ড পার্ক	২৯। প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র
১০। ফোয়ারা	২০। ফেন্সি ডার্ক গার্ডেন	৩০। শিশু পার্ক ইত্যাদি

৩.২৫ বন অধিদপ্তরের বিশেষ বিশেষ সাফল্য ও অর্জনসমূহের সংক্ষিপ্তসার

১. ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৯-২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭৯,৫৬৪ হেক্টর ব্লক, ২৪,৬৩৩ সিডলিং কি.মি. স্ট্রীপ এবং ৫৭,৬৪২ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান করা হয় এবং বিক্রয় বিতরণের ১০ কোটি ৪০ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়।

২. বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ যাবৎ ২ লক্ষ ৫ হাজার ৬৩ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৯৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৯৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এ যাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমান ৪৬৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৯ হাজার ৪৪৪ টাকা।

৩. জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনাসহ নার্সারী থেকে বিক্রয়-বিতরণের মাধ্যমে চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সারাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ নিরূপণের জন্য বৃক্ষ ও বন জরীপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৪. জন প্রতিনিধিগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোপিত প্রতিটি বৃক্ষের চারা স্মারক বৃক্ষ হিসেবে নিদর্শন হয়ে থাকবে।

৫. প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসাবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে। রক্ষিত এলাকা সমূহের প্রবেশ ফি হতে অর্জিত আয়ের ৫০% স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বরাদ্দ করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হতে গাছ কাটা ০১ জানুয়ারী ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে।

৬. বন জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, সুন্দরবনের কার্বন মজুদ ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০৬ মিলিয়ন টন হতে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৩৯ মিলিয়ন টন এ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সুন্দরবনের মোট কার্বন মজুদের ৩১%। ২০১৬-২০১৯ সালের বৃক্ষজরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে বন ও বৃক্ষের মোট কার্বন মজুদের পরিমাণ ১২৭৬ মিলিয়ন টন।

৭. বন ও বন্যপ্রাণী সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, ২টি এ্যাকশন প্ল্যান, ২টি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ও বাংলাদেশ ওয়াইল্ড-লাইফ কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে।

৮. ১টি আইন (২০১২ সন), ১০টি বিধিমালা (১৯৭৩- ২০২০ সন পর্যন্ত) ও ৬ টি নীতিমালা (১৯৯৪-২০১৪ সন পর্যন্ত) অনুমোদিত হয়েছে।

৯. ১৯৮০ সাল হতে অধ্যাবধি ১৮টি জাতীয় উদ্যান, ২৪টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ৩টি ইকোপার্ক, ১টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা ৪৯টি ।

১০. বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার; সিলেট বন বিভাগ ও কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় **SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) Patrolling** প্রবর্তনের মাধ্যমে বন অপরাধ দমন করা হচ্ছে এবং অনলাইন বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রধানতঃ সুন্দরবনেই ৭৬,০৯৯ কিলোমিটার এবং অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় স্মার্ট টহল পরিচালনা করা হয়েছে। স্মাট টহল পরিচালনার পর থেকে সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী হত্যা, পাচার এবং বন অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

১১. বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রণীত ''বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০'' অনুযায়ী নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার করে ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯৬১ টি জনকে প্রায় ৩,৭১,০৯,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করণের লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৯-২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৫৭,৬৪২ হেক্টর বাগান সৃজন করা হয়েছে।

১৩. দেশীয় প্রজাতির চারা দিয়ে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি বাগান সৃজনের মাধ্যমে স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগণকে সম্পৃক্ত করে পাহাড়ি, শাল ও উপকূলীয় এলাকায় অংশীদারিত্ব মূলক (**Collaborative**) বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১৪. GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহীত বৃক্ষ, বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে **Bangladesh Forest Inventory (BFI)** রিপোর্ট সম্পন্ন করেছে। পাহাড়ি ও শালবন এলাকার বনাঞ্চলে বনায়নযোগ্য এলাকা নিরূপন কল্পে **Site Specific Plan** প্রস্তুতে **Web-based module** এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ ও মানচিত্র প্রস্তুতের কাজ করা হচ্ছে।

১৫. বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনায় বন অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন বিষয়ে ১) অনলাইনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণ ২) বন অধিদপ্তরের নার্সারীর তথ্যাদি সম্পর্কিত এ্যাপস তৈরী এবং ৩) ''সুন্দরবনের ভিতরে অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট প্রদান" এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ ''ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে রেস্ট হাউজসমূহ অন-লাইনে বুকিং" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

১৬. রক্ষিত এলাকায় গ্রান্ট ফাইনান্সিং (**Grant Financing**) প্রক্রিয়ায় পর্যটকদের নিকট হতে আদায়কৃত এন্ট্রি ফি এর ৫০% সংশ্লিষ্ট এলাকার ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ৫৮ লক্ষ টাকার অনুদান ব্যয় করা হয়েছে।

৩.২৬ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কার প্রদান :

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে:

১. বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২. সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি শ্রেণির পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদসহ অর্থ প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়

৩. বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার

৪. জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/ সংস্থাকে সম্মানিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে "**Bangabandhu Award for Wildlife Conservation**" পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে "**Bangabandhu Award for Wildlife Conservation** নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

৫. সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান- এই বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরষ্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক, সনদপত্র ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার গ্রহণ : বন সংরক্ষণ ও সহ ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জিত হয় :

- **UN declared Equator Award 2012**
- **Wangiri Mathai Award 2012**
- **JSW Earth Care Award 2012**
- **Solution Search 2013**
- **HSBC-Daily Star Climate Award**
- **Peoples Choice Award (The Conservance & RARE, USA)**
- **Champion of the earth 2015**

৩.২৭ বন অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা

১. বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (**Organogram**) হালনাগাদ না হওয়ায় যুগোপযোগী বন ব্যবস্থাপনা ব্যহত হচ্ছে।
২. বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, বনায়ন, টহল, আবাসন সংকট, প্রয়োজনীয় উপকরণ (**Logistics**) ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বাজেটের অপ্রতুলতা।
৩. বন সংরক্ষণ ব্যতিত বনভূমির ভিন্ন ব্যবহার।
৪. সংরক্ষিত বনের (**Reserved Forests**) জরিপসহ সীমানা চিহ্নিতকরণে প্রতিবন্ধকতা।
৫. বনভূমির জবরদখল।
৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ধ্বংস ও অবৈজ্ঞানিক ভূমি ব্যবহারহেতু **Watershed** বিপর্যস্ত।
৭. বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে রক্ষিত এলাকা সমূহের ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণে প্রতিবন্ধকতা।
৮. প্রথাগত ঝুম চাষ (**Shifting Cultivation**) এর কারণে পার্বত্য ভূমি (বনভূমিসহ) এর ভূমি ক্ষয়ের পাশাপাশি অনুর্বরতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৯. বৃটিশ আমলের পরবর্তী সময়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলের ঘোষিত সংরক্ষিত বনে বনায়ন এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় গোষ্ঠী বিশেষের অসহযোগিতা।
১০. বন্যপ্রাণীর অবৈধ পাচার ও বানিজ্য ।
১১. জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বন সৃজন, বনভূমি পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষণে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা।
১২. বন অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা।
১৩. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের কারনে বন ধ্বংস, ভূমির অবক্ষয় ও প্রতিবেশ বিপর্যয়।

৩.২৮ বন অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের সুপারিশসমূহ

১. বন অধিদপ্তরের সাংগাঠনিক কাঠামো (**Organogram**) দ্রুততম সময়ের মধ্যে হালনাগাদ করতঃ যুগোপযোগী বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
২. বন জরিপ ও সীমানা নির্ধারণ করা।
৩. বনভূমি বনায়ন ব্যতিত অন্য কাজে ব্যবহার বন্ধ করা।
৪. বনভূমির জবরদখল প্রতিরোধ ও উচ্ছেদের জন্য আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৫. সকল ক্ষেত্রে বন সংরক্ষণকে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
৬. বনভূমির ক্ষয়রোধ সহায়ক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম বিজ্ঞান সম্মতভাবে বাস্তবায়ন করা।
৮. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন ব্যবস্থাপনায় আরও বেশী সম্পৃক্ত করা।
৯. ঝুম চাষ (**Shifting Cultivation**) পদ্ধতিকে আধুনিকায়নের জন্য পার্বত্য ভূমিতে **Across the contour** পদ্ধতির পরিবর্তে **Along the contour** পদ্ধতিতে ঝুম চাষ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ঝুম চাষের (**Shifting Cultivation**) ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় **Fallow Period** (পতিত সময়কাল) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১০. স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পৃক্ততায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বন সংরক্ষণ ও বন সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক প্রত্যয় অর্জন করা।
১১. প্রথাগত ঝুম চাষ পদ্ধতিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে পার্বত্য ভূমির ক্ষয়রোধ, নদী ও ছড়া ভরাট রোধ করা।
১২. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করে **watershed** ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধন করার জন্য অবক্ষয়িত বনভূমিকে দ্রুত বনায়নের আওতায় আনা।
১৩. উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা।
১৪. জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বন সৃজন, বন পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনের অবক্ষয় (**Forest Degradation**) প্রশমন ও বনখাতে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করা।
১৫. জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বন সৃজন, বনভূমি পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
১৬. রক্ষিত এলাকা (**Protected Area**) সম্প্রসারণ করা।
১৭. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
১৮. বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, টহল এবং বনায়নের জন্য প্রয়োজনানুসারে যৌক্তিক পরিমানে লজিস্টিকস ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

১৯. বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করাসহ অবৈধ বানিজ্য ও পাচার রোধ করা।
২০. প্ররকৃতি পর্যটনের মাধ্যমে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২১. প্রতিবেশ সেবার মূল্য নিরূপণ করা এবং প্রতিবেশ সেবার উপর ভিত্তি করে বন ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করা।
২২. বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পন্ন করা।
২৩. বনভূমি ও বনাঞ্চলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত পানিপথ, নদী-নালা, ছড়া, ঝিরি ইত্যাদির গতিপথ ও নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২৪. সুনীল অর্থনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সামুদ্রিক রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জন করা।
২৫. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যার কারণে বন ধ্বংস ও ভূমির অবক্ষয় রোধ করা।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের সাফল্যের কিছু চিত্র :

গ্রীনভিউ রিসোর্ট, মৈনারটেক, উত্তরখান, ঢাকা থেকে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে উদ্ধারকৃত ছয় শতাধিক পাখি

আজমপুর বাজার, উত্তরা থেকে উদ্ধারকৃত ৪৫ টি কানিবক

শাহবাগের পরীবাগ থেকে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর ২৮৮ টি ট্রফি

সাভার, ইটখোলা, আশুলিয়া থেকে উদ্ধারকৃত ৭১০ টি বন্যপ্রাণী

কিশোরগঞ্জ সদর ও ভৈরব বাজার থেকে উদ্ধারকৃত ৯৬ টি বন্যপ্রাণী

পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে মতবিনিময় সভা

পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

রাজশাহীর জবইবিলের পাখি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মতবিনিময় সভা

আত্রাই নদীর পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে মতবিনিময় সভা

পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে আলোচনা সভা

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বিশ্ব ডলফিন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে আলোচনা সভা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সুপতি এলাকা থেকে ২০১৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর তোলা ছবি।

ক্যামোফ্লেজ রং করা ক্যামেরাগুলো সর্বক্ষণ সচল থাকে। সামনে কোনও নড়াচড়া ধরা পড়লেই ক্যামেরাটি ছবি তোলে

বিভিন্ন এলাকায় বাঘের অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়ে আছে

বন অধিদপ্তরের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ

ফরেস্ট একাডেমী
FOREST ACADEMY
স্থাপিত: ৩১-১২-১৯৬৩ ইং
নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম, NASIRABAD CHATTOGRAM.

গণশুনানী
আয়োজনেঃ বন অধিদপ্তর

HUAWEI nova 3i
DUAL CAMERA

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

www.bcct.gov.bd

৪.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এই ভূখন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায়। **HCCPR (Headley Center for Climate Prediction and Research)** এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সাল নাগাদ ৪০ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) বৃদ্ধিপাবে (**Streatfield,২০১৮**)। জার্মান ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'জার্মান ওয়াচ' এর সর্বশেষ (২০২০) গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশ গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়।এই তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (**BCCT**),জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় **BCCSAP-২০০৯** এর বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার মাধ্যমে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডগঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বস্তুত: তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের সার্বিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট গতিশীলতা এসেছে এবং প্রকল্পের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত এ উদ্যোগ দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক "**Champions of the Earth**" পদকে ভূষিত হয়েছে।

৪.২ পরিচিতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-১০ এর ধারা ৩ মোতাবেক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এর জনবল সহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আওতায় গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন সহ এ ট্রাস্ট ফান্ডের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪.৩ কার্যাবলি

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৪ বিসিসিটি'র উদ্দেশ্য

- সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের বাইরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার;
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (**Adaptation**), প্রশমন, (**Mitigation**), প্রযুক্তি হস্তান্তর (**Technology Transfer**), এবং অর্থ বিনিয়োগ (**Finance & Investment**) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তারসহ পাইলট কর্মসূচিস্ত্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্থতা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৪.৫ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমুহ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ কৃত প্রকল্প প্রস্তাব সমুহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন
- ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়ন করা;
- ভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সাথে সমন্বয় সাধন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধা ভোগী, সিভিল সোসাইটি সাথে, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৬ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রাম এবং লোকবলের বিবরণ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন এবং তিনি ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সচিব ও ২ (দুই) জন পরিচালক রয়েছেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রামে মোট ৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে।বর্তমানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি ৪.১ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের জনবল

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১	গ্রেড ২ হতে ৯	২৫	১৬	০৯
২	গ্রেড ১০	০৩	০১	০২
৩	গ্রেড ১১ হতে ১৬	২৯	২০	০৯
৪	গ্রেড ১৭ হতে ২০	২৫	২১	০৪
	মোট:	৮২	৫৮	২৪

৪.৭ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রম.	কার্যক্রমের বিবরণ	২০১৯-২০২০
১.	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা অনুষ্ঠিত হয়	০২ টি
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমান	২৪৬.১৪১৬৫ কোটি টাকা
৩.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	১২৬ টি
৪.	গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের পরিমান	১৫৮.৮৬৩০৩৫৩কোটি টাকা
৫.	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে	১০৫ টি
৬.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	৩৮ টি
৭.	প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সংখ্যা	০২ টি
৮.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার ৩৪% সমপরিমাণ অর্থ স্থায়ী আমানত করা হয়েছে যার পরিমাণ	৫১.৬৮ কোটি টাকা(করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১৫২.০০ কোটি

৪.৮ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP-25) অংশগ্রহণ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ স্বাক্ষরকারী সকল দেশের অংশগ্রহণে প্রতিবছর **Conference of the Parties (COP-25)** অনুষ্ঠিত হয়, যা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন নামে অভিহিত। বিগত ০২-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৫) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ১ম বারের মতো জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করে। কপ-২৫ এ বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো প্যাভিলিয়ন স্থাপন করায় বিভিন্ন সাইড ইভেন্ট ও উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সভা করা সহজতর হয়। প্যাভিলিয়নে মোট ১৩টি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। সাইড ইভেন্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। সরকারি পর্যায়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হতে "**Climate Change Initiative in Bangladesh**" এবং বিসিসিটি কর্তৃক "**National Climate Finance Mechanism in Bangladesh**" শীর্ষক দু'টি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ডেলিগেশনের সাথে অত্র ট্রাস্টের ৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্যাভিলিয়ন স্থাপন, সাইড ইভেন্ট আয়োজনসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে। বিসিসিটির পক্ষ থেকে প্যাভিলিয়নে ও সাইড ইভেন্টে আগত দর্শনার্থীদের শুভেচ্ছা স্মারক এবং বিসিসিটির প্রকাশনা সমূহ বিতরণ করা হয়।

৪.৯ কর্মশালার আয়োজন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের দৈনন্দিন কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি মোতাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য ৬০ ঘন্টার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। নিম্নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	কর্মশালার শিরোনাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী
১	অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ	২৩/১২/২০১৯	৪৫
২	ই-নথি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ১দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ	২৬-২৭/০১/২০২০	৩৫
৩	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)	১১/০২/২০২০	৩৮

৪.১০ পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন, ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাণিজ্য মেলার মাঠে সাত দিনব্যাপি পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় উক্ত মেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক একটি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের চিত্রের ডামী, অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের প্রজেক্ট প্রোফাইল, ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর পুস্তিকা, টি শার্ট ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৪.১১ ২০১৯-২০অর্থ বছরে ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটির অনুষ্ঠিত সভা

২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ২ টি কারিগরি কমিটি ও ২ টি ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০১৯-২০অর্থ বছরে সর্বমোট ১২৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সভার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড সভার বিবরণ

ক্র.নং	সভা নং	সভার তারিখ	সভাপতি	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১.	৫১ তম সভা	০১ সেপ্টম্বের, ২০১৯	জনাব মো: শাহাব উদ্দনি, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৫৩ টি
২.	৫২ তম সভা	২৬ ফেব্রয়ারী, ২০২০	জনাব মো: শাহাব উদ্দনি, এম.পি,মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৭৩ টি

২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভার বিবরণ

ক্র.নং	সভা নং	সভার তারিখ	সভাপতি	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১.	৫৩ তম সভা	৭ আগষ্ট, ২০১৯	জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩৮ টি
২.	৫৪ তম সভা	২০ ফেব্রয়ারী, ২০২০	জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৬৭ টি

৪.১২ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুমোদিত মোট ১২৬টি প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-১১৩টি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়- ৪টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-৬টি, কৃষি মন্ত্রণালয়-২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ক্র.নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	সভাপতি	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১.	স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১১৩ টি	২০১.০০০০
২.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৪ টি	১৫.৮৭৫৪৫
৩.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬ টি	১৫.৫০০০
৪.	কৃষি মন্ত্রণালয়	২ টি	১১.৭৬৬২
৫.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১ টি	২.০০০০

৪.১৩ থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক প্রকল্প

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯) এ ৬টি থিমেটিক এরিয়া রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুমোদিত ১২৬ টি প্রকল্পের মধ্যে অবকাঠামো থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক১৪ টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ভিত্তিক ০৯ টি, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক ৫ টি, প্রশমন ও কম কার্বন নিঃসরণ ভিত্তিক ৯৫ টি এবং সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক ০১ টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

ক্র.নং	থিমেটিক এরিয়া	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা	১৩ টি	৪১.১৪১৫
২.	অবকাঠামো	১২ টি	২৬.০০০০
৩.	গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	৫ টি	৮.৫০০০
৪.	প্রশমন ও কম কার্বন নিঃসরণ	৯৫ টি	১৬৮.৫০০০
৫.	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ	১ টি	২.০০০০

৪.১৪ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা

২০১৯-২০ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ১২৬ টি প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৪ টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬ টি, বরিশাল বিভাগে ৯ টি, রাজশাহী বিভাগে ২০ টি, খুলনা বিভাগে ১৮ টি, রংপুর বিভাগে ১৫ টি, সিলেট বিভাগে ১১ টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ১১টি এবং একাধিক বিভাগে ২ টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যার বিন্যাস নিম্নরূপ;

ক্র.নং	বিভাগের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	ঢাকা	২৪ টি	৩৭.৫০০০
২.	চট্টগ্রাম	১৬ টি	৩৫.০০০০
৩.	বরিশাল	৯ টি	১৫.০০০০
৪.	খুলনা	১৮ টি	৪৪.৪৮৫৪৫
৫.	রাজশাহী	২০ টি	৩৩.৫০০০
৬.	রংপুর	১৫ টি	২৬.০০০০
৭.	সিলেট	১১ টি	২৬.০০০০
৮.	ময়মনসিংহ	১১ টি	১৭.০০০০
৯.	একাধিক বিভাগ	২ টি	১১.৬৫৬২
	মোট =	**১২৬ টি**	**২৪৬.১৪১৬৫**

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfidc.gov.bd

৫.১ পরিচিতি

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালের ৩ অক্টোবর প্রকাশিত ৬৭ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিএফআইডিসি পুনঃ নামকরণ করা হয়। এটি দেশের অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এর প্রধান কার্যালয় ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। ১৯৬০-৬১ সনে কাপ্তাইস্থ কাঠ (লগ) আহরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এফআইডিসি'র যাত্রা শুরু হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে বন বিভাগ হতে দেশের রাবার চাষ ও এর উন্নয়নের কার্যক্রম এফআইডিসি এর নিকট ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বনজ সম্পদ আহরণ, কাঠশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, পাহাড়ী এলাকায় রাবার বাগান সৃজন, কাঁচা রাবার উৎপাদন ও বিপণন, সৃজিত রাবার বাগানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কর্পোরেশনের মোট অনুমোদিত জনবল ৬৫৫৯ ও কর্মরত জনবল ৫৩২৩ এবং শূণ্যপদ ১২৩৬ টি।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে বার্ষিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এদেশের রাবার চাষের পথিকৃৎ এবং কাঠ শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বন বিভাগের পতিত ভূমিতে সফল রাবার চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত রাবার দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহ পরিবেশ রক্ষায় দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

রাবার বাগানগুলো মাটির ক্ষয়রোধ ও বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বিএফআইডিসি রাবার বাগানগুলোতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৮,৫৩,৬৯১ টি রাবার গাছ রয়েছে। ফলে বিদ্যমান রাবার বাগানগুলো বিপুল পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, জীব ও প্রাণীকূলের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে জীববৈচিত্র্যে যুগান্তকারী অবদান রাখছে। সাধারণ গাছের তুলনায় রাবার গাছ কয়েকগুণ বেশি কার্বন শোষন করায় ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবের অনিবার্য শিকার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিক্ষয় ও উষ্ণতা রোধে ব্যাপকভাবে রাবার চাষ সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রমঘন কৃষি শিলপ রাবার বাগানগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি ঐসব এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে। কর্পোরেশনের শিল্প সেক্টর পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঠ প্রক্রিয়াজাত করে, কাঠের সাশ্রয় ও সর্বোচ্চ ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষাসহ উন্নতমানের দৃষ্টিনন্দন ফার্ণিচার প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের মাধ্যমে সরকারী অর্থ সাশ্রয় পূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

৫.২ ভিশন

রাবার কাঠ ও কাঠশিল্পকে টেকসই ও উন্নত করা।

৫.৩ মিশন

গবেষণা ও উন্নয়ন, কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা অর্জন ও মানসম্মত সেবার মাধ্যমে রাবার ও কাঠ শিল্পকে টেকসই করা এবং বিএফআইডিসিকে একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা।

৫.৪ কার্যাবলী

- বন অধিদপ্তর এর সৃজিত বাগান হতে কাঠ আহরণ;
- বিএফআইডিসি'র নিজস্ব রাবার বাগান হতে রাবার ও রাবার কাঠ আহরণ;
- আহরিক কাঠের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাঠ সিজনিং ও প্রসেসিং;
- আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, চৌকাঠ উৎপাদন করে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার চাষ ও রাবার উৎপাদনের মাধ্যমে রাবার চাষের সম্প্রসারণ পূর্বক রাবারে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের এ সকল কার্যাবলী কৃষি (রাবার) ও শিল্প সেক্টরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৫.৫ কৃষি (রাবার) সেক্টর

বিএফআইডিসি ১৯৬২ সন থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,১৪৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, ভূমিক্ষয় ও ভাঙ্গনরোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সাশ্রয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বিএফআইডিসি'র মোট রাবার বাগানের সংখ্যা ১৮টি এবং মোট জমির পরিমাণ- ৩৬,৬৫৪ একর। মোট রাবার গাছের সংখ্যা ৩৮,৫৩,৬৯১ টি। রাবার বাগানসমূহে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০০০ মে.টন। উৎপাদিত হয়েছে ৫৫৮১.৪৭ মে.টন। যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮০%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে ৩২৮৪ মে: টন রাবার ৩৮ কোটি ৪৬ হাজার টাকায় ও বিদেশে ১৮৫৫ মে: টন রাবার ২৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয়/রপ্তানী করা হয়।

৫.৬ রাবার বাগানের বিবরণ

সারণি ৫.১: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাবার বাগানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র:নং	বাগানের নাম	বাগান সৃষ্টির সন	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ	উৎপাদন শুরুর সন
(ক)	**চট্টগ্রাম জোন :**			
১.	রামু রাবার বাগান, কক্সবাজার	১৯৬১-৮৮	২,১৫৩	১৯৬৮
২.	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৬১-৮৮	১,২৮০	১৯৬৮
৩.	ডাবুয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৬৯-৮৮	২,১২০	১৯৭৬
৪.	হলদিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	২,২৪৬	১৯৯১
৫.	কাঞ্চননগর রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	১,১৩০	১৯৯১
৬.	রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৬-৮৮	১,২৪১	১৯৯৪
৭.	দাঁতমারা রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৭০-৮৯	৩,৯৬৫	১৯৭৮
৮.	তারাখোঁ রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	২,৪৩৬	১৯৯১
৯.	রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	২০১২-১৩	৫৫০	
(খ)	**সিলেট জোন :**			
১০.	ভাটেরা রাবার বাগান, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	১৯৬৬-২০১৫	২,৪৬৭	১৯৭৪
১১.	সাতগাঁও রাবার বাগান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৯৭১-২০১৭	১,৭৭২	১৯৭৯
১২.	রুপাইছড়া রাবার বাগান, বাহুবল, হবিগঞ্জ	১৯৭৭-২০০৭	১,৮৩২	১৯৮৫
১৩.	শাহজীবাজার রাবার বাগান, মাধবপুর, হবিগঞ্জ	১৯৮০-২০০৯	২,০০৩	১৯৮৮
(গ)	**টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন:**			
১৪.	পীরগাছা রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৮৭-৯৭	২,৯০৫	১৯৯৬
১৫.	চাঁদপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৮৯-৯৭	২,৩৭৯	১৯৯৭
১৬.	সন্তোষপুর রাবার বাগান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	১৯৯৪-৯৭	১,০৩৬	১৯৯৭
১৭.	কমলাপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৯৪-৯৭	৯৯৪	১৯৯৭
১৮.	কর্ণঝোড়া রাবার বাগান, শ্রীবর্দি, শেরপুর	১৯৯৫-৯৭	৬২০	২০০২
	সর্বমোট		**৩৩,১২৯**	

৫.৭ বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান সমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

সারণি ৫.২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান সমূহের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	জোনের নাম	উৎপাদন (মে.টন)		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	(%)
১	২	৩	৪	৫
(ক)	চট্টগ্রাম জোন	৩৩০৪.০০	২৬৩৮.৮৯	৮৭%
(খ)	সিলেট জোন	১৩৯১.০০	১০৫১.২৯	৭৬%
(গ)	টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন	২৫৭৫.০০	১৮৯১.২৮১	৭৩%
	সর্বমোট	**৭০০০.০০**	**৫৫৮১.৪৭**	**৮০%**

৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাবার বিক্রয়ের বিবরণ

সারণি ৫.৩: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাবার বিক্রয়ের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	টাকার পরিমাণ (টাকায়)
(ক)	দেশে	৩২৪৮.৫৭২	৩৮,০০,৪৬,৫৩০/-
(খ)	বিদেশে	১৮৫৫.০০	২৫,১৪,২৭,২২৮/-
	সর্বমোট =	**৫১০৩.৫৭২**	**৬৩,১৪,৭৩,৫৫৮/-**

৫.৯ শিল্প সেক্টর

বর্তমানে চলমান শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৮টি। শিল্প ইউনিট সমূহ কাঠের দরজা-জানালা, আসবাবপত্র,ডানেজ, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, এ্যাংকর লগ, স্টাবিলাইজার লগ, চৌকাঠ উৎপাদন করে সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে আসছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিল্প সেক্টরে ২১৪৩৮৪ ঘনফুট আসবাবপত্র উৎপাদিত হয় যা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ১১৯%। শিল্প সেক্টরের ৮টি শিল্প ইউনিটে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট আয় ৮২ কোটি ৮১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ও ব্যয় ৬১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। লাভ ২১ কোটি ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা।

৫.১৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

সারণি ৫.৪: শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম ও অবস্থান	জমির পরিমান (একর)	স্থাপনকাল	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ
১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), মিরপুর, ঢাকা	২.৬৬	১৯৬২-৬৫	দরজা-জানালা, পাল্লা, চৌকাঠ, আসবাবপত্র, সাইজ কাঠ ইত্যাদি তৈরী।
২	ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	০.৩৩	১৯৭৩ সনে পরিত্যক্ত হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়।	আসবাবপত্র তৈরী।
৩	সাংগুমাতামহুরী কাঠ আহরণ ইউনিট (এসএমপি), কালুরঘাট চট্টগ্রাম	২২.৯৫	১৯৬০-৬১	রাবার ও অন্যান্য গোল কাঠ, বল্লী, এ্যাংকরলগ ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও আন্ত:ইউনিটে সরবরাহ।
৪	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট (ডব্লিউটিপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১৪.০০	১৯৫৭-৫৮ সালে সিএন্ডবি কর্তৃক স্থাপিত ও ১৯৫৯-৬০ সালে বিএফআইডিসি'র নিকট হস্তান্তরিত।	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম তৈরী, বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট করা।
৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	২.২৫	১৯৬০-৬৩	দরজা-জানালা, পাল্লা, চৌকাঠ আসবাবপত্র, সাইজকাঠ ইত্যাদি তৈরী।
৬	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৪.৮০	১৯৬২-৬৫	আসবাবপত্র, ফ্লাসডোর তৈরী।
৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স (এলপিসি) কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা	২৪.১৪ (লীজ প্রাপ্ত)	১৯৬৬-৬৭	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম ও অন্যান্য কাঠজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট ।
৮	রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট পান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	২.৪৯	২০১৬-১৮	অন্যান্য কাঠসহ রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট ।

চিত্র ৫.১: রাবার বাগানে কষ আহরণ

৫.১৪ শিল্প সেক্টরে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উৎপাদন ল্যমাত্রা ও অর্জন

সারণি ৫.৫: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিল্প সেক্টরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	উৎপাদন (ঘনফুট)		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
০১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট, মিরপুর, ঢাকা	৩৯,১৬৭	৫৩,৭৫৯	১৩৫%
০২	ইস্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	৩২,০০০	৪৩,৮৬৬	১৩৫%
০৩	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম	৩৩,০০০	৩০,৫৫৮	৯৩%
০৪	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট, চট্টগ্রাম	৬২,০০০	৩৫,২৪১	৫৭%
০৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৩১,০০০	২৫,৩৮৭	৮২%
০৬	সাঙ্গু মাতামুহরী কাঠ আহরন ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৮৪,৫০০	৭৫,৩১২	৮৯%
০৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।	১,৩৪,০০০	১,৮৬,০৪৮	১৩৯%
০৮	রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল	৫০,০০০	৮৯,২১২	৯৮%
	সর্বমোট	**৪,৬৫,৬৬৭**	**৪,৯৯,৩৮৩**	**১০৭%**

চিত্র ৫.২: বিএফআইডিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কাঠের আসবাবপত্র

৫.১৫ অর্জন/সাফল্য

- প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনকারী দেশের সমন্বয়ে গঠিত আর্ন্তজাতিক সংস্থা The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) International Rubber Research Development Board এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।
- "বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে ১৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি "রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট" স্থাপন করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে ৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামে "রাউজান-রাংগুনিয়া" নামে ৫৫০ একর নতুন রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে ৫৭২০ একর পুনর্বাসান বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ব্যয়ে "পাইলট প্যান্ট স্টাডি এন্ড প্রডাকশন অব সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিক্যাল বোর্ড" নামক প্রকল্প কালুরঘাট, চট্টগ্রামে ব্যাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ ব্যয়ে "বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভাটেরা রাবার বাগানের অবকাঠামো উন্নয়ন" নামক প্রকল্প মোলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২০ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
- বিএফআইডিসি মে ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক বাজারে ২০৩১৪ মে:টন রাবার রপ্তানী করে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ১ হাজার মার্কিন ডলার অর্থাৎ ২৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।
- ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নেয়ন কর্পোরেশন হতে রাজস্ব খাতে সরকারী কোষাগারে ৩২১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা জমা দেয়া হয়েছে।

৫.১৬ প্রতিবন্ধকতা

- উচ্চফলনশীল ক্লোন আমদানি।
- বিদ্যমান শিল্প/রাবার বাগানের কারখানা আধুনিকায়ন/নতুন কারখানা স্থাপন।
- দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় শ্রমিকদের কার্যক্রম তদারকি।
- রাবার গাছের জীবনচক্র হারানোর ফলে উৎপাদন হ্রাস।
- উৎপাদন অনুপাতে রাজস্ব খাতে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বেতন/মজুরী বৃদ্ধি।
- আর্ন্তজাতিক বাজারে রাবারের মূল্য হ্রাস। (প্রতি কেজি রফতানি- পূর্বে ৩৫০ টাকা, বর্তমানে ১৩০ টাকা)
- আমদানিকৃত রাবারের মূল্য (১২১ টাকা) উৎপাদিত রাবারের মূল্য (১৬৭ টাকা) অপেক্ষা কম।
- জীবনচক্র হারানো গাছ অপসারণ ও তদস্থলে নতুন রাবার বাগান সৃজন।
- প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্যান্টের আধুনিকায়ন ও নতুন Pressure Treatment Plant স্থাপনের জন্য অর্থের সংস্থান (১২০ কোটি টাকা)।
- গবেষণা উন্নয়ন/আইসিটি সেল স্থাপন।
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত এবং কারিগরি জনবলের অভাব।
- অপ্রতুল উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্লোন।
- নতুন রাবার বাগান সৃজনে ভূমির স্বল্পতা।
- দক্ষ জনবলের অভাব।
- জীবনচক্র হারানো গাছের তুলনায় Pressure Treatment Plant এর উৎপাদন ক্ষমতা কম।

৫.১৭ সুপারিশ

- উচ্চ ফলনশীল ক্লোন আমদানী নিশ্চিতকরণ ।
- রাবারকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা ১৩০+১৯.৫০ (১৫% ভ্যাট) + ৬.৫০ (কর) + ১০ (সার্ভিস চার্জ ৭.৫%)= ১৬৬ টাকা।
- জীবনচক্র হারানো গাছের স্থলে নতুন রাবার বাগান সৃজন নিশ্চিতকরণ (৩৮০০ একর)।
- নতুন প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট/কারখানা স্থাপন নিশ্চিতকরণ ।
- গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ।
- দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- IRRDB এর সদস্যভুক্ত দেশ সমূহ হতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক উচ্চফলনশীল জাতের রাবার ক্লোন আমদানী নিশ্চিতকরন।
- প্রতিটি বাগানে আধুনিক কারখানা, ধুমঘর ও ড্রিপিং সেড তৈরীকরণ।
- সরকারীভাবে ভূমি বরাদ্দ ও নার্সারী সৃজন।
- BMRE করণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত একাধিক উৎপাদন লাইন (Production Line) সংযোজন।
- জনবল নিয়োগ ও দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
- গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি।
- বন বিভাগ হতে কার্যপযোগী কাঠ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরন।
- বিদ্যমান প্যান্ট সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নতুন প্রসেসিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bfri.gov.bd

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরী" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআইকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন ব্রদ্ধি, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত মান সম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন, ঔষধি উদ্ভিদ ও বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, বন ব্যাধি ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখছে।

৬.২ উদ্দেশ্য

- বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা
- উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, বন্যপ্রাণীসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা
- বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা
- কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা
- বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের পরিজ্ঞাতকরণ

৬.৩ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল

সারণি ৬.১ : বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মঞ্জুরীকৃত, পূরণকৃত ও শূন্যপদের বিবরণ

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম (২য় হতে ৯ম)	১০২	৬৫	৩৭
২য় (১০ম গ্রেড)	৫৫	৩৩	২২
৩য় (১১ হতে ১৯ম)	৪১৯	২১১	২০৮
৪র্থ (২০ম গ্রেড)	১৯৪	১০২	৯২
মোট:	৭৭০	৪১১	৩৫৯

৬.৪ প্রধান কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ১৭ টি গবেষণা বিভাগ ও ১ টি শাখার আওতায় এবং নিম্নোক্ত ১৩ টি প্রোগ্রাম এরিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

BFRI is now conducting research under the following programme areas:

- Production of quality planting materials
- Plantation technique & forest management
- Breeding and tree improvement
- Bamboo and non-timber economic crops
- Biodiversity conservation
- Forest inventory, growth and yield
- Soil conservation and watershed management
- Social forestry and farming system research
- Forest pest and diseases
- Post harvest utilization-physical processing
- Post harvest utilization-chemical processing
- Climate change adaptation and mitigation
- Training and transfer of technology

৬.৫ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদস্য পদ

Sl. No	Title	Country	সংস্থার সদস্য হওয়ার তারিখ
1.	Commonwealth Forestry Association	England	1994
2.	IUFRO(International Union of Forest ResearchOrganization)	Austria	1976
3.	APAFRI (Asia Pacific Forest Invasive Species Network)	Malasyia	2001
4.	INBAR(International Network for Bamboo and Rattan)	China	1998

৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিএফআরআই এর কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৪টি গবেষণা স্টাডি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত ৫৪টি গবেষণা স্টাডির মধ্যে এ অর্থবছরে ২৩ টি গবেষণা স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ১৬টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৭ বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তালিকা

ক্র:নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/তথ্য	বিভাগ
১	টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে ভুদুম বাঁশের (Dendrocalamus giganteus) branch nodal budহতে direct regeneration এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ
২	Nursery technique of Gutgutia	সিলভিকালচার রির্সাচ বিভাগ
৩	টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে ঔষধি উদ্ভিদ এ্যালোভেরা (Aloe indica) এর চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।	সিলভিকালচার রির্সাচ বিভাগ
৪	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার উঁচুভূমি ও বেড়ি বাঁধে বনায়নের জন্য ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন	প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ
৫	বাঁশের যোজিত পণ্যের তৈরীর কৌশল	কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ

৬.৮ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনারের কর্মসূচির সার-সংক্ষেপ

বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৬ টি প্রশিক্ষণ ও ১০ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১৫৫০ জন ভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ ৩৩৬ জন বিএফআরআই পরিদর্শন করেন।

প্রশিক্ষণ,ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা
প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬ টি	৮০০ জন
ওয়ার্কশপ / সেমিনার	১০ টি	৭৫০ জন
পরিদর্শন	১১ টি	৩৩৬ জন
মোট	৪৭ টি	১৮৮৬ জন
মেলা	০৫ টি	

৬.৯ পরামর্শ ও সেবামূলক কর্মকান্ডের তালিকা

কাঠ ও উদ্ভিদের নমুনা সনাক্তকরণ, শক্তি সম্বন্ধীয় গুণাগুণ নির্ণয়, পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকার নমুনা বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে ১৮২ টি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সেবা প্রদানের সংখ্যা
১.	কাঠ সনাক্তকরণ	৪৪ টি
২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাবলী নির্ণয়	১২১ টি
৩.	উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	২৪ টি
৪.	আগর উৎপাদন, নিষ্কাশন, বাজারজাতকরণ বিষয়ক	০২ টি
৫.	রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি	০৬ টি
৬.	অন্যান্য সেবা	২২ টি
	মোট	২১৯ টি

৬.১০ চারা ও বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

বিএফআরআই এর নার্সারীতে উত্তোলিত উন্নতমানের বাঁশ, বেত , বনজ, ফলদ বৃক্ষসহ ঔষধি উদ্ভিদের মোট ৩০,৭৫১ টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মাতৃবৃক্ষের বাগান থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সারণি ৬.৬ : বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভাগ	সংখ্যা
১.	বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের চারা বিতরণ	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১৪,১৩৬ টি
২.	বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতি ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৩৩৫ টি
		সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১,৬৬৫ টি
		প্লান্টেশান ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	২০০ টি
৩.	বেতের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৭,২৩৫ টি
৪.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	৪,৪৮০ টি
		বীজ বাগান বিভাগ	১২,৭০০ টি
৫.	বীজ বিতরণ	বীজ বাগান বিভাগ	২৭০ কেজি

৬.১১ বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন সংস্থায় (লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বিএআরসি ও বিএফআরআই এর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (বিদেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (বিদেশ)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ ও বিদেশ)
২৮ টি	৫৩ জন	০৪ টি	১৩ জন	৬৬ জন

৬.১২ প্রকাশনা

বিএফআরআই কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩২টি বৈজ্ঞানিক ও পপুলার আর্টিকেল বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নাল, বুলেটিন / বুকলেট, নিউজলেটার-এ প্রকাশিত হয়েছে।

সারণি ৬.৭

বিভাগ	জার্নাল পেপার	বুলেটিন/বুকলেট	প্রসেডিংস পেপার	পপুলার আর্টিকেল	নিউজলেটার (সংখ্যা)	মোট
		বন ব্যবস্থাপনা উইং				
বন অর্থনীতি বিভাগ	০১					০১
বন রক্ষণ বিভাগ	০২				০১	০৩
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ	০৩	০১	০১	০৪		০৯
প্লান্টেশান ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	০১			০১		০২
গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	০২				০১	০৩
সিলভিকালচার জেনেটিক বিভাগ	০১			০২		০৩
সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	০১					০১
বীজ বাগান বিভাগ	০৩					০৩
					০৩	০৪
ক) উ প মোট	১৪	০১	০৩	০৫	০২	২৫
		বনজ সম্পদ উইং				
বন রসায়ন বিভাগ	০৩					০৩
মন্ড ও কাগজ বিভাগ	০২					০২
কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরুপণ বিভাগ	০১				০১	০২
খ) উপ মোট	০৬				০১	০৭
মোট (ক+খ)	২০	০১	০৩	০৫	০৩	৩২
						৩২

৬.১৩ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের তালিকা

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) অর্থায়নে ০২টি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়নে ০২টি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি-২) অর্থায়নে ০১টি সহ মোট ০৫টি নিম্নোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থায়ন
১	নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (আরবিআরটিসি) Establishment of Regional Bamboo Research and Training Center (RBRTC) at Domar, Nilphamari	০১.০১.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২০	জিওবি
২	মানসম্পন্ন বীজের উৎসের উন্নয়ন এবং পরিজ্ঞাতকরণ Quality Seed Source Development and its Popularization	০১.০৬.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২০	জিওবি
৩	সুন্দরবনের মৌমাছির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation to climate change and livelihood improvement	০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৬.২০১৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল
৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন	০১.০৭ ২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল
৫	বিপদাপন্ন ফরেষ্ট জেনেটিক রিসোর্সেস (ঔষধি উদ্ভিদসহ) এর অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, মাল্টিপ্লিকেশন এবং এক্স-সিটো কনজারভেশন Exploration, Identification Characterization, Multiplication and Ex-situ conservation of Endangered Forest Genetic Resources including Medicinal plants of Bangladesh.	০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৯.২০২০	PIU-BARC, NATP-2

সারণি ৬.৯

৬.১৪ উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য (২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জিত)

দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে সৃজিত জারুল ও হাইব্রিড একাশিয়া এবং হাওর এলাকায় জন্মানো হিজল ও করচ গাছের ভল্যুম Volume নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক সমীকরণ (Arithmetic equation)উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে সৃজিত কেওড়া গাছের Volume নির্ণয় এবং ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায় উডলডে সৃজিত মেহগনি গাছের বর্ধন ও উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ চলমান আছে।

চিত্র ৬.১ : উপকূলীয় বনাঞ্চলে সৃজিত দাড়ানো কেওড়া গাছের ভল্যুম নির্ণয়ের উপাত্ত সংগ্রহ এবং ফরিদপুর হতে মেহগনি গাছ বর্ধন ও উৎপাদন হার নির্ণয়ের জন্য স্থায়ী নমুনা প্লট হতে উপাত্ত সংগ্রহ

ভোক্তা সাধারনের মাঝে বাঁশের চারা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ থেকে কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের ১৩ টি প্রজাতির ১২,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারী রেভিনিউ সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে ভোক্তাসাধারণের মাঝে ২,৫৪৯ টি বাঁশের চারা বিতরণ করা হয়েছে ও বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বাঁশের চারা সহজলভ্য হওয়ায় চারার চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতি বছর বাঁশ চাষে ভোক্তা সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ৬.১ : টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন

বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্র বিভাগ থেকে ১২টি বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির ৫,০০০ চারা উত্তোলন করা হয়েছে। IFESCU, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, কক্সবাজার রাডার ইউনিট এ উত্তোলিত ৪ একর বাগানে ৪৮টি বিলুপ্ত প্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। বাঁশ, বৃক্ষ ও ঔষধি উদ্ভিদের উন্নতমানের চারা উৎপাদন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে বাঁশের ৩ টি প্রজাতির ২,০০০ চারা মাটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ল্যাবে অধিকসংখ্যক চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

চিত্র ৬.১ : বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ এবং নার্সারিতে চারা উত্তোলন

টিস্যুকালচার প্রক্রিয়ায় এ্যালোভেরা প্লান্ট (Aloe indica) এর চারা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে আগর, বৈলাম ও তমালের অধিক সংখ্যক উন্নত চারা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

চিত্র ৬.১ : টস্যুকালচারের মাধ্যমে ঔষধী উদ্ভিদ এ্যালোভেরা এর সরাসরি চারা উৎপাদন

বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল রাবার গাছের গুণাগুণ সম্পন্ন অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদনে টিস্যুকালচার গবেষণা অব্যাহত রাখা হয়েছে

চিত্র ৬.১ : টিস্যুকালচারের মাধ্যমে নির্বাচিত উচ্চ ফলনশীল রাবার গাছের Shoottip culture Ges multiple shoot উৎপাদন

জার্মপ্লাজম হলো বিলুপ্ত প্রায় ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের সংগ্রহশালা। যাহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে জেনেটিক রিসোর্স হিসাবে সংগৃহীত উদ্ভিদের প্রোপাগেশনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। বিএফআরআই ২৫০ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ ১২টি ঔষধি উদ্ভিদের প্রোপাগুল (Propagule) সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম সেন্টারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিম্নে সংগৃহীত ঔষধি উদ্ভিদের ছবি দেওয়া হলো।

Egyptian fig -Ficus carica

Gurmar -Gymnema sylvestre

Mur-ada -Zingiber montanum

Zaitun -Olea europaea

Lepidagathis- Lepidagathis linearis

Alpinia-Alpinia conchigera

White garland-lily- Hedychium coronarium

Stemona- Stemona tuberosa

Gandh Kochu-Homalomena aromatica

Turkey berry-Solanum torvum

Christmas Candle- Pedilanthus tithymaloides

Chorpaat- Laportea crenulata

চন্দন একটি সুগন্ধিযুক্ত অর্থকরী ফসল। চন্দনের চারা উত্তোলন ও বনায়ন খুবই কঠিন কাজ। যেহেতু চন্দন একটি হেমিপ্যারাসাইট (Hemiparasite)জাতীয় উদ্ভিদ এজন্য চন্দন নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারেনা। অন্যান্য হোস্ট উদ্ভিদের সাথে বিশেষ ধরনের অর্গান সৃষ্টি করে হোস্ট প্লান্টের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এলক্ষ্যে চলমান গবেষণা হতে নার্সারি উত্তোলনের জন্য অরহরকে নার্স ক্রপ এবং প্লান্টেশানের জন্য কালো করই, ঝাউ, বকুল, নিসিন্দাকে হোস্ট প্লান্ট হিসাবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

চন্দনের বীজ

প্লাস্টিক ট্রেতে চন্দনের অঙ্কুরিত চারা

পলিব্যাগে চন্দনের চারা

টবে চন্দনের চারা

কাল কড়ই (হোস্ট) সহ চন্দন গাছ

ঝাউ (হোস্ট) সহ চন্দন গাছ

৬.১৫ গবেষণা কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত ৫৪ টি গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে ২৩ টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

Sl. No.	Name of the completion study	Division	Starting year	Ending year
1	Development of tissue culture techniques for different bamboo species viz., farua (Bambusapolymorpha), bhudum (Dendrocalamusgiganteus), china bamboo (D. latiflorus),ora (D. longispathus)pencha (D.hamiltonii) and wappi (Thyrsostachys sp.)	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	2014-15	2019-20
2	Valuation of Ecosystem Services in Baraiyadhala National Park,Chattogram, Bangladesh.	বন অর্থনীতি বিভাগ	2018-19	2019-20
3	Preparation of volume tables of keora (Sonneratiaapetala)	বন ইনভেন্টরী বিভাগ	2018-19	2019-20

4	Biodiversity conservation through Assisted Natural Regeneration (ANR) in Sitapahar Nutunpara and Baganpara of Bandarban hill district	বনউদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	2017-18	2019-20
5	Germplasm conservation and management practices of different medicinal plants	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	2015-16	2019-20
6	Mass propagation of bamboos [borak (Bambusabalcooa) bajja(B. vulgaris), kata (B. bambos), ghoti (B. ventricosa) tetua(B. jaintiana), farua (B. polymorpha), korjaba (B. salarkhanii), mitinga(B. tulda), hedge (Bambusa sp.) bhudum (Dendrocalamusgiganteus),ora(D. longispathus) brandisi (D. brandisii), dolu (Schizostachyumdullooa) andrengun(Thyrsospachysoliveri)]through branch cuttings and seedlings proliferation	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	2014-15	2019-20
7	Conservation of threatened plant species in ex-situ condition	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	2014-15	2019-20
8	Development of tissue culture techniques for1) Timber trees: boilam(Anisopterascaphula),tamal (Diospoyros montana),africa n teak oak (Chlorophora excels) 2) Medicinal plant : amloki(Phyllanthusemblica),Diabetes plant (Gynuraprocumbens) alovera (Aloeindica),and3) Fruit tree: lotkon (Baccaurea sapida)	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	2014-15	2019-20
9	Floristic composition of fresh water Swamp forest inSylhet region of Bangladesh	বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	2017-18	2019-20
10	Growth and yield assessmentofmangrovespecies through establishment of permanent sample plot s (PSPs) i n coastal plantation of Bangladesh	বন ইনভেন্টরী বিভাগ	2015-16	2019-20
11	Improvement and Popularization of Plantatio n Techniques for Threatened Mangrove Species in the Sundarbans.	ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ	2017-18	2019-20
12	Growth performance of different forest tree species in research plots	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	2015-16	2019-20
13	Large scal e production of quality seedlings of important forest tree species	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	2015-16	2019-20
14	Restoration of degraded Sal forest through mix planting with Sal (Shorearobusta) and other site suitable species	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	2015-16	2019-20

15	Effect of betel leaf cultivation by the Khasia community on the vegetation and soil of Lawachara Forest	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	2015-16	2019-20
16	Popularizing quality planting materials of five important forest tree species (acacia hybrid, agar, neem, segun and gamar)	বীজ বাগান বিভাগ	2017-18	2019-20
17	Centralization of High Yieldin g Clones of Rubber (Heveabrasiliensis) and Establishment of Orchard	বীজ বাগান বিভাগ	2013-14	2019-20
18	Seed storage behaviour of chapalish ,gutguty,aneem horitaki and bohera species	বীজ বাগান বিভাগ	2013-14	2019-20
19	Design Improvement of bamboo composite furniture and popularization of technology	কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ	2016-16	2019-20
20	Suitability of manufacturing mediumdensity fiberboard (MDF) from hybrid acacia wood	কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ	2017-18	2019-20
21	Insect Pestof Ratargul SwampForestin Bangladesh and its Management	বনরক্ষণ বিভাগ	2017-18	2019-20
22	Growthperformance of mangrove and non-mangrove experimental plantations in the Sundarban	ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ	2016-17	2019-20
23	Growthand yield assessment of akashmoni (Acaci a auriculiformis) and mahogany (Swieteniamacrophylla) through establishment of permanent sample plots (PSPs)	বন ইনভেন্টরী বিভাগ	2010-11	2019-20

৬.১৬ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দুইটি প্রকল্প নিম্নরূপ :

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল
০১	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি	০১. বন বিষয়ক বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে,অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর গবেষণা সক্ষমতা বাড়ানো। ০২. এফএমপি ২০১৬, এসডিজি ২০৩০, পিআরএসপি এবং ভিশন ২০২১ এর আলোকে চাহিদাভিত্তিক বন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা। ০৩. দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বন গবেষকদের সক্ষমতা গড়ে তোলা। ০৪. বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি জনসাধারণের নিকট পৌঁছানো।	জুলাই ২০২১ খ্রিঃ - জুন ২০২৬ খ্রিঃ
০২	সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন	০১. একটি বিশেষায়িত গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ-বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়নকারী কীট ও এর সফল প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। ০২. বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশী আগর কাঠ, তেল ও আগর-জাত পণ্যের সহজ প্রবেশার্থেমান পরীক্ষণ ও গুণগত মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। ০৩. উদ্ভাবিত কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি আগর-সংশ্লিষ্ট লোকজনের মাঝে হস্তান্তর করা।	জুলাই ২০২১ খ্রিঃ - জুন ২০২৫ খ্রিঃ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), চট্টগ্রাম এর গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য ২৭টি নতুন এবং চলমান ৩১ টিসহ মোট ৫৮ টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে।এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য গবেষণা স্টাডিসমূহ নিম্নরুপ:

No	Title of New Study	Division	Starting & Ending Year
1	Molecular characterizatio n of endangered fores t tree speciesviz boilam(Anisopterascaphula),shadagorjan(Dipterocarpuscostatus)and teliagarjan (Dipterocarpus turbinatus) through ADN barcoding.	Silviculture Genetics Division	2020-2021 to 2024-2025
2	Micro-propagation and genetic analysis of variation in regenerated plant s of African teakoak (Chlorophoraexcelsa), boilam (Anisopterascaphula) and taxodium (Taxodiummucronatum).	Silviculture Genetics Division	2020-2021 to 2024-2025
3	Development of tissue culture techniques for four new bamboo species viz. Dendrocalamusasper, D. sinicus, D. latiflorous, and D. Edulis.	Silviculture Genetics Division	2020-2021 to 2022-2023
4	Optimization of seedling production and masspropagation of ten important village bamboos through branch cutting technique and seedling proliferation	Silviculture Genetics Division	2020-2021 to 2022-2023
5	Valuation of ecosystem services in Sitakunda, Botanical Garden and Eco- park, Chattogram.	Forest Economic	2020-2021 to 2022-2023
6	Development of vegetative propagation techniquesf or cashewnut tree (Anacardium occidental)	Minor Forest Product Division	2020-2021 to 2023-2024
7	Germplasm conservation and management practices of different medicinal plants	Minor Forest Product Division	2020-2021 to 2024-2025
8	Growth, yield and carbon storage of rubber tree, (Heveabrasiliensis.) plantations in Bangladesh.	Forest Inventory Division	2020-2021 to 2021-2022
9	Tree resource assessmentof homestead in the Northern parts of Bangladesh.	Forest Inventory Division	2020-2021 to 2022-2023
10	Floristic compositio n and regeneratio n Status of Lawachara National Park, Moulvibazar and Dudpukuria-Dhopacihar Wildlife Sanctuary, Chattogram, Bangladesh	Forest Inventory Division	2020-2021 to 2021-2022
11	Anatomical variatio n of lambu (Khayaanthotheca) and mahogany (Swieteniamacrophylla) tree grownin three agro-ecological regions of Bangladesh	Forest Inventory Division	2020-2021 to 2021-2022

No	Title of New Study	Division	Starting & Ending Year
12	Growth performance of sadabaen (Avicennia alba) and morichabaen (Avicennia marina) in the western coastal belt of Bangladesh	Plantation Trial Unit Division	2020-2021 to 2024-2025
13	Nursery and plantation techniques of moth goran (Ceriopstagal) an endangered species of the Sundarban	Mangrove Silviculture Division	2020-2021 to 2024-2025
14	Ex-situ conservation of major mangrove species at the adjacent char land areas of the Sundarban.	Mangrove Silviculture Division	2020-2021 to 2024-2025
15	Identification and evaluation of entomopathogenicfungi to control Lepidopteranpests of some important forest tree speciesteak (Tectonagrandisl.), koroi (Albiziaspp) and agar tree (AquilariamalaccensisL.)	Forest Protection Division	2020-2021 to 2024-2025
16	Development of vegetative propagation techniques of important forest tree species of gutgutya (Protiumserratum) and banderhola (Duabongagrandiflora)	Seed Orchard Division	2020-2021 to 2022-2023
17	Early evaluation and production of quality planting materials of nine important forest tree species.	Seed Orchard Division	2020-2021 to 2022-2023
18	Development of seed sourcesof four important forest tree species through establishment of seedling seed orchard	Seed Orchard Division	2020-2021 to 2024-2025
19	Enhancement of life span of dharmara(Stereospermum personatum), jarul(Legerstroemiaspeciosa) and toon (Toonaciliata), seed through different storage media.	Seed Orchard Division	2020-2021 to 2022-2023
20	Growth assessment of raised plantations at four dendro-ecological regions of Bangladesh	Silviculture	2020-2021 to 2024-2025
21	Development of nursery techniques of four important endangered indigenous forest tree species.	Silviculture Research Division	2020-2021 to 2023-2024
22	Growth performance of three indigenous fast growing tree species viz. gamar (Gmelinaarborea), toon (Toonaciliata), and shilkoroi(Albiziaprocera).	Silviculture Research Division	2020-2021 to 2024-2025
23	Effect of bamboo plantations on soil erosion minimization in the coastal areas of Chattogram	Soil Science Division	2020-2021 to 2024-2025

No	Title of New Study	Division	Starting & Ending Year
24	Suitability of medium density fiberboard made frommahogany (Swieteniamacrophylla) wood.	Veneer and CompositeWood Products Division	2020-2021 to 2024-2025
25	Determination of physical and mechanical properties of gamar (Gmelinaarborea), mango (Mangiferaindica) and silkoroi (Albiziaprocera) through heat treatment.	Seasoning and Timber Physics Division	2020-2021 to 2021-2022
26	Determination of physicaland mechanical properties of rangunbansh (Thyrsostachys oliveri).	Seasoning and Timber Physics Division	2020-2021 to 2021-2022
27	Potential uses of toon (Toonaciliata) wood for furniture making	Wood Working and Timber Engineering Division	2020-2021 to 2021-2022

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

www.bnh.gov.bd

৭.১ পরিচিতি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ, নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন ও শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ এবং শ্রেণীবিদ্যা (**Taxonomy**) বিষয়ক একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্য সমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসকল নমুনাসমূহ দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিক ভাবে সনাক্ত করণের এবং মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিলুপ্ত প্রায় ও ভেষজ উদ্ভিদ সহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' নামে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরে বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে প্রকল্পটি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১ জুলাই ১৯৯৪ সালে তৎকালীন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রাঙ্গনে হারবেরিয়ামের নিজস্ব ভবনটির উদ্বোধন করেন।

৭.২ ভিশন

উদ্ভিদ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করা এবং ভোক্তাদের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে দেয়া।

৭.৩ মিশন

দেশের উদ্ভিদ সম্পদের পুঙ্খাণুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্ণনা মূলক তালিকা প্রস্তুত করা।

৭.৪ জনবল

সারণি ৭.১: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কমকর্তা/কর্মচারী

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ
১.	গ্রেড ১-৯	১৯	১১	০৪
২.	গ্রেড ১০	০৩	০৩	-
৩.	গ্রেড ১১-১৬	১৮	১৬	০২
৪.	গ্রেড ১৭-২০	১২	১০	০২
	মোট =	**৫২**	**৪০**	**১২**

৭.৫ কার্যাবলী

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড মূলত নির্মোক্ত ছয়টি সুনির্দিষ্ট ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে :

৭.৫.১. উদ্ভিদ জরিপ, নমুনা সংগ্রহ এবং হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ

উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রম ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে সম্পাদিত কর্মকান্ডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ সাধারণত ভাউচার হারবেরিয়াম শীট তৈরীর লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে দেশের বনভূমি, সমতলভূমি, জলাভূমি এবং পাহাড়ী এলাকাসহ বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে জরিপের মাধ্যমে ছবি, তথ্য ও ফুল-ফল সমেত উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের ফল ও বীজ শুকিয়ে বোতলে অথবা রসালো ফুল, ফল, টিউবার বা অন্যান্য নরম অংশ স্পিরিটে সংরক্ষণ করে থাকেন। জরিপকালে বড় বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা জাতীয় উদ্ভিদের ফুল-ফল, পাতা ও ডাল সমেত একটি অংশ এবং ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের সমগ্র অংশ সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সাধারণত ৩-৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তবে বিরল প্রজাতির ক্ষেত্রে এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় যেন সেগুলো পরবর্তীতে বংশবিস্তার করতে পারে। সংগৃহীত প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনার জন্য একটি কালেকশন নাম্বার দিয়ে এদের বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, সংগ্রহ স্থান ও তারিখ, গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, লোকজ ব্যবহার, বাস্তুসংস্থান, প্রাচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

চিত্র ৭.১: বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

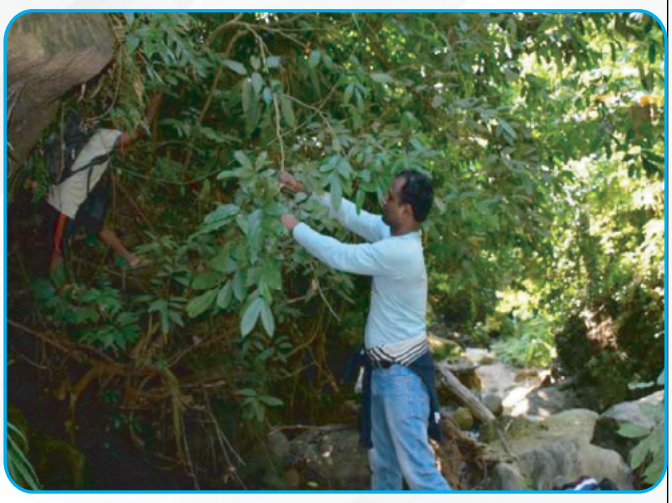

চিত্র ৭.২: বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.৩: পলি ফরেস্ট, রুমা, বান্দরবান হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র ৭.৪: আদমপুর ফরেস্ট, মৌলভীবাজার হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলোর অতিরিক্ত অংশ ছাঁটাই করে একটি নির্দিষ্ট মাপে কেটে পুরাতন খবরের কাগজে স্থাপন করা হয়। উদ্ভিদ নমুনা সমেত প্রতিটি কাগজের ফাঁকে একটি করে খবরের কাগজ পর পর রেখে সজ্জিত করা হয়। সর্বশেষে সজ্জিত নমুনার স্তুপটি প্লান্ট প্রেস জোড়ের মধ্যে রেখে দড়ি দ্বারা শক্ত করে চেপে বাঁধা হয়। এভাবে সংগৃহীত নমুনা সমেত প্লান্ট প্রেসটি সূর্যালোকে বা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে রেখে শুকানো হয়। উদ্ভিদ নমুনাগুলো পরিপূর্ণভাবে শুকানো হলে প্রতিটি উদ্ভিদের ১টি নমুনা নির্দিষ্ট মাপের সুইডিশ বোর্ড পেপারের উপর গাম দিয়ে লাগিয়ে হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। অপরদিকে, প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সংগৃহীত অবশিষ্ট দুই থেকে তিনটি নমুনা পৃথকভাবে ডুপ্লিকেট বক্সে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, যা দেশের ও বিদেশের অন্যান্য হারবেরিয়ামের মধ্যে লোন (**loan**) এবং এক্সচেঞ্জ ম্যাটিরিয়্যাল (**exchange material**) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হারবেরিয়াম শীটে ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধকৃত তথ্য সম্বলিত লেবেল, পকেট খামে স্থাপিত নমুনার কিছু অংশ (পাতা, ফুল ও ফল) এবং সংগ্রহের স্থান চিহ্নিত ম্যাপ লাগিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। এসকল হারবেরিয়াম শীট সংরক্ষণের পূর্বে মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭২ ঘন্টা ফ্রিজিং করে ছত্রাক, এবং পোকা-মাকড়ের ডিম ও লার্ভা মুক্ত (নির্জীব করা) করা হয়।

৭.৫.২. উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণা

উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল- উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, শ্রেণী বিন্যাসকরণ, নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিস্কার ও নামকরণ, এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়করণ। মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগন সাধারণত হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে সনাক্তকৃত হারবেরিয়াম শীটের সাথে মিলিয়ে (**match**) সনাক্ত করে থাকেন। তবে সম্পুর্ণ অপরিচিত কিংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফুল-ফলসহ অন্যান্য অংগসমূহ গবেষণাগারে ব্যবচ্ছেদপূর্বক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের নির্ভরযোগ্য ফ্লোরার সাথে পর্যবেক্ষণকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করে সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো সনাক্ত করা হয়ে থাকে। যে সকল উদ্ভিদ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ট্যাক্সোনমিক্যাল (**taxonomical**) গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে আবিস্কৃত অন্য কোন উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বলে প্রমানিত হয়, সেগুলোকে নতুন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে গবেষণার মাধ্যমে কোন নতুন প্রজাতি আবিস্কার করা হলে আইসিবিএন অনুযায়ী উহার নামকরণ ও শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক দেশী/বিদেশী জার্নালে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে পারস্পারিক সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য হারবেরিয়ামের গবেষণাগারে ট্যাক্সোনমিক্যাল (**taxonomical**) গবেষণার পাশাপাশি সাইটোলজিক্যাল (**cytological**) ও এনাটমিক্যাল (**anatomical**) গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

চিত্র ৭.৫: হারবেরিয়ামের গবেষণাগার কর্তৃক উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ

৭.৫.৩. নমুনা সংরক্ষণ ও হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা

ট্যাক্সোনমিক (**taxonomic**) গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকৃত সকল উদ্ভিদ নমুনা ক্রনকুইস্টের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষণের পূর্বে প্রতিটি হারবেরিয়াম শীটে একটি একসেশন নম্বর প্রদান করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে এই একসেশন নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র (প্রয়োজনে একাধিক) ফোল্ডার তৈরী করে উক্ত প্রজাতির সকল নমুনা উহার ভিতর স্থাপন করা হয়। কাপবোর্ডে সংরক্ষিত প্রতিটি পরিবারের অধীন্যস্ত গণ এবং প্রজাতি সমূহকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখা হয়। উদ্ভিদ নমুনাসমূহ শুষ্কাবস্থায় সংগ্রহের পাশাপাশি উদ্ভিদের ফল ও বীজ শুষ্কাবস্থায় এবং রসালো ফুল-ফল, টিউবার ও অন্যান্য নরম অংশসমূহ স্পিরিট সহযোগে কাচের জারে ইথনোবোটানী মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সংরক্ষিত নমুনাগুলো ছত্রাক ও কীট-প্রতঙ্গের আক্রমন হতে সুরক্ষার জন্য হারবেরিয়াম কক্ষটি সর্বদা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখার পাশাপাশি কাপবোর্ডে সংরক্ষিত নমুনায় নিয়মিত ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। সংরক্ষিত নমুনা হতে কীট-পতঙ্গকে দূরে রাখতে কাপড়ের থলের মধ্যে ন্যাপথালিনও রাখা হয়। এসকল পদক্ষেপ নেয়ার পরও নষ্ট হয়ে যাওয়া নমুনাসমূহ নথিভুক্ত করে অপসারণ করা হয়। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষন করা হচ্ছে।

চিত্র ৭.৬: শুষ্কাবস্থায় প্রস্তুতকৃত ২টি হারবেরিয়াম শীট

৭.৫.৪. ফ্লোরিস্টিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা

হারবেরিয়াম কার্যক্রমের চতুর্থ পর্যায়ের কাজের আওতায় ইলেকট্রনিক ডাটাবেইজ (**e-database**) তৈরির লক্ষ্যে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত লেবেলে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ কম্পিউটারে ডকুমেন্টেশন করা হয়ে থাকে। এই ই-ডাটাবেইজ হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত যে কোন প্রজাতির প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য, দুস্প্রাপ্যতা, ফুল ও ফল ধারণের সময়, স্থানীয় নাম, লোকজ ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য অনুসন্ধানে সহায়ক। হারবেরিয়াম শীটে লিপিবদ্ধ তথ্য এসব ফ্লোরিস্টিক রচনায় ব্যবহার করা হয়। হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কাজ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের গবেষণা কাজের ফলাফল প্রধানতঃ ফ্লোরা অব বাংলাদেশ, বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, অন্যান্য ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনাসহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্ণালে প্রকাশ করে থাকেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হারবেরিয়ামের আর্টিস্টগণ ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনার জন্য হারবেরিয়াম শীটে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা থেকে বোটানিক্যাল ইলাস্ট্রেশন অংকন করে থাকেন।

৭.২.৫. উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সঠিক সনাক্তকরণ, পরিসংখ্যান এবং অস্তিত্ব রক্ষার টেকসই কৌশল বের করা। হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায় হতে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হতে আগত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, চিকিৎসক, এনজিও কর্মীদের দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, একসেশন (**accession**) নম্বর প্রদান, ভাউচার নমুনা সংরক্ষণ, দেশীয় উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে আসছে। উদ্ভিদ শ্রেণীতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কাজেও ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সাহায্য প্রদান করে আসছে। দেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্ভিজ উপাদান আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সঠিক প্রজাতি সনাক্ত করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। কোন প্রকল্প, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষতিকারক প্রভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা মানব সৃষ্ট কারণে দেশের কোন ফরেস্ট/ ইকোসিস্টেম/ এলাকা/ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের উপর ইহার সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নির্ণয়ে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৭.৬ বিগত অর্থ বছরে (২০১৯-২০) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

সারণী ৭.২: একনজরে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড	
কর্মকান্ডের বিবরণ	**অর্থ বছর ২০১৯-২০২০**
মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরীপ সংখ্যা	৫ টি (কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে এসময়ে নিদিষ্ট সংখ্যক জরীপকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি)
জরীপ পরিচালিত এলাকার পরিমাণ	১৮ বর্গ কিলোমিটার
সমীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ	১৪১৮ টি
উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	১৩৪৩ টি
এক্সসেশন নম্বর প্রদানকৃত উদ্ভিদ নমুনা হারবেরিয়ামে সংরক্ষণ	১২০৬৭ টি
উদ্ভিদ নমুনার ডাটাবেজ তৈরীকরণ	১০৮৫ টি
হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা	০১ টি
জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা	০২ টি
হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত ‘ফ্লোরা অব বাংলাদেশের’ সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএনএইচ কর্তৃক ‘ফ্লোরা অব বাংলাদেশ’ শীর্ষক সিরিজের ৩ (তিন) টি পুলিপি রচনা করা হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে সেগুলো যথাসময়ে মুদ্রণ করা হয়নি।
পুনঃ আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা	০১ টি
উপকারভোগী সংস্থার সংখ্যা	৩৮ টি
হারবেরিয়াম টেকনিকস বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান	৯৬৭ টি
নিয়োগকৃত জনবল সংখ্যা	০ জন
মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	৩৭ জন
হারবেরিয়াম কর্তৃক গবেষণা (এমফিল/পিএইচডি) কাজে সহায়ক হিসাবে সহায়তা প্রদানকৃত গবেষকের সংখ্যা	০১ জন

৭.৭. অর্জনসমূহ

১. উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলাধীন কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক; বরগুনা জেলার টেংরাগিরি অভয়ারণ্য; পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কুয়াকাটা অঞ্চল; সাতক্ষীরা জেলার কলাগাছিয়া এবং বুড়িগোয়ালিনী অঞ্চল; বাগেরহাট জেলাধীন কোকিলমনি, পাটাকাটা খাল, কটকা খাল, জামতলা, হরিণ টানা, সুপতিখাল, শরণ খোলা রেঞ্জ, হাড়বাড়িয়া, চাদপাই রেঞ্জ, এবং খুলনা জেলাধীন পাটকুষ্টা, হড্ডা বন টহল ফাঁড়ি, লোলিয়ান ও ভোমরখালী হতে উদ্ভিদ জরীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৪১৮টি উদ্ভিদ নমুনা তথ্য ও ছবিসহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে

২. হারবেরিয়ামের গবেষকগণ উদ্ভিদ শ্রেণীবিদ্যা (**taxonomy**) বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে উক্ত সময়ে ৩ (তিন) টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুন হিসাবে আবিষ্কার এবং ১ (এক) টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে ১২৪ বছর পর পুনঃ আবিষ্কার করেছেন, যাহা দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

৩. **Melastomataceae, Boraginaceae Ges Aristolochiaceae** পরিবার নিয়ে '**Flora of Bangladesh**' শীর্ষক সিরিজের তিনটি সংখ্যা (সিরিজ নং- ৭৬,৭৭ এবং ৭৮) পান্ডুলিপি রচনা করা হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে সেগুলো যথাসময়ে মুদ্রণ করা হয়নি ।

৪. হারবেরিয়ামের গবেষকগণ বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলাধীন পলি ও রেমাক্রি প্রানসা ফরেস্ট রেঞ্জের উপর উদ্ভিদ জরীপের কাজ সম্পন্ন করেছেন। জরীপ এলাকাটি রুমা সদর হতে কেওক্রাডং পর্যন্ত বিস্তৃত যেখানে প্রায় ৪৫ কি.মি. পর্যন্ত হারবেরিয়ামের গবেষকদের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় পায়ে হেঁটে জরীপ পরিচালনা করতে হয়েছে যা ছিল একটি দুঃসাহসিক কাজ । এ জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৮৫৭ টি উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে গবেষকগণ '**Vascular Flora of the Poly and Remakri Pransa forests range**' নামক একটি ফ্লোরার পানুলিপি রচনা করেছেন যাহা ২০২০-'২১ অর্থবছরে একটি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশ করা হবে । ফ্লোরাতে এ অঞ্চলে প্রাপ্ত উদ্ভিদের ব্যবহার, বর্তমান স্ট্যাটাস, হুমকির কারণ এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা প্রণয়নসহ তাদের সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । জরীপটি দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

৫. ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের গবেষকগণ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত ৫,৪৬৪ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট জীববৈচিত্র্যময় কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের উপর উদ্ভিদ জরীপের কাজ সম্পন্ন করেছেন । গবেষকগণ জরীপে প্রাপ্ত ৮৪০টি উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে '**Flora of Kaptai National Park**' নামক একটি ফ্লোরার পানুলিপি রচনা করেছেন, যা ২০২০-'২১ অর্থবছরে একটি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশ করা হবে । ফ্লোরাতে এ অঞ্চলে প্রাপ্ত উদ্ভিদের ব্যবহার, বর্তমান স্ট্যাটাস, হুমকির কারন এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা প্রণয়নসহ তাদের সংরক্ষনের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে । ইহা দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

৬. দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৯৭৩ জন শির্ক্ষাথী/ গবেষককে হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড ও কর্মকৌশল (উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহকরণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুষ্ককরণ, হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ, নির্জীবকরণ ও সংরক্ষণকরণ ইত্যাদি) বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে ।

৭. এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত ৫৫৬ টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ পূর্বক এক্সসেশন নম্বর (**Accession Number**) প্রদান করা হয়েছে ।

৭.৬ উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ১০ জুন ২০২০ তারিখ হতে বন অধিদপ্তরের সুফল প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন '**Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Area**' নামক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এছাড়াও 'বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ নামক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

সারণি ৭.৩ : উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়ন
১.	**Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invesive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Areas**	২০২০-২০২৩ (চলমান)	৬.৭৯	সুফল প্রকল্প
২.	বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ	২০১৯-২০২২ (প্রস্তাবিত)	১৭.৫০	জিওবি

৭.৭ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০২২)

১	রাতারগুল জলা-জঙ্গল এবং খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক, সিলেট হতে জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমগ্র উদ্ভিদ প্রজাতির ওপড় দুটি চেকলিস্ট প্রস্তুতপূর্বক উক্ত সময়ের মধ্যে একটি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশ করা হবে।
২	কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ময়মনসিংহ; বাংলাদেশের সকল উপকূলীয় অঞ্চল সমূহ; আলতাদীঘি ন্যাশনাল পার্ক, নওগাঁ এবং সিংরা ন্যাশনাল পার্ক, বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, রামসাগর ন্যাশনাল পার্ক, নবাবগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, দিনাজপুর হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা করা।
৩	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ২৮০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা।
৪	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ২১৫০ টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেইজ তৈরি করা।
৫	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১২০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার পরিচর্যা করা।
৬	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৬ টি সংখ্যার ই-ফ্লোরা প্রস্তুত করা।
৭	দেশী-বিদেশী সায়েন্টিফিক জার্নালে ৬ টি ফ্লোরিস্টিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা।
৮	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৬ টি সংখ্যার ই-ফ্লোরা প্রস্তুত করা ।

(খ) মধ্য মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০২৪)

১	বাংলাদেশের নির্বাচিত পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলিয়েন এন্ড ইনভেসিভ (**alien and invasive**) উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা ।
২	সুফল প্রকল্পের আওতাধীন '**Developing Bangladesh National Red List of plants**' নামক প্রকল্প ব্যাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট তৈরী করা ।
৩	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা ।
৪	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের উপর ২টি সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পুস্তক প্রকাশ করা
৫	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৫০০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা ।
৬	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৫০০০০টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেস তৈরি করা ।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০৩০)

১	সমগ্র দেশের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা।
২	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের অবশিষ্ট প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা ।
৩	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের অবশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা।
৪	ডিজিটাল হারবেরিয়াম প্রস্তুত করা ।

হারবেরিয়াম কর্তৃক সংগৃহীত কতিপয় বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

ww.rb.gov.bd

৮.১ বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

রাবার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থকরী বনজ সম্পদ যার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে। রাবার গাছের কষ (ল্যাটেক্স) থেকে রাবার উৎপন্ন হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বৃটিশদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে তৎকালীন বন বিভাগ মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা হতে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় কিছু গাছ রোপণ করে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে রাবার চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং এদেশের জলবায়ু ও মাটি রাবার চাষের জন্য উপযোগী তাই বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ করার সুপারিশ করে। ১৯৬১ সালে প্রথম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিক ভাবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ শুরু করা হয়। বন বিভাগ ১৯৬০ সালে ২৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের রামুতে ৩০ একর এবং চট্টগ্রামের রাউজানে ১০ একর মোট ৪০ একর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প সংশোধন করে ১৯৬২ সালে ১২১৪ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী পুনঃ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৬০-৭৩ সালে বিএফআইডিসি চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার ৬১১৬ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে মাত্র ৪০৯ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে মাত্র ১৬২ হেক্টর জমি বাগান রাবার চাষের উপযোগী হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সরকার অধিকতর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে পুনরায় রাবার বাগান সৃজন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকার ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮,৩২৮ হেক্টর অনুর্বর, পতিত, অন্যান্য খাদ্য শস্য ও ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী জমিতে রাবার চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৬,১৮৭ হেক্টর জমি সরকারী, অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। বিএফআইডিসির মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে ১৮ টি। বিএফআইডিসি ১৯৮০-৮১ সাল হতে উচ্চফলনশীল রাবার চারারোপণ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরের ১৩,২০৭ হেক্টর জমিতে ১৬ টি রাবার বাগান সৃজন করে। তার মধ্যে ৮% চারা মালয়েশিয়া হতে আনীতপ্রিম ৬০০ এবং পিবি ২৩৫ ক্লোন হতে লাগানো হয়। প্রতিটি ক্লোন হতে উৎপন্ন চারা হতে বছরে তিন কেজি করে রাবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বিএফআইডিসির ১৮টি বাগানে ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গাছের মধ্যে ২ লক্ষাধিক গাছ উৎপাদনশীল। বিএফআইডিসি তাদের উৎপাদিত রাবার নিলামে বিক্রি করে। ২০০৮-০৯ সালে ১,১১,৬০০ মেট্রিক টন রাবার থেকে ২৫৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। একই বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ৫৫০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। রাবার উৎপাদন এবং বিপণনে বিএফআইডিসি ছাড়া বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১১টি রাবার বাগান রয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে বান্দরবানের ৩২,৫৫০ একর জমি ১৩০২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে (জনপ্রতি ২৫ একর করে)। বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে ১৮ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রকৃত রাবার চাষীদের মধ্যে জমি লিজ দিয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৩,৩০০ একর জমিতে রাবার বাগান করেছে। এছাড়া বহুজাতিক কোম্পানি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা ২০,৮০০ একর জমিতে রাবার চাষ করেছে।

৮.২ বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯ নং আইন) অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৫ মে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) কে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এক জন অতিরিক্ত সচিবকে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল হতে আগস্ট পর্যন্ত বোর্ডের "সচিব" হিসেবে একজন নিয়মিত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। প্রাকতিক রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের বিকাশে ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত রাবারের গুণগত মানোন্নয়ন, বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাগান মালিক/চাষীদের সহযোগিতা প্রদান, সর্বোপরি রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পরিত্যক্ত পতিত জমি, পাহাড় সবুজায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই রাবার চাষ এবং রাবার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিকসহ সকল সরকারি সহায়তা সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করছে। মাত্র দুই বছর আগে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত গত সেপ্টেম্বর' ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ মাসে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলা হতে বাংলাদেশ বন গবেষণাগারের পশ্চিম পাহাড়ের ই-১১ বাংলোয় স্থানান্তর করা হয়। আরো উল্লেখ্য, বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অস্থায়ী অফিসটি (বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলায় স্থাপিত) বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকত। এছাড়াও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকাটি শহরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের জোয়ারের পানি এবং বর্ষা মৌসুমের ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অফিস এবং অফিসের আসবাবপত্র প্রায়ই এক

ফুটেরও বেশি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় অফিস এবং অফিসের অধিকাংশ আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে মার্চ/২০১৯ মাসে সচিব পদে পদায়নের পর অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অফিস বাংলাদেশ বন গবেষণাগারের ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন ভবন/জমি/স্থাপনা নাই। দাপ্তরিক কাজ কর্ম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর চার টি পরিত্যক্ত ভবন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; তম্মধ্যে প্রাথমিক ভাবে একটি ভবন মেরামত করে রাবার বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল নেই। বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের তিন জন কর্মকর্তা প্রেষণে বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপ পরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। দাপ্তরিক কাজ-কর্মে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পাঁচ জন কর্মচারীকে এ অফিসে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি, নিরাপত্তা প্রহরী ও ডেস্পাচ রাইডার পদে ০৯ (নয়) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ভিশন

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

৮.৪ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের মিশন

- আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের রাবার চাষ নিশ্চিত করা;
- ইজারাকৃত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- রাবার চাষে ও শিল্পে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা;
- বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- রাবার চাষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করে দারিদ্রতা নিরসন করা;
- রাবার শিল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ;

৮.৫ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মনোনীত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

৮.৬ পরিচালনা পর্ষদের গঠন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড নিম্ন বর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার এক জন চেয়ারম্যান
- সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)
- উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- উপসচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদ
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প মালিক সমিতি
- রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক

৮.৭ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

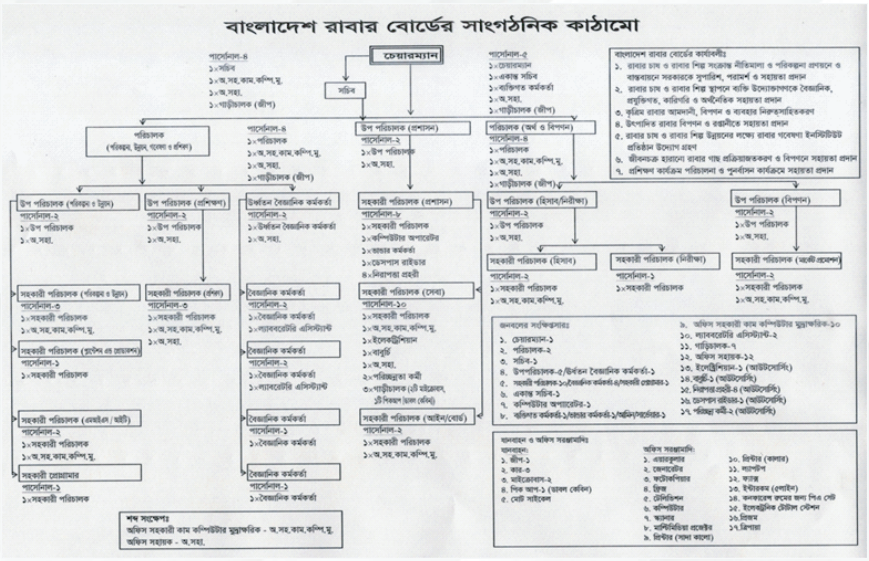

৮.৮ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদ করণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

৮.৯ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য:

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশ সমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে **Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)** এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড **International Rubber Research and Development Board (IRRDB)** এর সদস্য পদ ও গ্রহণ করেছে।

IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্র সমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (**MoU**) "**The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries**" অনুযায়ী চলতি বছরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও শ্রীলংকা হতে উচ্চ ফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উক্ত ক্লোনসমূহের জন্য অনুকূল হলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদনশীলতা বাড়বে মর্মে আশা করা যায়। তবে এজন্যে অন্তত: ৮-১০ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। রাবার ক্লোন আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর হতে ইতো মধ্যে আমদানি পারমিট গ্রহণ করা হয়েছে এবং উচ্চ ফলনশীল জাত আমদানীর লক্ষ্যে ভারত ও শ্রীলংকার সাথে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে উক্ত ক্লোনসমূহ বাংলাদেশে আনা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। তবে এ সকল উচ্চ ফলনশীল ক্লোন থেকে চারা উৎপাদনের কার্যক্রম রাবার উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। এ সমস্তবাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যেও রাবার বোর্ড কাজ করছে। তাতে আশা করা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতেও কাঁচা রাবার উৎপাদন বাড়বে। পরিবেশ বান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৮.১০ চ্যালেঞ্জ:

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্পিত দায়িত্ব পালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠামো বা জমি না থাকা;
- বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাব;
- দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের অপ্রতুলতা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগের অভাব;
- আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষিদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার অভাব;
- আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক কম হওয়া।

৮.১১ সুপারিশ

৮.১১.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি :

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে অনুমোদনকৃত ৭০টি পদের বিপরীতে ৫৮টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। "বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধান মালা, ২০২০" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের পরিচালক ও সচিব পদে কর্মকর্তা পদায়ন না হওয়ায় নিয়মিত নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। পর্যায়ক্রমে দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পর সকল শূন্য পদ পূরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অতিদ্রুত পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করবে। এছাড়া ও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

৮.১১.২ বাংলাদশে রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রফতানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেস নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে অফিস ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও রাবার বাগান মালিকদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং ডাটাবেস তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৮.১১.৩ বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা **ANRPCIIRRDB** এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশ সমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

৮.১১.৪ প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

৮.১১.৫ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতি গুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৮.১২ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর তথ্যাবলী

(১) জনবল কাঠামো

ক) রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	গ্রেড	জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান	২	২	২	-	-
২.	পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ/অর্থ ও বিপণন)	৩	২	-	২	-
৩.	সচিব	৪	১	-	১	সচিব পদে পদায়ন করা হয়েছে তবে এখনো যোগদান করেন নি
৪.	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/বিপণন/ হিসাব ও নিরীক্ষা)	৬	৫	১	৪	
৫.	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১	-	১	
৬.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ/সেবা/ এমআইএস ও আইটি/আইন ও বোর্ড /পাল্টেশন এন্ড প্রোডাকশন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/মার্কেট প্রমোশন /হিসাব/নিরীক্ষা)	৯	১০	১	৯	৫১ টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার জন্য বোর্ডের পরিচালক ও সচিব প্রয়োজন।
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	-	১	
৮.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	৪	-	৪	
৯.	একান্ত সচিব	১০	১	-	১	
১০.	ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	১	-	১	
১১.	ভান্ডার কর্মকর্তা	১৪	১	-	১	
১২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১	-	১	
১৩.	ল্যাবরেটরি এসিসন্ট্যান্ট	১৫	২	-	২	
১৪.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১০	-	১০	
১৫.	গাড়ী চালক	১৬	৭	-	৭	
১৬.	আমিন/সার্ভেয়ার	১৪	১	-	১	
১৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২	-	১২	
	মোট =		**৬১**	**৩**	**৫৮**	

খ) আউটসোর্সিং

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	জনবল কাঠামো অনুযায়ীপদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
২.	বাবুর্চি	১	১	-	
৩.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৪	-	
৪.	ডেসপাস রাইডার)	১	১	-	
৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	-	
মোট:		৯	৯	-	

গ) সর্বমোট

বিবরণ	পদসংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
রাজস্ব	৬২	০৩	৫৮
আউটসোর্সিং	০৯	০৯	০০
মোট =	**৭০**	**১২**	**৫৮**

চিত্র ৮.১: চট্টগ্রামের রাউজান রাবার বাগান পরিদর্শন

চিত্র ৮.২: চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক দাতমারা রাবার বাগান ও কারখানা পরিদর্শন (ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম)

চিত্র ৮.৩: রাবারবাগান মালিকগণের সাথে মত বিনিময় সভা (সার্কিট হাউজ, মৌলভীবাজার)

চিত্র ৮.৪: বান্দরবানের লামা রাবারবাগান পরিদর্শন

চিত্র ৮.৫: রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের রাবার চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নির্দেশনায়

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

শামিমা বেগম
যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

নাজনীন হোসেন
যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

ড. মোঃ মনসুর আলম
উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহকারি সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

কম্পোজ

মো: মামুন মিয়া
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

ডিজাইন

শেখ রুবায়েত হোসেন

প্রকাশ কাল

ফেব্রুয়ারি ২০২২

মুদ্রন

সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moef.gov.bd